রাজা হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন।

[২১৬ পৃষ্ঠায় প্রতিলিপি।

মূল ফলকের ১/৬ অংশ।

...য়ঁতা

...নাথ বসু প্রণীত

দ্বিতীয় ভাগ

1905.

(ব্রাহ্মণ-কাণ্ড)

তৃতীয়াংশ হইতে পঞ্চমাংশ

ব্রাহ্মণ কাণ্ড

তৃতীয় অংশ।

বৈদিক ব্রাহ্মণবিবরণ।

...হলেও তাঁ...

...গ্রন্থের প্রথমাংশে অর্থাৎ রাজা...

সর্ব্বাংশে অনুবর্ত্তী হইলেও ঈশ্বর যেখানে "শুনক যশোধর" ...য়াছেন, লক্ষীকান্ত "শৌনক" যশোধর বসাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৭১৮ শকে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হয়।[১] কা... বিদ্যাবাগীশ মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, লক্ষীকান্ত বাচস্পতি মহাদেব শাণ্ডিল্যের তত্ত্বার্ণবের পদানুসরণ করিয়া নিজ বৃহৎগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ম... শাণ্ডিল্যের গ্রন্থ বহুচেষ্টাতেও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

উপরোক্ত কুলগ্রন্থ কয়খানি ব্যতীত শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ সং...

(১) "শরাজ্জৈবেন্দ্রস্মিতে শকাব্দে প্রণম্য পাদাম্বুজমাদিজস্ত।
সতাং কৃতায়াং কুলপঞ্জিকায়ামেষ দ্বিতীয়স্ত গতঃ প্রপঞ্চঃ॥" (শৌনকপ্রকরণ)

রাজা শ্যা৭-.

রু ও অপরাপর গোত্রীয় ক৫৮

ত্য-বৈদিক-বংশের সম্বন্ধনির্ণয়কল্পে বংশাবলী ও আদান প্রদানেরও পরিচয় আছে
দ্র কবিশেখরের ভবভূমিবার্ত্তা ১৫৮৯ শকে রচিত হয়। কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী
নীলকান্ত পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ভবভূমিবার্ত্তার একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিপি
সেই আদর্শ পুস্তকই আদিপাশ্চাত্যবৈদিকপ্রসঙ্গে ও ষষ্ঠগোত্রপ্রসঙ্গে এই পুস্তকের
ংশস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিষ্ট নীলকণ্ঠের যশোধরবংশমালা বা ধুল্লার শুনকবংশকারিকা ও বিক্রমপুরের সদ্বৈদিক-
কা ধুল্লার শুনকবংশীয় ধলছত্রবাসী (বর্ত্তমান কলিকাতা বাগ্‌বাজারনিবাসী) শ্রীযুক্ত
কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। এই দুইখানি গ্রন্থ নিতান্ত আধুনিক
হয় না।

। এ কারণ সাধারণ সামাজিকবর্গের নিকট ভক্তি ও বিনয়ের স
ন্তছি যে, এই আলোচ্য জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহার কিছু বক্তব্য বা জ্ঞা
পূর্ব্বক আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়া উৎসাহিত করিবেন।

াতীয় ইতিহাস সঙ্কলনকল্পে নানাস্থান হইতে কুলগ্রন্থের সহিত নানাগোত্রের বহু
র হস্তগত হইতেছে,—এই সকল বিস্তীর্ণ বংশাবলী জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে সম্প
একান্ত অসম্ভব। এ কারণ জাতীয়ইতিহাস সম্পূর্ণ হইলে স্বতন্ত্র "বংশাবলীকাণ্ডে
র ও সকল গোত্রের সম্পূর্ণ বংশাবলী প্রকাশ করিয়া কুলগ্রন্থগুলি আমূল রক্ষা
। করিয়াছি। এ কারণ সামাজিকবর্গের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ, তাঁহাদের স
াশযোগ্য বংশাবলীসমূহ পাঠাইয়া উৎসাহিত করিবেন।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও সাধারণকে জানাইতে বাধ্য হইলাম যে, যে মহ
কমাত্র আগ্রহে উৎসাহিত হইয়াই এই গুরুতর মহাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই স্ব
গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনা
ায় ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় পূর্ব্ববৎ গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়া গ্রন্থকারকে
চিরানুগৃহীত করিয়াছেন।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়
১৫ই আশ্বিন ১৩১১

নিবেদক
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

তই সম্ভবতঃ মধুকরমিশ্রের বংশধরগণ তাঁহাকেও মিথিলা হইতে সমাগত
া থাকিবেন। কিন্তু শ্রীহট্টের কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন কথ
কাটালিপাড়ের সাম গোতম বৈষ্ণবমিশ্রের বংশে বাণেশ্বর নামে একজন শাক্ত
রেন, তাঁহার বংশে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক মহাশয় জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ।
আজ ছয় বর্ষ হইল, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে, বৈদিকবিবরণ
হ প্রকাশ করিতে পারি নাই। তৎপরে কএক বর্ষ হইল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত
াস্ত্রীমহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে একখানি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পুঁ
ঘ্নের' উল্লেখ পাইয়া সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎপরে তাঁহার সম্পাদিত আনন্দ
বল্লালচরিতে দেখি—

"মগাস্তু ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বং নিঃসৃতাঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
জ্বলদর্কপ্রতীকাশাঃ শাকদ্বীপমবাতরৎ ॥" (১৮।৪)

এই শ্লোক অনুসারে বল্লালসেনের সময়েও শাকদ্বীপী মগ-ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া
া ছিলেন। বাস্তবিক গৌড়াধিপ বল্লালের বহু পূর্ব্বে এ দেশে যে মগ-ব্রাহ্মণের আগমন
য়াছিল, তাহা বর্ত্তমান জাতীয় ইতিহাসের চতুর্থ অংশে "শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ"-প্রসঙ্গে সবিস্তার
ীত হইয়াছে। বলিতে কি, আলোচ্য শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবিবরণে ভারতীয় ইতিহাসের অনেক
থ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এ কারণ ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্ মাত্রেরই এই চতুর্থাংশে মনোযোগ
াকর্ষণ করিতেছি।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে যাঁহারা আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, ভক্তির সহিত তাঁহা
র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি; তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের নৈয়ায়িকশিরোমণি মহামহোপাধ্য
ম্যপাদ রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, পণ্ডিত কালীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শা
ণ্ডিত ৺গুরুচরণ বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত নীলকান্ত পঞ্চা
যুক্ত গুরুনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত শশিকুমার কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত প
র তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ জ্যোতীরত্ন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শ
যুক্ত চারুচন্দ্র জ্যোতিষী, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির নাম উল্লেখ ক
রি। বলিতে কি ঐ সকল মহাত্মা নানা প্রকারে কুলগ্রন্থ, বংশাবলী, অথবা তাম্রকর
দান না করিলে আমি কখনই সামাজিক বিরোধসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম ন
এই দ্বিতীয় ভাগে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অপ্রকাশিত
লগ্রন্থ, তাম্রশাসন ও শিলালিপির সাহায্যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল;—এই গুরুত
ামি যে সম্যক্ সফলতা লাভ করিয়াছি, এ কথা আমি কখনই মনে করিতে
খনও এই সকল বিষয়ে রীতিমত আলোচনা হইলে নানা ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

তৃতীয়াংশের সূচী

তৃতীয়াংশের সূচী

তৃতীয়াংশের সূচী

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

চতুর্থ অংশের সূচী

পঞ্চম অংশ।

জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বিবরণ।

বৈদিক বিবরণ।

সূচনা।

বঙ্গের পরিবর্ত্তনশীল জল-বায়ুর গুণে কখন কোন উদ্যম স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। বঙ্গবাসী নিত্য নূতনের পক্ষপাতী। আমরা যতই কেন আমাদের সনাতন প্রাচীন রীতি-নীতি-রক্ষায় মুখে আগ্রহ প্রকাশ করি না, যতই কেন আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত অনুষ্ঠানাদি সদাচার ও অবশ্যপালনীয় বলিয়া ঘোষণা করি না, কিন্তু বঙ্গীয় প্রকৃতি এমনই এক অনন্যসাধারণ নিয়মবলে নিয়ন্ত্রিত যে, কখন কোন অনুষ্ঠান বা কোন নিয়মপদ্ধতি বহু-কালস্থায়ী হইবার নহে! এ যে বিধাতার বিড়ম্বনা। বঙ্গবাসী কি করিবে বল? যে সনাতন বৈদিকমার্গ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ সাগ্নিক গৌড়রাজসভায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের পবিত্র চরিত্রপ্রভাবে বৌদ্ধদলিত গৌড়মণ্ডল শ্রুতির আর্য অনুষ্ঠানসমূহ-প্রতিপালনে তৎপর ও একদিন প্রকৃতই ধন্য হইয়াছিল,—আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের বংশধরগণ কএক পুরুষ পরে আর সে পৈতৃক স্মৃতিরক্ষায় সমর্থ হইলেন না;—যে মুখ্য উদ্দেশ্য সুসিদ্ধির প্রয়াসে গৌড়াধিপ আদিশূর এ দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধান ও তাঁহার বংশধরগণের প্রভাবের অভাবের সহিত অনেকেই সেই মহদুদ্দেশ্য ক্রমেই বিস্মৃত হইতেছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই বারেন্দ্রভূমে বৌদ্ধাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল এবং এই নব বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত অভিনব বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা প্রসার বৃদ্ধি করিতেছিল;—পালরাজগণের আনুকূল্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক-গণ ক্রমেই মাথা তুলিতে ছিলেন,—পালাধিকারভুক্ত বারেন্দ্রসমাজই প্রথমে নব পন্থার বাহ্য আড়ম্বরে বিমুগ্ধ হইয়া পিতৃকৃত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগ্নশাখ শূরবংশের আশ্রিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসন্তানগণ বহুদিন পিতৃকার্য্য বিস্মৃত হন নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বেদবিধিপ্রচারকল্পে গৌড়ে সমুদিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণহৃদয় হইতে সেই সঙ্কল্প এককালে তিরোহিত হয় নাই। রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ-কুলতিলক ভবদেবভট্ট তখনও বৈদিক অনুষ্ঠান রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্টিত! তৎপরেই দেখা যায়, ঘর ভাঙ্গিবার উপক্রম, চারিদিকে তান্ত্রিকতার প্রভাবে রাঢ়ীয় সমাজ অবসন্ন, বৈদিকাচার বিলুপ্তপ্রায়! এ সময়ে রাঢ়ী-বারেন্দ্র-সমাজে ঠিক কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদিও আমরা তখনকার কোন গ্রন্থ হইতে তাহার স্পষ্ট আভাস পাই নাই, কিন্তু তাহার দুই শতাব্দ পরে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। শুনুন, হলায়ুধ কি বলিতেছেন,—

"বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনেতি তদিত্থং সরহস্য ইত্যনেন কৃৎস্ন এব বেদো ব্রাহ্মণেনার্থতো গ্রন্থতশ্চাধ্যেতব্য ইতি স্থিতে বেদাধ্যয়নবেদার্থজ্ঞানমন্তরেণ গার্হস্থ্যা-শ্রমাধিকার এব ন স্যাৎ। তদনধিকারে চ সকলকর্ম্মানধিকার এব।

যতঃ,—"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

ইতি বদতা মনুনা বেদোঽধ্যেতব্যইত্যনেন বেদার্থজ্ঞানপরাঙ্মুখব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বমেব প্রতিপাদিতং। অত্র চ কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎকেবল*-পাশ্চাত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেব বেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যচ্চেতিকর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রার্থকবেদার্থজ্ঞানং। মন্ত্রার্থজ্ঞানস্যৈব চ প্রয়োজনং। যতস্তৎপরিজ্ঞান এব শুভফলং তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে।

তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"যস্তু জানাতি তত্ত্বেন আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবতম্। বিনিয়োগং ব্রাহ্মণঞ্চ মন্ত্রার্থজ্ঞানকর্ম্ম চ॥
একৈকস্যা ঋচঃ সোঽতিথিবন্দ্যোঽতিথিবদ্ভবেৎ। দেবতায়াশ্চ সাযুজ্যং গচ্ছত্যত্র ন সংশয়ঃ।
পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ ঋষ্যাদীন্ বেত্তি যো দ্বিজঃ। অধিকারো ভবেৎ তস্য রহস্যাদিষু কর্ম্মসু॥
মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নেন জ্ঞাতব্যং ব্রাহ্মণেন চ। বিজ্ঞানে পরিপূর্ণস্য স্বাধ্যায়ফলমশ্নুতে।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্তি ফলদান্যপি।"

তথা ব্যতিরিকে যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাদ্যাজনাধ্যাপনে জপং। হোমমন্তর্জ্জলাদীনি তেভ্যোঽল্পাল্পফলং ভবেৎ॥
আপন্নতে শ্বাপুগর্ত্তে স্বয়ং বাপি প্রমীয়তে।" তথা "অন্তর্জ্জলাদিকে জপোঽইতরেষামজানতাং।
নাধিকারোঽস্তি মন্ত্রাণামেবং স্মৃতিনিদর্শনমিতি।

অতো বেদাধ্যয়নে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানে হি তাৎপর্য্যং। এতৈস্তু রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈরর্থবিচার† এব কেবলঃ ক্রিয়তে। এবং চোভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব। তদ্বরং বৈদেকদেশস্যাপি যথাবিধ্যধ্যয়নং কৃত্বার্থবিচারঃ ক্রিয়তে। ইত্যুচিতং ভবতি। তথা চ যমঃ—

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে। তস্য বিপ্রস্য স্তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে॥
তস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ॥ একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্ব্বো ন শক্যতে॥"

তথা ব্যাসঃ—অধীত্য যৎকিঞ্চিদপি বেদার্থাধিগমে রতঃ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিদ্দ্বিজঃ॥
তথা—সমুচ্চিতং স্তোকমপি শ্রুতাধীতং বিশিষ্যতে।
চতুর্ণামপি বেদানাং কেবলাধ্যয়নাদ্দ্বিজঃ॥"

'ততশ্চৈকদেশস্যাপ্যধ্যয়নেন গার্হস্থ্যাশ্রমাধিকারো ভবত্যেব। ইত্থমেকদেশাধ্যয়নে কর্ত্তব্যে সংশয়ঃ। কিং তৃতীয়ো ভাগশ্চতুর্থো ভাগো বা অধ্যেতব্য উতানুষ্ঠানোচিতভাগো বা।

---

* মুদ্রিত পুস্তকে "তৎকেবল" স্থানে "উৎকল" পাঠ আছে, কিন্তু তিন খানি প্রাচীন হস্তলিপিতে "উৎকল" পাঠ নাই।

† মুদ্রিত পুস্তকে 'অনুচিতাচার' এইরূপ পাঠ আছে।

তত্র চ যদি পাঠক্রমানুরোধেন প্রথমো ভাগ একোঽধীয়তে। তদা তস্মিন্ ভাগে সন্ধ্যাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভাধানাদিকসংস্কারাগ্ন্যাধানাদি-ক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রাণাং সর্ব্বেষামসত্ত্বাত্তদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতি। তদ্বরং সন্ধ্যাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভাধানাদিসংস্কারাগ্ন্যাধানাদিক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রভাগ এবাধ্যেতুং যুজ্যতে। অতস্তেনৈবাধ্যয়নেন বেদৈকদেশাধ্যয়নং পর্য্যবস্যতি॥

যত্তু কেচিৎ— "গায়ত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥"

ইতি মনুবচনদর্শনাদেকদেশশব্দেন গায়ত্রীমাত্রমেবেচ্ছন্তি। তদযুক্তং। স্নানাদ্যনুষ্ঠানসন্ধ্যানভিজ্ঞস্য স্নানাদিষ্বেবাযোগ্যত্বাৎ তেষাং গায়ত্রীজপাধিকারিত্বৈব ন ভবতীতি সুদূরং নিরস্তং গায়ত্রীমাত্রসারত্বং। গায়ত্রীমাত্রসার ইতি বচনস্য তু নিন্দিতপ্রতিগ্রহাদ্যসৎক্রিয়ানিবৃত্তস্য স্নানসন্ধ্যাদ্যনুষ্ঠানশালিনো বিজ্ঞাতার্থগায়ত্রীজপনিরতস্য নিন্দিতপ্রতিগ্রহাদ্যসৎক্রিয়াযুক্তত্রিবেদবিদ্‌ব্রাহ্মণাচ্ছ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যং॥ ন তু সকলবেদানুষ্ঠানরহিতস্য গায়ত্রীমাত্রসারত্বে তাৎপর্য্যমিতি॥ তদেবং ব্যবস্থিতে শাস্ত্রার্থে কৃৎস্নবেদাধ্যয়নাসমর্থানাং রাঢ়ীয়বারেন্দ্রকদ্বিজাতীনাং কাণ্বশাখিবাজসেনয়িনাং কর্ম্মানুষ্ঠানার্থং প্রাতর্দন্তধাবনাদিশয়নান্তাহ্নিকগর্ভাধানাদিবিবাহসংস্কারাগ্ন্যাধানাদ্যন্ত্যেষ্টিপর্য্যন্তং গার্হস্থ্যকর্ম্মোপযুক্তমন্ত্রব্যাখ্যা প্রষ্টোতব্যাঃ।……

তথা কাত্যায়নঃ— "বেদে তথার্থজ্ঞানে চ ব্রাহ্মণো যত্নবান্ ভবেৎ।
এষ ধর্ম্মস্য সর্ব্বস্য চতুর্ব্বর্গস্য সাধকঃ॥"

তথা ব্যাসঃ— "অতঃ স পরমো ধর্ম্মো যো বেদাদবগম্যতে।
অবরঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যঃ পুরাণাদিষু স্থিতঃ॥

তথা "একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো" অত্রৈকদেশশব্দেন যাবদনুষ্ঠানোপযুক্তবেদভাগোঽপেক্ষিতঃ।
মনুঃ—"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ। যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
তথা—যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
মনুঃ—ব্রহ্ম যস্ত্বননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ। স ব্রহ্মস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে॥"

ব্যাসসংহিতায়াং কূর্ম্মপুরাণে চ—

"যোঽধীত্য বিধিবদ্বিপ্রো বেদার্থং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রসমঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে॥………
যথা পশুর্ভারবাহী ন তস্য ভজতে ফলং।
দ্বিজস্তথার্থানভিজ্ঞো ন বেদফলমশ্নুতে॥" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

অর্থাৎ—'সরহস্য সমস্ত বেদই ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য' এই বাক্যানুসারে 'রহস্য' শব্দ থাকায় সমস্ত বেদই যে ব্রাহ্মণের অর্থানুসারে ও গ্রন্থানুসারে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বেদাধ্যয়ন বা বেদার্থজ্ঞান ব্যতীত গার্হস্থ্যাশ্রমে কখনই অধিকার হয় না। গার্হস্থ্যাশ্রমে অধিকারী না হইলে সমস্ত কর্ম্মেই অনধিকারী থাকিতে হয়; কোন কর্ম্মেই অধিকার জন্মে না। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে

দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রান্তর অধ্যয়ন করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই অতি শীঘ্র সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

'এই মনু-বাক্যানুসারে বেদ অধ্যয়ন করিতেই হইবে, এইরূপ অনুশাসন দ্বারা বেদার্থ-জ্ঞানপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণদিগের শূদ্রত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই কলিতে আয়ু, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি হ্রাসপ্রযুক্ত কেবল পাশ্চাত্যাদি ব্রাহ্মণগণই বেদাধ্যয়ন মাত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রগণ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল কিয়দংশ বেদার্থের কর্ম্ম-মীমাংসানুসারে যে ইতিকর্ত্তব্যতা বিচারমাত্র করিয়া থাকেন, তাহাতে মন্ত্রার্থ বা বেদার্থজ্ঞান কিছুই হয় না। অথচ মন্ত্রার্থজ্ঞানেরই বিশেষ প্রয়োজন। যেহেতু তৎ-পরিজ্ঞানেই শুভ ফল, আর তাহার অপরিজ্ঞানে দোষই শুনা যায়।

'এ বিষয়ে যোগিযাজ্ঞবাক্য বলিয়াছেন,যে ব্যক্তি প্রত্যেক মন্ত্রের দৈবত,আর্ষ, ছন্দ,বিনি-য়োগ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রার্থজ্ঞান ও কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি গুরুবৎ পূজ্য এবং নিঃসন্দেহে তাঁহার দেবতার সাযুজ্য লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে দ্বিজ ঋষি প্রভৃতি অবগত, তাঁহার রহস্যাদি সমস্ত কর্ম্মেই অধিকার হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যদি প্রযত্নের সহিত প্রত্যেক মন্ত্রে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সর্ব্ববিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি স্বাধ্যায়জনিত ফল লাভ করিতে সমর্থ।

অযাতযাম ছন্দ সকল তাঁহার পক্ষেই ফলদায়ক হয়। ইহার ব্যতিরেক বিষয়ে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—যে না জানিয়া না বুঝিয়া যাজন, অধ্যাপন, জপ, হোম ও অন্তর্জল প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে, তাহার এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ফল অতি অল্পই সংঘটিত হয়। এবং সে ব্যক্তি ঊর্দ্ধ বা অধঃপতনে বিপন্ন হয় অথবা স্বয়ংই আত্মহত্যা করে। বচনান্তরে প্রকাশ,—অন্তর্জলাদি-বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে ইতর বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অধিকার নাই। এইরূপই স্মৃতিনিদর্শন আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে,—বেদাধ্যয়ন বিষয়ে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানই তাৎপর্য্য। কিন্তু এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ কেবল অর্থবিচারই করেন। এইরূপ অর্থবিচারে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই উভয় ব্রাহ্মণেরই গ্রন্থার্থানুসারে বেদজ্ঞান একেবারেই নাই। এরূপ স্থলে বেদের এক-দেশেরও যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া যদি অর্থবিচার করা হয়, তবে তাহাও বরং ভাল এবং এরূপ করা অনুচিত বা অশাস্ত্রীয়ও নহে। এ সম্বন্ধে যম বলিয়াছেন, শূদ্রকে বৃষল বলা যায় না, বেদই বৃষ বলিয়া অভিহিত। যে বিপ্র সেই বেদ বা বৃষহীন হন, তিনিও বৃষল নামে খ্যাত। সুতরাং এই বৃষলত্বভীতির জন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রযত্নে যদি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিতেও না পারেন,তবে অন্ততঃ একদেশেরও অধ্যয়ন করা তাঁহার পক্ষে বিধেয়। এ সম্বন্ধে স্মৃতিকার ব্যাসও বলিয়াছেন, যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াই দ্বিজ যদি বেদার্থাধিগমবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হন, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে অভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার স্বর্গলোকপ্রাপ্তি ঘটে। আর চতুর্ব্বেদের কেবল অধ্যয়ন অপেক্ষা সমুদায় অথবা অত্যল্পশ্রুতাধ্যয়নও সমীচীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

'আর এক কথা, বেদের একদেশ অধ্যয়ন দ্বারা গার্হস্থ্যাশ্রমেও অধিকারী হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। সে অধিকার অবশ্যই ঘটে। কিন্তু এইরূপ একদেশ অধ্যয়নের কর্ত্তা-ব্যতা-বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। সে সংশয় এই, অর্থাৎ বেদের কোন্ ভাগ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য? তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ ভাগ অথবা উভয় ভাগের অনুষ্ঠানোচিত ভাগ এ সকলের কোন্ ভাগ বা কোন্ অংশ অধ্যয়ন করা উচিত? এ সকলের মধ্যে যদি পাঠের ক্রমানুরোধে এক মাত্র প্রথম ভাগ অধ্যয়ন করা যায়, তাহা হইলে সে ভাগে সন্ধ্যা স্নানাদি আহ্নিক, গর্ভাধানাদি সংস্কার ও অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ডের উপযোগী সমস্ত মন্ত্রের অসদ্ভাব হওয়ায় তত্তৎ সমস্তের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। সুতরাং ইহা অপেক্ষা সন্ধ্যাস্নানাদি আহ্নিক, গর্ভাধানাদি সংস্কার ও অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ড এ সমুদায়ের মন্ত্রভাগই অধ্যয়ন করা যুক্তিযুক্ত; এই মন্ত্রভাগের অধ্যয়ন করিলেই বেদের একদেশ অধ্যয়নের ফল হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,বাহ্য ও আভ্যন্তর এই উভয়বিধ শৌচ ও নিয়মাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কেবল গায়ত্রী অধ্যায়নে রত থাকিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের শ্রেষ্ঠতাহানি হয় না। আর নিয়মাদি শূন্য বিপ্র ত্রিবেদজ্ঞ হইলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ নহেন। মনুবচনেও যে একদেশ শব্দে মাত্র গায়ত্রীগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা অযুক্ত। স্নানাদির অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে প্রথমতঃ স্নানাদিতেই অধিকার হয় না, সুতরাং গায়ত্রীজপের অধিকারিতা ত একেবারেই অসম্ভব। কাজেই গায়ত্রীমাত্রসারত্ব-কথার এইখানেই নিরাশ হইল। তবে গায়ত্রীমাত্রসার এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, স্নান-সন্ধ্যাদির অনুশীলনে নিরত ও অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক গায়ত্রীজপে তৎপর, তাঁহারা নিন্দিত প্রতিগ্রহাদি অসৎক্রিয়ান্বিত ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন। অর্থাৎ ত্রিবেদজ্ঞ হইয়াও যিনি অসৎকার্য্যে লিপ্ত হন, সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ বেদজ্ঞ না হই-য়াও মাত্র গায়ত্রীজপকারী হইলে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। উক্ত বচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, নিখিল অনুষ্ঠানবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের গায়ত্রীমাত্র থাকিলেই হইল। সুতরাং শাস্ত্রার্থের এইরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সমস্ত বেদাধ্যয়নে অসমর্থ কাণ্বশাখী ও বাজ-সনেয়ী, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দ্বিজাতিগণের কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য দন্তধাবনাদি শয়নান্তাদি, গর্ভা-ধানাদি বিবাহসংস্কার, অগ্ন্যাধানাদি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত গার্হস্থ্য কর্ম্মের উপযুক্ত মন্ত্রব্যাখ্যা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। কাত্যায়ন বলিয়াছেন—বেদে ও তাহার অর্থজ্ঞানবিষয়ে ব্রাহ্মণ যত্নবান্ হইবেন। সমস্ত ধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্গের ইহাই সাধক।

'ব্যাস বলিয়াছেন,—যাহা বেদ হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহাই পরম ধর্ম্ম। আর যাহা পৌরাণিক তাহা অধম ধর্ম্ম। "বেদের একদেশও অধ্যয়ন করা উচিত" এরূপ বচনে অনু-ষ্ঠানোপযোগী সমস্ত বেদভাগেরই প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হইয়াছে।

'মনু বলিয়াছেন,—যেমন কাষ্ঠময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগ, সেইরূপ বেদানধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। এই ব্যক্তিত্রয় কেবল নামমাত্রই ধারণ করে। বাস্তবিক যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র

শাস্ত্রান্তরে যত্নবান্ হয়, সে জীবিতাবস্থায়ই পুত্র-পৌত্রাদি সহ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদ যাহার অনুমোদিত নহে, যে বেদাধ্যায়ীর নিকট হইতে বেদাভ্যাস না করে, সেই বেদ-চোর ব্যক্তির নরকে স্থান হয়।

'ব্যাসসংহিতায় ও কূর্ম্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, যে বিপ্র বিধিবৎ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ বিচার না করে, সে সবংশে শূদ্রতুল্য হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বলাভে বঞ্চিত হয়। পশু যেমন ভারই বহন করে, কিন্তু তাহার ফল পায় না; সেইরূপ ব্রাহ্মণকেও বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থানভিজ্ঞ হইলে তৎফলে বঞ্চিত হইতে হয়।' (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

হলায়ুধের উক্তি হইতে কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, তৎকালে রাঢ়ী-বারেন্দ্র-সমাজ হইতে বেদলোপের সহিত ব্রাহ্মণত্বলোপের সম্ভাবনা হইয়াছিল। বৈদিক কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলেও হলায়ুধের উক্তির যাথার্থ্য অনায়াসেই নির্ণয় করিতে পারা যায়।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-সমাজ হইতে বেদধর্ম্ম ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদি এক প্রকার বিলুপ্ত হইলে, পুনরায় বৈদিককার্য্য সমাধা করিবার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ পরে বঙ্গে আহূত হইয়া-ছিলেন, কালে তাঁহারাই "বৈদিক" বলিয়া বঙ্গদেশে খ্যাত হইলেন।

পাশ্চাত্য বৈদিককুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

> "বেত্তি যো বিবিধান্ বেদানধীতে বা যথাবিধি।
> স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রো বৈদিকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" ৩

যিনি নানা বেদ জানেন বা যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়াছেন, (এরূপ) স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণই বৈদিক বলিয়া গণ্য। রামদেবকৃত বৈদিক-কুলমঞ্জরীর মতে—

> "যে সাঙ্গবেদান্ বিধিবদ্বিদন্তি তে ব্রাহ্মণা বৈদিকনামধেয়াঃ।
> বেদেন হীনা যদি কেঽপি সন্তি তে শূদ্রতুল্যা ভুবি সঞ্চরন্তি॥"৪৯

যাঁহারা ষড়ঙ্গবেদ বিধিবৎ জানিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণগণ বৈদিকনামে খ্যাত। যদি কেহ কেহ বেদহীন হইয়া থাকেন, তাঁহারা শূদ্রতুল্য সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

বাঙ্গালা দেশে এখন দুই প্রকার বৈদিক ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য নামে খ্যাত। প্রথমতঃ এই দুইশ্রেণি "বৈদিক" নামে পরিচিত ছিলেন কি না সন্দেহ। কারণ হলায়ুধের সময়েও "পাশ্চাত্য-বৈদিকগণ" কেবল "পাশ্চাত্য" নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব হইতেই জানা গিয়াছে। যখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণি বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিলেন, কেবল পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যেরাই শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন হইতে এই দুইশ্রেণি "বৈদিক" নামে বঙ্গ-সমাজে প্রথিত হইলেন। উভয়শ্রেণী বৈদিক-আখ্যায় ভূষিত হইলেও পরস্পর কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই।

আদি পাশ্চাত্য-বৈদিক।১

এ দেশের সাধারণের বিশ্বাস এবং বৈদিক-সমাজের অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মার সময়েই সর্ব্বপ্রথম যশোধর মিশ্র বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহা হইতে পাশ্চাত্য-বৈদিক-সমাজের সূত্রপাত। কিন্তু সম্প্রতি একখানি তাম্রশাসন, শিলালিপি ও গৌতমগোত্রজ রাঘবেন্দ্র-কবিশেখর কর্ত্তৃক ১৫৮২ শকে রচিত কোটালিপাড়-সমাজের বিবরণ হইতে জানিতে পারিতেছি যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মদেব অথবা যশোধর মিশ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে ঋগ্বেদী বৎসগোত্র এবং সামবেদী গৌতম গোত্রীয় পাশ্চাত্যবৈদিক ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে পঞ্চ-প্রবর-বিশিষ্ট ঋগ্বেদী বৎসগোত্রের পরিচয় পাওয়া যায় (২)। লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় এই পঞ্চপ্রবরবিশিষ্ট বৎসগোত্রের প্রসঙ্গ আছে। তাঁহার মতে, এই বৎসগোত্র পঞ্চ গোত্রের বহুপরে বঙ্গদেশে আগমন করেন। কিন্তু হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যকাল আলোচনা করিলে, পঞ্চগোত্রের বহুপূর্ব্বে যে পঞ্চ-প্রবরবিশিষ্ট ঋগ্বেদী বৎস-গোত্রের আগমন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এই বংশের কুল-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য, কোন কবিশেখর আবির্ভূত হন নাই। সৌভাগ্যক্রমে সামবেদী গৌতমবংশে প্রায় আড়াইশত বর্ষ পূর্ব্বে রাঘবেন্দ্র কবিশেখর আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। তিনি প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়া ও প্রাচীন কুলগ্রন্থ সকল দেখিয়া সামবেদী গৌতমবংশের সবিশেষ পরিচয় এবং তদুপলক্ষে পরবর্ত্তিকালে সমুপাগত অপরাপর কএকটী গোত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে মূল ও উপরে তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইল* ;—

'যিনি নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রচণ্ড-ভুজদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মীগণের যিনি শান্তিসুখ বিদূরিত করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্যবর্গের গর্ব্ব ও গৌরব খর্ব্ব হইয়াছিল, যিনি নাগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানা দেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী

রাজা হরিবর্ম্মদেবের পরিচয়।

(১) এই গ্রন্থের ১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইবার পর রাঘবেন্দ্র কবিশেখর-রচিত "ভবভূমিবার্ত্তা" অর্থাৎ কোটালিপাড়-সমাজের প্রাচীন বিবরণ হস্তগত হইল। তাহা হইতে এবং রাজা হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন প্রভৃতির সাহায্যে 'আদি পাশ্চাত্য বৈদিক' প্রসঙ্গ বিবৃত হইল।

(২) পরিশিষ্টে হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

* "স্বস্তি সমস্ত-নরপতিকুলললামপ্রোদ্দণ্ডভুজদণ্ডসম্মণ্ডিত-বিকরাল-করবালভয়প্রকম্পিত-দক্ষিণাপথাগতাশেষরিপুব্রা-জজ্জৈনবৌদ্ধাদিবিধর্ম্মি-শর্ম্মসম্মর্দ্দনখর্ব্বীকৃত-সর্ব্বোর্ব্বীপতিগর্ব্বগৌরবো নাগেন্দ্রপত্তনাদ্যনেকদেশ-বিজয়নজোদ্দামযশঃশ্রী-রেকাম্রকাননপ্রতিষ্ঠাপিত-হরিহরবিরিঞ্চি-বৈদেহীরাঘবলক্ষ্মণ-হনুমদাদ্যষ্টোত্তর-শতাদ্ভুতবৈজয়ন্তী-বিভাসিতামন্দগন্ধপ্রসূ-প্রসূন-পটল-সৌন্দর্য্যাদিকৃত-নন্দন-কানন-বৈভবপরমামোদমনোদ্যানসমলঙ্কৃতসুরপথসংস্পর্শিশৃঙ্গ র-মন্দির-মন্দাকিনী-

হইয়াছিলেন, যিনি একাম্রকাননে হরি হর ব্রহ্মা সীতা রাম লক্ষ্মণ হনুমান্ প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব্ব পতাকা-পরিশোভিত, সুরভি-কুসুমসমূহাদির সৌন্দর্য্যে নন্দনকানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যানসমূহে পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দিরসকল, এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছতোয়, কমল-কহ্লার ইন্দীবর ও কোকনদবৃন্দে সমুদ্ভাসিত বিস্তৃত সরোবরসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি নানা শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, অসাধারণ বিচক্ষণতাসম্পন্ন বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতিপ্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন, যিনি, নিজ জননীর বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পাদারবিন্দদর্শনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহার স্বচ্ছন্দগমনের জন্য নূতন একটী প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। যিনি প্রতিনিয়ত সাধুজন-সেবিত সুনীতির অনুসরণ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে শুভফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশে যাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মকাহিনী বিঘোষিত হইয়াছিল, যাঁহার কর্ম্ম সকল ধর্ম্মানুগত, যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দিগ্-দিগন্তরে বিস্তৃত, যিনি পরম দয়ালু, যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় আমদিগের (অর্থাৎ সাম-গৌতমের) পূর্ব্বপুরুষগণ এই কোটালিপাড়ে আসিয়া সুখে বাস করিয়াছেন, সেই নৃপকুল-শিরোমণি রাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেবের জয় হউক।

'আমি আমার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের চরণে নমস্কার করিয়া, নূতনদেশ কোটালিপাড়ে প্রথমে যে কয়েক জন পাশ্চাত্য বৈদিক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গোত্র এবং বেদবিবরণ বলিতেছি।

আদিবাসের পরিচয়।

'যাঁহার রমণীয় পবিত্র সলিলে দেবগণ সতত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, বলরাম যাঁহার বারি-কণা পান করিয়া সূতবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি, স্তন্যের ন্যায় প্রতিদিন যাঁহার জল পান করিয়া নিষ্পাপ-দেহে পুষ্টি-লাভ করিয়াছেন; আমি সেই সরস্বতী নদীকে ভক্তিসহকারে নমস্কার করি।

বিমলকীলাল-কমল-কহ্লারেন্দীবর-শোণারবিন্দবৃন্দ-সংশোভিতসুবিশাল-সরোবরসংহতিঃ······দেশনিবাসনিখিলশাস্ত্রাস্ত্র-নিপুণপরিজ্ঞান-জ্ঞানাঙ্কবৈচক্ষণ্যবালভট্টভট্টাচার্য্যগর্গবাচস্পতি-প্রমুখবিশ্ববিখ্যাতসপ্তসচিব-সাহচর্য্যনির্ব্বর্ত্তিতসম্যক্-স্বপর-রাষ্ট্রসর্ব্বব্যাপারো বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপাদারবিন্দসন্দর্শনার্থসমুদ্যতস্বজননী-স্বচ্ছন্দপরিচারকৃতে প্রবর্ত্তিতপ্রশস্তবর্ত্মা সদনু-সক্তপ্রতিনিয়তসন্নীতিপরিসেবনসম্প্রাপ্তপরমশর্ম্মা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গাদ্য-শেষজনপদসুহৃমতাদ্ভুতকর্ম্মা ধর্ম্মানুগতাখিলকর্ম্মা দিগন্তসন্ততকীর্ত্তিসন্ততিরত্যন্তদয়ার্দ্রচেতা-ভূদেবভূদানার্জ্জিতাশেষধর্ম্মা জয়তাচ্চিরং রাজাধিরাজো দেবশ্রীহরিবর্ম্মা। যস্ত হি কৃপয়াস্মদূর্দ্ধতনঃ সুখমিহ হ্যবাস।

অস্মৎপিতামহপিতৃপ্রপিতামহানাং নত্বা পদানি শিরসা সততং প্রবক্ষ্যে।
কোটালিপাটনবদেশনবাগতানাং নামানি গোত্রমথ বেদগুণাগুণাংশ্চ॥

সরস্বতী বা ত্রিদশাধিসেব্যা মহানদী পুণ্যজলাতিরম্যা।

'আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই সরস্বতীতীর আশ্রয় করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি সদনুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন। তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞানলোত্থিত পবিত্র ধূমরাশির সুগন্ধে জীবমাত্রেরই পাপরাশি দূরীভূত হইত। তাঁহাদিগের কোন প্রকার সংসারচিন্তা ছিল না, তাৎকালিক রাজার প্রতিই তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার ন্যস্ত ছিল। সেই যজ্ঞানল-সমুত্থিত ধূমরাশি সরস্বতী নদীর সলিলোপরি প্রসারিত হইয়া যেন তাহার সুদীর্ঘ কেশকলাপের ন্যায় শোভা পাইত এবং তাহার জলমগ্ন তীরপ্রোথিত যূপ সকল হরিভক্তিপরায়ণের কণ্ঠে পবিত্র তুলসীমালার ন্যায় দেখা যাইত।

'বট-অশ্বথ-পলাশ-কাশকুশা-পরিশোভিত বিহঙ্গম-রবমুখরিত রমণীয় সরস্বতীতীরে তাহাদিগের বাসগৃহ ছিল, আর সেই বাসগৃহের চারিদিকে মালুর ধাত্রী আম্র প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর উদ্যান এবং সেই সকল নানা সুগন্ধ-কুসুম-লতায় শোভিত ছিল।

'সেই সকল আশ্রমে, ঋক্ যজুঃ সামবেদবিৎ, গৌতম, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌশিক, শুনক, ভরদ্বাজ, মৌদগল্য, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, রথীতর, মুঞ্জঋষি, মাণ্ডব্য, পৌতিমাষ, বাৎস্য, অগ্নিবেশ্য, ও আত্রেয় গোত্রীয় এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব বেদোক্ত কর্ম্মে নিরত ছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সকল জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা রাজার অত্যন্ত বিঘ্ন উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, সেই কান্যকুব্জ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমশঃ বিভিন্ন রাজ্যে গমন করিলেন। তখন যে সকল ব্রাহ্মণ সরস্বতীতীরে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা গণকদিগের নিকট রাজার উপস্থিত বিষম বিঘ্নের কথা শুনিয়া স্বদেশানুষ্ঠিত ধর্ম্মজন্য সুখশান্তি ও তাহা-

কান্যকুব্জত্যাগের কারণ।

বলোঽপি যত্নাগ্নিলবং নিষেব্য বন্দে হি তাং পূতবধাম্বিমুক্তঃ।
মস্তাতভ্রাতপিতৃভ্রাতপিতামহাদ্যা যস্যা অপঃ প্রতিদিনং জননীপয়োবৎ।
পীত্বা সুপুষ্টতনবোঽঘবিবর্জ্জিতাঃ স্ম ভক্ত্যা নমামি নিয়তন্তু সরস্বতীস্তাম্।
সরস্বতীতীরসমাশ্রিতানাং সদৈব বেদাধ্যয়নাদ্দ্বিজানাং।
যজ্ঞানলোদ্ভূতসুগন্ধ * * * * * ষ্টা নৃপস্থাননিশং পুপোষ॥
যজ্ঞানলোত্থৈর্জলযাতধূমৈঃ সরস্বতী কেশবতীব ভাতি।
নীরাপ্লুতীরস্থিতযূপজালা মালা যথা শ্রীহরিভক্তকণ্ঠে॥
তটে বটাশ্বত্থপলাশকাশকুশান্বিতে পক্ষরুতেঽতিরম্যে।
মালূরধাত্র্যাম্রশিবাবনেষু বেশ্মানি তেষাং কুসুমাকুলানি॥
* * বসন্ গোতমকাশ্যপাদ্যা সামর্গযজুর্ব্বেদবিদো বরিষ্ঠাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়াঃ কৌশিকশৌনকাশ্চ ভরদ্বাজাঃ * * * মৌদগুল্যাদ্যাঃ॥
শাণ্ডিল্যসাবর্ণরথীতরাদ্যা মুঞ্জর্ষিমাণ্ডব্যকপৌতিমাষাঃ।
বাৎস্যাগ্নিবেশ্যাত্রেয় এব চান্যে স্ববেদকর্ম্মানুরতাস্তথোক্তঃ॥
রাজ্ঞোঽতিবিঘ্নং বিগণষ্য শশ্বৎ জ্যোতির্ব্বিদো যে কিল * *।
তৎকান্যকুব্জং পরিহায় সর্ব্বে রাজ্যং ততোঽন্যৎ ক্রমশঃ প্রজগ্মুঃ॥

দিগের প্রতি রাজার অত্যধিক অনুরাগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যাদবানন্দ মিশ্র নামক একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন কাণ্বশাখাধ্যায়ী গৌতমগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। গঙ্গাগতি তাঁহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া স্বয়ংও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। সুতরাং তখন নিজ নিজ সুবিখ্যাত আত্মীয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া অতিগোপনে পরস্পর স্বদেশের নানা প্রকার গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

'এই সময় তাঁহারা রাজ্যনাশ, যবনগণের আগমন, চারিদিকে দস্যুভয়, এবং সর্ব্বত্র দাবানলের প্রকোপ দেখিয়া ধন, ধর্ম্ম, দেহ-প্রাণাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

'গঙ্গাগতি কর্ণাবতীতে বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বগুণের আধার, তীর্থভ্রমণশীল, বিলক্ষণ ধার্ম্মিক এবং ধনজনাদি দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তাঁহার মিশ্র উপাধি ছিল। তিনি সাম-বেদের এক শাখাধ্যায়ী এবং বেদাচার্য্য নামে সর্ব্বত্র সাতিশয় সম্মানিত, হরির চরণে সতত নিরত, গৌতমগোত্রীয়, কৌথুম শাখানুসারে কর্ম্মশীল, সুপণ্ডিত ও আগম-নিগমে তৎপর ছিলেন।

আদি পাশ্চাত্য-বৈদিকের নিবাস।

বৈষ্ণব মিশ্র গঙ্গাগতি এবং মিশ্র যাদবানন্দ উভয়ে তৎকালে কান্যকুব্জে দস্যুভয় ও দাবানলের প্রকোপ দেখিয়া আপন আপন দুঃখিত বন্ধুবর্গের সহিত অতিদুঃখে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

"গঙ্গাগতি-বৈষ্ণব মিশ্র, নিজ পুত্র প্রজাপতি, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতিযজ্ঞমিশ্র, এবং বন্ধু যাদবানন্দ মিশ্র এই তিনজনের সহিত তৎকালে স্বস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান-

সরস্বতীতীরনিবাসিনো যে রাজ্ঞোঽতিবিপ্রং গণকৈর্বিদিধা।
স্বদেশবাসোদ্ভবধর্ম্মসৌখ্যং রাজ্ঞোঽনুরাগঞ্চতিচিন্তয়ন্তঃ॥
আহূয় তং গোত্রজমিত্ররূপং গঙ্গাগতির্যাদবানন্দমিশ্রম্।
প্রজ্ঞাবন্তং কাণ্বশাখাধ্বধীতং প্রস্থানায় প্রস্থিতকামভাবে॥
সুবুদ্ধিমন্তাবতিসংনিগূঢ়ে স্ববন্ধুবর্গৈঃ সুবিচক্ষণৈশ্চ।
দেশস্য দোষান্ সুবহূন্ গুণাংশ্চ পরস্পরঞ্চাহতুরেব শশ্বৎ॥
রাজ্যপ্রণাশং যবনাগমঞ্চ দাবানলং দস্যুভয়ং বিভাব্য।
এতদ্ধি যুক্তং ধনধর্ম্মদেহপ্রাণাদিরক্ষার্থমিতঃ প্রয়াণম্॥
কর্ণাবত্যাংশ্চ আসীৎসর্ব্বগুণনিলয়ো ধার্ম্মিকস্তীর্থসেবী নাম্না গঙ্গাগতিঃ স্বপশুতধনযুতো গোত্রতো গৌতমোঽসৌ।
বেদাচার্য্যোঽতিমানী হরিচরণরতঃ সামবেদৈকশাখী, মিশ্রোপাধিঃ সুবিজ্ঞাগমনিগমপরঃ কৌথুমী কর্ম্মশীলঃ॥
তৎকান্যকুব্জোত্তবদস্যুসাধ্বসং দৃষ্ট্বা তদা দাবধনঞ্জয়স্য।
ত্যক্তো সুধীরৌ কিল তাং জন্মক্ষিতিং দুঃখেন দুঃখান্বিতবন্ধুবর্গকৈঃ॥
প্রজাপতির্বৈষ্ণবমিশ্রপুত্রো ভ্রাতানুজঃ শ্রীপতিযজ্ঞমিশ্রঃ।
বন্ধুস্তথা যাদবানন্দমিশ্রস্ত্রিভিঃ সমং পূরুতঃ সংপ্রতস্থে॥

কালে তিনটী কর্ম্মকুশল ভৃত্য, এক জন রঞ্জক, পাঁচটী অশ্ব, পাঁচটী গর্দ্দভ, একটী বপনক, আটখানি মৃগচর্ম্ম, তদ্ভিন্ন স্ব স্ব বেদ, বহু মন্ত্রযুক্ত অনেক গ্রন্থ, আপন স্ত্রীপুত্র ও কুশ প্রভৃতি দ্রব্য ইঁহাদের সঙ্গে ছিল। গঙ্গাগতি এবং যাদবানন্দ উভয়েই অত্যন্ত শুভ্রবর্ণ ছিলেন। উভয়েরই শ্মশ্রুসমূহ নাভি পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল। তাঁহাদিগের ললাট ও নাসিক উন্নত, বিশাল নয়নদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত, বাহু, উদর, জানু ও বক্ষ বিশাল, পৃষ্ঠবিলম্বিত জটাসমূহ সুদীর্ঘ, স্কন্ধদ্বয় কম্বল ও কন্থা দ্বারা আবৃত এবং মেখলা দ্বারা কটিতট আবদ্ধ।

'উক্ত বন্ধুদ্বয় বিক্রম সম্বতে (?) * অতি শুভদিনে স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ধন জন বাহনাদি সহ স্বদেশ হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে পথাভিজ্ঞ পথিকগণ তাঁহাদিগের কয়েক জনকে অশ্ব ও গর্দ্দভস্থ এবং একজনকে পথান্বেষী দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়! আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন? বৈষ্ণব-মিশ্র গঙ্গাগতি পথিকদিগের সে প্রশ্নের উত্তর করিলেন না, তিনি তাহাদিগকে ভীত দেখিয়া বলিলেন,—আমরা তীর্থভ্রমণ ও অন্যত্র বাসার্থ বহির্গত হইয়াছি। তোমাদিগের কোন ভয় নাই, তোমরা আমাদিগের গন্তব্য পথ বলিয়া দাও। পথিকদিগকে এইরূপ বলিয়া, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া বহু-দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমে বিশ্বেশ্বরদর্শনার্থ বারাণসীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন। এইখানে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বেশ্বর ও তৎপরে অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল সন্দর্শন করিলেন। তথায় ভক্তিযুক্ত হইয়া বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, উত্তরবাহিনী গঙ্গা, মহাশ্মশান, মণিকর্ণিকা

স্বস্বম্বং পরিগৃহ্য কর্ম্মকুশলং ভৃত্যত্রয়ং রঞ্জকং, পঞ্চাশ্বং খরপঞ্চকং বপনকঞ্চৈনেয়চর্ম্মাষ্টকম্।
গ্রন্থং তন্ত্রমনেকমন্ত্রসহিতং বেদং স্বকীয়ং সুতং, দারাদর্ভমনেকদ্রব্যসহিতং গঙ্গাগতিঃ প্রস্থিতঃ॥
নাভ্যন্তশ্মশ্রু দ্যুতিশুভ্রবর্ণে । বিশালভালোন্নতনাসিকৌ চ।
বিস্তীর্ণকর্ণান্তবিশালনেত্রৌ বিশালবাহূদরজানুবক্ষৌ॥
সুদীর্ঘপৃষ্ঠান্তজটাকলাপৌ সুদীর্ঘপৃষ্ঠার্পিতলম্বমানৌ।
স্কন্ধদ্বয়ে কম্বলকন্থয়াপ্তৌ তন্মেখলা মেখলয়া পিনদ্ধা॥
* তো ভুজ * * * বৈক্রমাব্দি * কে প্রিয়া সুতৈর্ধনজনভৃত্যবাহনৈঃ।
বিনির্গতাবতিশুভলগ্নবাসরে, বন্ধুদ্বয়াবন্ধুজনসুতাদিসঙ্গতৌ॥
পান্থাস্ত তান্ বীক্ষ্য জনাননেকান্ হয়স্থিতান্ রাসভসংস্থিতাংশ্চ।
হয়ং মৃগয়ন্তং হয়বেদিনশ্চ দৃষ্ট্বাচুরেকং কুত আগতোঽসি॥
তান্ বীক্ষ্য পান্থান্ সভয়ান্ * * গঙ্গাগতির্বৈষ্ণবমিশ্র আহ।
তীর্থায় বাসায় বয়ং ব্রজামো মা বো ভয়ং নো বদতেতি বর্ত্ম॥
ইত্যেবমুক্ত্বা বহুবঙ্গদেশানতীত্য বিশ্বেশ্বরদর্শনায়।
কাশীং গতঃ কাশীগতিঞ্চ দৃষ্ট্বা তত্র স্থিতান্ দেবচয়ান্ দদর্শ॥
কাশ্যান্ত বিশ্বেশ্বরমন্নপূর্ণাং গঙ্গাঞ্চ কৌবেরমুখীং বিলোক্য।
মহাশ্মশানং মণিকর্ণিকাঞ্চ দেবালয়ান্ বর্ত্ম সু ভক্তিযুক্তঃ।

* মূল পুথিতে এই প্রয়োজনীয় অংশ নিতান্ত অস্পষ্ট।

বিবিধ দেবালয় ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় যাদবানন্দ মিশ্র গঙ্গাগতি-বৈষ্ণব-মিশ্রকে বলিলেন,—'বন্ধো! এই বারাণসীধামে আমি কিয়দ্দিন বাস করিব। তুমি এস্থান হইতে গিয়া যেখানে স্বচ্ছন্দে বসতি স্থাপন করিবে, আমিও তথায় আসিয়াছি বলিয়াই জানিবে। যাদবানন্দ মিশ্র এই বলিয়া কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। তখন গঙ্গাগতি কাশী হইতে বহির্গত হইয়া গয়াধামে আগমন করিলেন। গয়াধামে আসিয়া তিনি গদাধরের পদারবিন্দে পিণ্ডদানপূর্ব্বক পিতৃগণের পরিতৃপ্তি-সাধনান্তে আত্মীয়গণ সহ পুনর্ব্বার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

'এইরূপে যাঁহারা অন্যত্র বাস করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রয়াগে, কেহ কাশীধামে কেহ কেহ বা গয়ায় বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পুনর্ব্বার নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কেবল গঙ্গাগতিই বঙ্গদেশাভিমুখে আসিলেন। গঙ্গাগতি বঙ্গে আসিয়া সর্ব্ব-প্রথমে নকুলেশসংজ্ঞক শিবলিঙ্গ, গঙ্গা ও মহাপীঠগতা দেবীর দর্শন ও পূজা করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের তাৎকালিক প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা দেখিলেন,—বঙ্গের পাদপশ্রেণী ফলফুলে লতায় পাতায় পরিশোভিত, নানাজাতীয়-বিহঙ্গমকুলকুজিত, ভূমি সকল শস্যে পরিপূর্ণ এবং সুমিষ্ট সলিল সকল স্থানেই সুলভ। এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহারা উত্তরদিক্ অভিমুখে গমন করিয়া বহুদিন পরে যশোহর নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, তথায় কিয়দ্দিন অবস্থানপূর্ব্বক তথাকার নানাপ্রকার দোষ প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন - তথায় পথে সর্প, বনে ব্যাঘ্র,

গঙ্গাগতির বঙ্গাগমন।

গঙ্গাগতিং যাদবানন্দ আহ বসামি বন্ধোঽত্র কিয়দ্দিনানি।
সমাগতং মাং পরিবিদ্ধি যত্র কৃতালয়স্তত্র তথান্ সুখেন ॥
ততো গয়াং গচ্ছতি গৌতমাগ্র্যো গদাধরস্তাপি পদারবিন্দে।
পিণ্ডাংশ্চ দত্বা সকুলান্ পিতৃংশ্চ সন্তারয়িত্বা সগণঃ প্রতস্থে ॥
কেচিৎ প্রয়াগাভিমুখং প্রজগ্মুঃ কেচিত্তু কাশীমপরে গয়াঞ্চ।
কেচিৎ স্বদেশং ন পরিত্যজন্তি গঙ্গাগতির্বঙ্গভূমিং প্রতস্থে ॥
ততোঽভ্যাগচ্ছন্নকুলেশসংজ্ঞং লিঙ্গঞ্চ শম্ভোঃ পরিদর্শনায়।
গঙ্গাং মহাপীঠগতাঞ্চ দেবীং দৃষ্ট্বা প্রতস্থে প্রতিপূজ্য তাস্তং ॥
✓বঙ্গে বিহঙ্গাকুলিতাংশ্চ বৃক্ষান্ ফলান্বিতান্ পুষ্পলতাবিতানান্।
সশস্যভূমিং সলিলং হরন্ত্যং দৃষ্ট্বা মুদং লেভির এব তেঽপি ॥
অথৈকপিঙ্গাভিমুখং প্রতস্থুর্দিনান্যনেকানি যশোহরাখ্যম্।
দেশং সমাগত্য দিনানি তত্রস্তদ্দেশদোষান্ দদৃশুরনেকান্ ॥
পথে পৃদাকুর্বিপিনে তরক্ষুর্জলেঽতিনক্রাঃ পুরুষাশ্চ বক্রাঃ।
চিত্তেন মন্যো লবণাম্বুপূর্ণা দৃষ্টেতি দোষান্ চ বহুন্মিজ্ঞঃ ॥

জলে কুম্ভীর, স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের চিত্ত বক্র এবং নদী সকল লবণাক্ত জলে পরিপূর্ণ। এই সকল দোষ দেখিয়া শুনিয়া গঙ্গাগতি তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নানাবিষয়ে চিন্তাকুল হইয়া তথা হইতে পূর্ব্বদিগভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কোটালিপাড় স্থান নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি দেখিলেন—স্থানটী বহু শস্যে পরিপূর্ণ ও অতীব রমণীয়। তখনও সে স্থানে বহুলোকের সমাগম হয় নাই। স্থানীয় বৃক্ষ সকল ফলভরে বিনম্র। বানর, শূকর, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুষ্ট বন্যজন্তুগণের উপদ্রব বা দস্যু-তস্করাদির ভয় তথায় নাই। সাধু সন্ন্যাসিগণও সেস্থান আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিয়া তাঁহারা সেই স্থানেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। কোটালিপাড়ের মধ্যে যে স্থান দিয়া ঘর্ঘরনদ প্রবাহিত এবং যে নদকে কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্র বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহার তীরভূমির পূর্ব্বদিকে এক অত্যুন্নত ভূভাগে তখন তাঁহারা ঔৎসুক্যযুক্ত হইয়া নয়খানি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহাদিগের পর্ণশালার উভয়দিকে ধাত্রী, হিজ্জল, প্লক্ষ, কদম্ব, ভল্লাতক, আম্রাতক, বিল্ব, বারুণ, অশোক, জম্বু, আম্র ও বংশ প্রভৃতি বহু বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। বৈষ্ণব-মিশ্র-গঙ্গাগতি আত্মীয়গণ সহ সেই সকল পর্ণশালায় অবস্থানপূর্ব্বক তাহার অদূরবর্ত্তী এক সুপ্রশস্ত অশ্বথ তরুর মূলদেশে নিশাচোর নামক এক ভীষণ দানবকে সংস্থাপন করেন। অনন্তর গঙ্গাগতি কিয়দ্দিন সেইস্থানে অবস্থানের পর আপন গর্ভবতী স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুবর্গকে গৃহে রাখিয়া সেই দানবেন্দ্রের উপর তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণপূর্ব্বক চন্দ্রনাথদর্শনার্থ ভৃত্য সহ তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্র-

ততঃ প্রয়াতঃ পুরহুতপালিতাং দিশঞ্চ তত্তৎপরিচিন্তয়াকুলঃ।
দেশং সুরম্যং বহুশস্যসংযুতং কোটালিপাটং ব্যবহারবর্জ্জিতম্॥
প্লবঙ্গহীনঃ ফলনম্রপাদপঃ শূলাপকোলর্ক্ষতরক্ষুবর্জ্জিতঃ।
সন্ন্যাসিনামাশ্রয়দস্যুহীনো বাসায় দেশো রুচয়ে বভূব॥
যদ্দেশমধ্যে স হি ঘর্ঘরো নদো যং ব্রহ্মপুত্রেতি চ কেচনাহবদন্॥
তস্যোন্নভাগে স্বতিতুঙ্গভূতলে পর্ণালয়ানাং নব চক্রুরুৎসুকাঃ।
ভল্লাতকাম্রাতকবিল্ববারুণা ধাত্রীজম্বাম্রপ্লক্ষকদম্বহিজ্জলাঃ।
অশোকজম্ব্রক্ষবংশকিংশুকা বিরেজিরে তে সুপবিক্ষু বেশ্মনঃ॥
তত্রৈব বন্যাশ্রয়িণাং বনান্তরে যশ্বথমূলে বটশাকটাকুলে।
নাম্না নিশাচোরমতীবদানবং সংস্থাপয়ামাস স নেত্রগোচরম্॥
ততঃ স গেহেষু নিধায় সর্ব্বান্ সগর্ভদারান্ সুতবন্ধুবর্গান্।
তদ্দানবেন্দ্রে প্রণিধায় তেষাং ভারঞ্চ রক্ষেতি জগাদ দেবম্॥
ততঃ সভৃত্যঃ পুরতঃ প্রতস্থে গঙ্গাগতির্বৈষ্ণবমিশ্র একঃ।
দ্রষ্টুং সগোত্রং কিল চন্দ্রনাথং শিবং মহোমং দিশমুত্তরাং সঃ॥
আগত্য তত্রৈব স চন্দ্রনাথং [illegible]
সংপূজ্য [illegible] ॥

নাথে গিয়া তিনি ফল, ফুল ও বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা শঙ্কর ও শঙ্করীর সন্দর্শন, পূজা এবং স্তবাদি করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তিনি ব্রহ্মপুত্রে আগমন করেন। এই সময় চৈত্র মাসে বুধাষ্টমী যোগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্রজলে দেব ও পিতৃগণের তর্পণান্তে তথায় স্নানপূজাদি নির্ব্বাহপূর্ব্বক পুনরায় তথা হইতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তিনি সুবর্ণগ্রামে আগমন করিলেন। এই স্থানে বিষুব নামক রেখা পতিত হয় বলিয়া, তিনি পৃথিবীর মধ্য ভাগ, এবং নক্ষত্রের উদয় অস্ত ও স্থিতি সন্দর্শনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে নিজ নবনির্ম্মিত কোটালিপাড়স্থ বাসগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহে আসিয়াই শুনিতে পাইলেন,—তাঁহার একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং আত্মীয়-বান্ধবদিগকে বলিলেন,—আমি ব্রহ্মপুত্রে বাস করিবার সময় যখন আমার এই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন আমি ইহার নাম রাখিলাম ব্রহ্মাণী। আমার এই ব্রহ্মাণী কন্যা দ্বারা উভয় কুলেরই উন্নতি সাধিত হইবে।

'এই সময়ের পরই বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। বর্ষাগমে সমস্ত পথ ঘাট জলপ্লাবিত এবং প্রায় সমস্ত দেশই জলময় দেখিয়া তাঁহারা গমনাগমনের নিমিত্ত কদলীবৃক্ষ দ্বারা ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ দ্বিবিধ ভেলা প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর সকলেই নিজ নিজ বাসগৃহ মুঞ্জা, কন্দুল্ কাশ, বংশ ও বেত্রাদি দ্বারা অতি দৃঢ়ভাবে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন।

'এই ভাবে ক্রমে প্রায় আটবর্ষ অতীত হইল। গঙ্গাগতি-বৈষ্ণব-মিশ্র কন্যা ব্রহ্মাণীকে বিবাহ দিবার জন্য বঙ্গাগত বিশিষ্ট বন্ধুবর্গের সহিত তৎকালে নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে

স ব্রহ্মপুত্রং তত আজগাম বুধাষ্টমীং প্রাপ্য মধৌ মহাত্মা।
সন্তর্প্য দেবান্ সলিলৈঃ পিতৄংশ্চ স্নাত্বা প্রতস্থে প্রতিপূজ্য তীর্থম্॥
গ্রামং ততোঽগাৎ স সুবর্ণনাম যত্রাপতৎ সা বিষুবাখ্যরেখা।
ভূবোঽর্দ্ধভাগং স বিলোক্য সম্যক্ ঋক্ষোদয়াস্তমনং স্থিতিঞ্চ॥
ততোঽতিহৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রপেদে কোটালিপাটে নবনির্ম্মিতং যৎ।
জাতৈককন্যেতি নিশম্য তুষ্টো দৃষ্ট্বা মুদং লেভ অতীব বিপ্রঃ॥
যদ্ ব্রহ্মপুত্রে বসতঃ প্রজাতা ব্রহ্মাণ্যতো নাম কৃতং ময়াস্যাঃ।
ইত্যাহ বিপ্রঃ স্বজনবন্ধুবর্গান্ কুলদ্বয়স্যোন্নতিকারিণীয়ম্॥
বিলোক্য তস্মাজ্জলময়দেশং বর্ষাগমে বর্ষ্মসু ভূরি বারি।
ভেলাং প্রচক্রুঃ কদলীতরুভিশ্চ ক্ষুদ্রাঞ্চ দীর্ঘাং গমনাগমায়॥
ততশ্চ সর্ব্বে স্বগৃহাণি চক্রুর্দৃঢ়ানি মুঞ্জাপরিবেষ্টিতানি।
কন্দূলকাশোত্ক্ষসমাচিতানি বংশৈশ্চ বেত্রৈশ্চ নবানি তত্র॥
ততঃ সুখেনাষ্টসমাসমাপ্তৌ বঙ্গে স্থিতৈঃ সাধুভির্বন্ধুবর্গৈঃ।
অন্বিষ্য তৎপত্রতাদানহেতোঃবরলব্ধকামো বিররাম মিশ্রঃ॥
ততোঽষ্টবর্ষে বিগতে সুতায়া বিপ্রো বরার্থং পরিচি * *
অতীতা দেশান্ স বহূন্ সমুত্তাপস্তৎকাম্যকুব্জং পুনরাজগাম॥

লাগিলেন ; কিন্তু কোন স্থানেই পাত্রের সন্ধান না পাইয়া, তিনি তখন তৎকার্য্য হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর যখন কন্যার বয়স আট বৎসর অতীত হইল, তখন তিনি পাত্রের জন্য চিন্তিত হইয়া ভৃত্য সহ বঙ্গদেশ হইতে দেশান্তরে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাগতি বহু দেশ দেশান্তর পার হইয়া অনেক দিনের পর পুনরায় কান্যকুব্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে আসিয়া তিনি কৌলীন্যসম্পন্ন শুনকশ্রেষ্ঠ যশস্বী যশোধরকে নিজ কন্যার বর স্থির করিলেন। এই ব্রাহ্মণযুবক যশোধরের বয়ঃক্রম তখন ত্রিশ বৎসর। ইনি সর্ব্বগুণে বিভূষিত, ইঁহার নেত্রদ্বয় ও বুদ্ধি প্রশস্ত। ইনি ধনী অথচ অগ্নিহোত্রী। এবং সাম ঋক্ ও যজুঃ এই বেদত্রয়েই পারদর্শী। ইহাঁরও উপাধি ছিল মিশ্র। পুরোহিতগণও মিশ্র যশোধরের বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিয়া, কন্যা ও বর উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধাদির বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক সকলেই উক্ত সম্বন্ধ করণীয় বলিয়া স্থির করিলেন। তখন পুরোহিত উভয় পক্ষকেই সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—আপনারা উভয়েই অনন্যচেষ্ট হউন। এই সম্বন্ধই স্থির হইল। পুরোহিতের এই কথার পর গঙ্গাগতি তাঁহাদিগকে চণক, দধি, লড্ডুক ও ফলাদি ভোজন করাইলেন।

'বৈষ্ণব মিশ্র এইরূপে কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিয়া কান্যকুব্জ হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি স্বদেশে আসিবার সময় রাজা হরিবর্ম্মদেবের রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি রাজসভাপতি বাচস্পতি মিশ্রের সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

'গঙ্গাগতি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ-বাক্যে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন এবং স্বয়ংও তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সম্মানিত হইলেন। অনন্তর তিনি মিশ্র বাচস্পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা হরিবর্ম্মদেবও এই সময় বৈষ্ণবমিশ্রকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হে বিপ্রবর! আপনি

বরং স্থিরীকৃত্য বরং কুলেষু বন্দ্যাগ্রণীঃ শুনকেষ্বাসীদেব।
যশোধরং নাম যশোঽন্বিতং তং ত্রিংশৎসমাস্তস্য বয়স্তদানীম্॥
গুণান্বিতঃ সোঽতিবিশালবুদ্ধির্ধন্যগ্নিহোত্রী স্ববিশালনেত্রঃ।
সামর্গযজুর্ব্বেদবিদাং গরিষ্ঠ উপাধিরস্যাপি চ মিশ্র এব॥
আহূয় বন্ধূন্ পরিতঃ স্থিতা যে যশোধরস্যাপি তথর্ত্বিজশ্চ।
কন্যাপ্রদানগ্রহণে তয়োস্তদ্বিচার্য্য সর্ব্বৈঃ করণীয়মুক্তম্॥
ততঃ পুরোধাঃ স্বয়মাহ বাক্যমনন্যচেষ্টৌ ভবতাং ভবন্তৌ।
গঙ্গাগতিস্তাংশ্চণকান্ ফলাদীন্ত্রভক্ষয়দ্বৈ দধিলড্ডুকানি॥
ততোঽভ্যগচ্ছৎ কিল রাজধানীমনন্তরং শ্রীহরিবর্ম্মরাজ্ঞঃ।
বাচস্পতিস্তস্য সভাপতির্যস্তেনৈব রাজ্ঞো ভবনং বিবেশ॥
তমাশিষা ভূপতিং বর্দ্ধয়িত্বা তত্র স্থিতৈর্বাড়বৈর্ম্মিতোঽসৌ।
মিশ্রেণ বাচস্পতিনা সমেত্য পরস্পরং ক্ষেমমথাবভাষে॥
রাজাপি নত্বা তমথাবভাষে কুতো ভবানাগতঃ কেন যাত্রা।
বদস্ব যদ্বাঞ্ছিতং বিপ্রবর্য্য সত্যঃ কিলাবাপ্তমসি যদ্ধি যুক্তম্॥

কোথা হইতে কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; আপনার অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি যথাযোগ্য সমস্তই আমার নিকট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

'বৈষ্ণবমিশ্র রাজার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—রাজন্! আমার নাম গঙ্গাগতি-বৈষ্ণব-মিশ্র। আমি আপনার অধিকৃত কোটালিপাড় নামক স্থানে বাস করিতেছি। সম্প্রতি আমি কান্যকুব্জ হইতে সমাগত হইয়াছি। আপনার নিকট আমার বক্তব্য এই যে, আমি আপনার অধিকৃত স্থানে বাসস্থাপন করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি যথাযোগ্য কর নির্দ্দেশপূর্ব্বক পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে তথায় বাস করিতে আমাদিগের আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না।

'রাজা এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন—আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে করগ্রহণ করিব না। অতএব আপনার বাসস্থান এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে যে সকল ভূমি আছে, আপনি কর ব্যতীত বৃত্তিস্বরূপ তাহা গ্রহণ করুন।

'বৈষ্ণব মিশ্র রাজার কথায় তুষ্ট হইয়া তথা হইতে পুনরায় কোটালিপাড়স্থ স্বগৃহে আগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি কন্যার বিবাহযোগ্য সমস্ত বস্ত্র আয়োজনপূর্ব্বক বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

'এদিকে যশোধর তাঁহার গুরু, পুরোহিত, কয়েকজন আত্মীয়, একজন নাপিত ও এক জন রজকের সহিত শুভদিন দেখিয়া ফাল্গুন মাসের শেষে কান্যকুব্জ হইতে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাগতি যেরূপ পথ নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই পথ অনুসারে বহু দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমে বঙ্গদেশস্থ কোটালিপাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ শিব যেমন হিমালয়গৃহে গমন করিয়াছিলেন, যশোধরও তদ্রূপ গঙ্গাগতি বৈষ্ণব-মিশ্রের গৃহে আগমন করিলেন।

> নিশম্য রাজ্ঞো বচনং তমাহ গঙ্গাগতিং নামতো বিদ্ধি মাং ভো।
> সমাগতঃ কান্যকুব্জাদিদানীম্ কোটালিপাটে ভবতঃ স্থিতোঽহম্॥
> বক্তব্যমেতন্মম বাসভূমেঃ করেণ মাং যোজয় যদ্ধি যুক্তম্।
> পিতেব পুত্রান্ পরিপালয়াস্মান্ ন নো ভয়ং ভবিতা তত্র বাসে॥
> নিশম্য বাক্যং তত আহ রাজা করৈর্বিনা বৃত্তিকরীং গৃহাণ।
> ভূমিস্তু বাস্তোঃ পরিতোঽস্তি যাবৎ ন ব্রাহ্মণেভ্যঃ করমাহরিষ্যে॥
> ততঃ স তুষ্টঃ পুনরেত্য গেহং কোটালিপাটে নবনির্ম্মিতং স্বং।
> উদ্যোজয়ামাস স কন্যকায়া বিবাহযোগ্যানি চ যানি কানি॥
> অথ প্রয়াতঃ কিল কান্যকুব্জাদ্যশোধরো গুরুণা বান্ধবৈশ্চ।
> পুরোধসা নাপিতরজকাভ্যাং শুভেঽহ্নি ফাল্গুনে বিধৌ শুভে চ॥
> তেনৈব গঙ্গাগতিনাঙ্কিতেন পথা প্রয়াণৈঃ সমতীত্য দেশান্।
> কোটালিপাটিং বর আজগাম গর্ব্বো যথা পর্ব্বতরাজগেহম্॥

'অনন্তর গঙ্গাগতি যশোধর ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে স্বগৃহে সমাগত দেখিয়া উদার বাক্যালাপে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং তাঁহাদিগের বাসের নিমিত্ত গৃহ ও আহারার্থ অন্ন পান ও ফলাদি দান করিলেন। চৈত্রমাস শেষ হইল। বৈশাখের প্রারম্ভে গুর্ব্বাদি-শুদ্ধ অতিবিশুদ্ধ লগ্নে বৈষ্ণবমিশ্র যশস্বী যশোধরের করে যথাবিধি স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই বিবাহে তিনি স্বদেশজাত নানাবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কার এবং কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ বরকন্যাকে সমর্পণ করেন। ভূসম্পত্তি কেবল কন্যাকেই প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত ভূমি বা স্থান ক্রমে একটী প্রশস্ত পথরূপে পরিণত হয়*। বিবাহকালে যশোধরের সমভিব্যাহারে যে সকল আত্মীয়গণ আসিয়াছিলেন, গঙ্গাগতি তাঁহাদিগকে রম্ভা, আম্র প্রভৃতি ফল এবং দধি ও গুড় মিশ্রিত খৈ ভোজন করাইলেন। অনন্তর বিবাহের পর-দিন তিনি যশোধরের সহিত সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে এবং গ্রামস্থ অন্যান্য সকলকেই উত্তম অন্নপান ও মিষ্ট পরমান্নাদি দ্বারা পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। সমাগত ব্রাহ্মণগণ এক মাস পর্য্যন্ত বৈষ্ণবমিশ্রের আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্থানীয় জল-বায়ু অতি উৎকৃষ্ট দেখিয়া বলিলেন,—আমরা বন্ধু বান্ধবের সহিত সকলেই এইস্থানে বাস করিব। তখন যশোধর ভার্য্যাকে শ্বশুরগৃহে রাখিয়া পুরোহিত, গুরু, অন্যান্য বন্ধুবর্গ ও নাপিতাদি ভৃত্যবর্গের সহিত পুনরায় কান্যকুব্জে আগমন করিলেন। অতঃপর পাঁচ বৎসর অতীত হইলে পুষ্যানক্ষত্রে শুক্রবার নবমী তিথিতে যশোধরমিশ্র পুনর্ব্বার কনোজ হইতে বঙ্গাগমনে সমুদ্যত হইলেন। যশোধরের সহিত তাঁহার মাতা, পুরোহিত, বন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেই স্ব স্ব পুত্রকন্যাদি সহ প্রস্থান করিলেন। রজক ও নাপিতাদি কয়েক

অথাগতান্ বীক্ষ্য তু তান্ দ্বিজেন্দ্রঃ সন্তোষয়দ্বাগ্ বিভবৈরুদারৈঃ।
বাসায় বেশ্মান্যদদচ্চ তেভ্যো ভোজ্যানি পেয়ানি ফলানি চার্থ্যঃ॥
মধৌ সমাপ্তে কিল মাধবাপ্তে গুর্ব্বাদিশুদ্ধেঽতিবিশুদ্ধলগ্নে।
গঙ্গাগতির্বিধিনাদাৎ স্বতাং তাং যশোধরায়াতিযশোধরায়॥
বাসাংস্যলঙ্কারকযৌতুকানি, স্বদেশজাতানি দদৌ স তাভ্যাম্।
ভূমিঞ্চ দদ্যাৎ কিল কন্যকায়ৈ যয়া মহদ্বর্ত্ম তয়া ব্যকারি॥
য আগতাস্তত্র বিবাহকালে তথাত্মনো যে চ বরানুগাশ্চ।
রম্ভাম্রলাজানিচলম্বুজাংশ্চাপ্যভোজয়ত্তাংস্তু গুড়েন দধ্না॥
ততঃ পরেদ্যুঃ স্বগৃহেষু সর্ব্বান্ যশোধরেণাগতবাড়বাংশ্চ।
স্বাদ্বন্নপানৈঃ পরমান্নমিষ্টৈরভোজয়ত্তান্নগরস্থিতাংশ্চ॥
অথৈকমাসং পরিতো ভ্রমিত্বা শান্তানিলং বারি নিরাময়ঞ্চ।
দৃষ্ট্বা বসামোঽত্র সবন্ধুবর্গৈরিতীরিতাস্তেঽথ বিবেচ্য সর্ব্বৈঃ॥
যশোধরস্তাং শ্বশুরস্য গেহে নিধায় ভার্য্যাং কিল বন্ধুবর্গৈঃ।
পুরোধসা গুরুণা নাপিতাদ্যৈস্তৎকান্যকুব্জং পুনরাজগাম॥

---

* কোটালিপাড়ে এই স্থান 'ব্রহ্মাণীর জাঙ্গাল' নামে পরিচিত।

জন ভৃত্যও এই সঙ্গে চলিল। যাহার যাহার গৃহে যে যে দ্রব্য ছিল, তাঁহারা সকলেই সেই সেই দ্রব্য সঙ্গে লইয়া চলিতে লাগিলেন। এই প্রস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলেরই কণ্ঠে বিষ্ণুচক্র বিলম্বিত ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজেই নিজের দ্রব্য বহন করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ গর্দ্দভে এবং কেহ কেহ বা অশ্বের উপর আপন আপন ভার স্থাপনপূর্ব্বক চলিলেন। সঙ্গে যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে কক্ষে লইয়া চলিলেন। এই প্রস্থানপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যশোধরই অগ্রণী হইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। যশোধর ক্রমে সেই সকল অনুযাত্রীদিগের সহিত বহু দেশ ও বহু নদ-নদী অতিক্রমপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কোটালিপাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছুদিনের জন্য শ্বশুরগৃহে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ যশোধর যাহাকে যে যে রূপ ভূস্থানে বাস করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেই সেই স্থানে স্ব স্ব গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কোটালিপাড় একটী বিশিষ্ট জনপদ বা বহু লোকপূর্ণ নগররূপে পরিণত হইল।

'অনন্তর যশোধরের আগমনের অষ্টম বর্ষে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কান্যকুব্জ এবং অন্যান্য দেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহারাও ক্রমে কোটালিপাড়ে বাস করিলেন। সামবেদী গৌতম মহাত্মা গঙ্গাগতি-বৈষ্ণবমিশ্র সর্ব্বপ্রথম কোটালি-

অথাত্যতীতে কিল পঞ্চমাব্দে দুর্গাতিথৌ কাষ্যদিনেঽষ্টমে স্তে।
পুরোধসা রত্নকনাপিতাদ্যৈর্ম্ম হ্রো চ মিত্রৈরপরৈঃ সুতাদ্যৈঃ॥
যস্তৈব যস্তৈব গৃহস্থিতানি ধনানি দ্রব্যানি চ যানি কানি।
আদায় সর্ব্বং প্রযযুশ্চ সর্ব্বে কণ্ঠেষু তেষাং কিল বিষ্ণুচক্রম্॥
পদ্ভ্যাস্তু কেচিৎ কিল রাসভেষু নিধায় ভারশ্বপরে করেণু।
স্ত্রিয়শ্চ কক্ষার্পিতপুত্রকন্যা যশোধরেণানুগতা যযুস্তে॥
যশোধরস্তৈরনুগৈরনেকান্ দেশান্নদাংশ্চৈব নদীরতীত্য।
কোটালিপাটিং পুনরেত্য কঞ্চিৎকালক গঙ্গাগতিগেহসংস্থঃ॥
যশোধরাদিষ্টধরাবিভাগে স্বস্ব ক্রতুমৌ ক্রমতোঽচিরেণ।
চক্রুঃ স্বগেহানি পৃথক্ পৃথক্ তে তেনৈব তন্মিন্নগরং বভূব॥
অথাষ্টবর্ষে কিল মার্গশীর্ষে যশোধরস্যাপি চ মাতৃকৃত্যে।
তৎ কান্যকুব্জাদপি চান্যদেশাদ্যেঽভ্যাগতাস্তেঽপ্যবসন্ পরস্মিন্॥
গঙ্গাগতির্বৈষ্ণবমিশ্র আদৌ স গৌতমো গোত্রতঃ সামবেদী।
কোটালিপাটেঽপ্যবসন্ মহাত্মা নাম্নে দ্বিজা বৈ শ্রবসংস্তদানীম্॥
যশোধরশ্চাপি ততঃ পরস্মিন্ সমাগতঃ শুনকো গোত্রতোঽসৌ।
কণ্বেদবিদ্বেদবিদাং বরিষ্ঠ স সপ্তমাব্দে বিগতে সম্ভৃতাঃ॥" (রাঘবেন্দ্র কবিশেখর)

পাড়ে বাস করেন। তাঁহার আগমন সময়ে অন্য কোন ব্রাহ্মণ তথায় বিদ্যমান ছিলেন না। অবশেষে বেদাভিজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠতম ঋগ্‌বেদী শুনক যশোধর মিশ্র বৈষ্ণব-মিশ্রের আগমনের ৭ বর্ষ গত হইবার পরে ভৃত্যাদিসহ আসিয়া (কোটালিপাড়ে) বাস করিয়াছিলেন।'

(রাঘবেন্দ্র-কবিশেখর)

কবিশেখরের বর্ণনায় আমরা বৈদিক সমাজের সরল ও সুস্পষ্ট গ্রাম্যচিত্র দর্শন করিতেছি। পরবর্ত্তীকালে সমাগত পঞ্চগোত্রের পরিচয়দাতা কুলজ্ঞগণ যেরূপ আড়ম্বর ও জাঁকজমকের পরিচয় দিয়া স্ব স্ব কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি, কবিশেখর সে পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের গতিবিধি, আহার ব্যবহার এবং বসবাসের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কুটীরবাসী সরলহৃদয় পুণ্যচেতা মুনি ঋষিগণেরই যেন উপযুক্ত। সেই প্রাচীনকালে কুটীরবাসী ব্রাহ্মণ-সমাজ কিরূপ গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা কতদূর আড়ম্বরশূন্য ছিলেন এবং কিরূপ স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন, কবিশেখরের রচনায় তাহার প্রকৃত আলেখ্য প্রকটিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের আশ্রয়দাতা মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও ঐতিহাসিকগণের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। কবিশেখর প্রারম্ভেই যেরূপ হরিবর্ম্মদেবের প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনার জিনিষ নহে, সেই হরিবর্ম্মদেব একজন প্রকৃতই ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন। কবিশেখর তাঁহার যে সপ্তসচিবের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক একজন খ্যাতনামা মহাপণ্ডিত। এই পুস্তকের প্রথমাংশে ভবদেবভট্টের প্রশস্তিতে যে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের নামোল্লেখ পাইয়াছি, * তিনিই কবিশেখরবর্ণিত আদিপাশ্চাত্য বৈদিকের আশ্রয়দাতা হরিবর্ম্মদেব। তাঁহার প্রধান সচিব বাচস্পতিমিশ্রই পূর্ব্বোক্ত ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি রচনা করেন। কবিশেখর 'বালভট্ট' নামে যে সচিবের উল্লেখ করিয়াছেন, বাচস্পতিমিশ্র-রচিত অনন্ত-বাসুদেবের প্রশস্তিতে তিনিই 'বালবলভী ভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব' নামে পরিচিত।

কবিশেখর লিখিয়াছেন যে, কান্যকুব্জে "যবনাগম" ও "রাজানাশ" দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আমরা মুসলমান ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, দেবদ্বেষী ভারতবিজেতা সুলতান মামুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯৪১ শকে কনোজ-জয়ে অগ্রসর হন। প্রায় ৯৪২ শকে মহাসমৃদ্ধিশালী কনোজ রাজ্য তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তৎকালে জয়পাল (কুলগ্রন্থোক্ত জয়চন্দ্র) কনোজের অধিপতি। সেই যবনবিপ্লব-কালেই যে গঙ্গাগতি প্রাণ ও মানসম্ভ্রম-রক্ষার জন্য পরিবারসহ বঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপস্থলে প্রায় ৯৪৩ শকে গঙ্গাগতি-বৈষ্ণব-মিশ্র বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ মাংশে ৩৪৩,৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তৎকালে গৌড়োড্রবঙ্গাধিপ পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্ম-দেব বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত। সেই সময়ের মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, কনোজাধিপতি জয়পাল চাঁদরায় প্রভৃতি বহু রাজার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।* অধিক সম্ভব, পরম ধার্ম্মিক মহারাজ হরিবর্ম্মদেব কনোজপতি জয়পাল বা জয়চন্দ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগতির আগমনকাহিনী ছাড়িয়া দিয়া এই হরিবর্ম্মদেবের সহিত জয়চন্দ্র-কন্যার বিবাহপ্রসঙ্গ সামন্তসারের কুলজ্ঞগণ কর্তৃক রাজা শ্যামলবর্ম্মার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, কনোজপতি জয়পাল বা জয়চন্দ্রের অনেক পরে শ্যামলবর্ম্মার অভ্যুদয়। সুলতান মামুদের কনোজাক্রমণের বহু পূর্ব্বে কনোজপতি জয়পালের পুত্র ভীমপাল রাজা চাঁদরায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যখন সুলতান মামুদ কনোজ জয় করিয়া মহাপরাক্রমশালী ও বহুধনবান্ চাঁদরায়কে আক্রমণ করিতে যান, তৎকালে চাঁদরায় জামাতা ভীমপালের পরামর্শেই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।* মহাতেজস্বী চাঁদরায় একজন অপরিণত-বয়স্কের কথানুসারে কখনই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে উদ্যত হন নাই। কুমার ভীমপালকে তখন প্রৌঢ় যুবক মনে করিলেও তাঁহার পিতাকে অন্ততঃ ৫০।৫৫ বর্ষীয় রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মুসলমান ইতিহাসেও তিনি বর্ষীয়ান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৯৪১ শকে কনোজপতি জয়পালের খুব কম ৫০।৫৫ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে ১০০১ শকে শ্যামলবর্ম্মার সময়ে তাঁহার ১১০।১১৫ বর্ষ বয়স হইয়া পড়ে, আর এই বৃদ্ধবয়সের কন্যার সহিত শ্যামলবর্ম্মার বিবাহ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং জয়চন্দ্র ও শ্যামলবর্ম্মাকে আমরা এক সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না,—হরিবর্ম্মদেব ও জয়পাল এক সময়ের লোক।

বাচস্পতিমিশ্র "বস্বঙ্কবসুবৎসরে" অর্থাৎ ৮৯৮ শকে 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' রচনা করেন। এই গ্রন্থরচনাকালে সম্ভবতঃ তিনি রাজা হরিবর্ম্মদেবের সচিবপদ লাভ করেন নাই, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি সে কথা উল্লেখ করিতেন। সাধারণতঃ হিন্দু-রাজসভায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই প্রধান মন্ত্রী হইতেন। অন্ততঃ ৬০ বর্ষ বয়সে বাচস্পতি মিশ্র প্রধান মন্ত্রিত্ব পাইয়া থাকিলে ৩০ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ'-গ্রন্থের রচনাকাল মোটামোটি ধরিয়া লওয়া যায়। তাহা হইলে প্রায় ৯৩০ শকের নিকটবর্ত্তী সময়ে হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যকাল গণ্য হইতে পারে। বাচস্পতিমিশ্র যৎকালে তাঁহার প্রিয় মিত্র ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি রচনা করেন, তৎকালে তিনি ভবদেবকে হরিবর্ম্মদেবের "সচিব" বলিয়া পরিচয় দিলেও আত্ম-পরিচয় গোপন রাখিয়াছেন। ভবদেবভট্ট কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাচস্পতি-মিশ্র কর্ত্তৃক ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি রচিত হয়। প্রথম যখন আমরা এই কুলপ্রশস্তির পাঠোদ্ধার করি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, একজন রাঢ়-দেশের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সুদূর উৎকলক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মধ্যে কিরূপে এই বিশাল কীর্ত্তি স্থাপন

* বিশ্বকোষ ১৪শ ভাগ 'মামুদ' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

করিলেন ? কিন্তু এখন রাঘবেন্দ্রের বর্ণনা হইতে জানিতে পারিলাম যে, মহারাজ হরিবর্ম্মদেব জৈন-বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিয়া সুদূর উড়িষ্যায় একাম্রকাননে অর্থাৎ ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্রে বহু শত দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আধিপত্যকালে তাঁহার একজন প্রধান সচিব কর্ত্তৃক অনন্ত-বাসুদেবের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, বঙ্গান্তর্গত বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। কোটালিপাড় প্রাচীন বিক্রমপুরের অন্তর্গত। এই বিক্রমপুরে গিয়া গঙ্গাগতি হরিবর্ম্মদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাহা ঐতিহাসিক কথা।

এখন কথা হইতেছে যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মার বহু পূর্ব্বে গৌতমগোত্রীয় গঙ্গাগতি এদেশে আগমন করিলেও পাশ্চাত্য কুলপঞ্জীসমূহে এ সম্বন্ধে কোন কথা নাই কেন ? পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কুলপঞ্জীসমূহ হইতে যে সকল বিবরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যাইবে, যে পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থকারগণ এক বাক্যে বলিতেছেন, যে মহারাজ শ্যামল-বর্ম্মার সময়েই ১০০১ শকে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য বৈদিক আগমন করেন। যশোধর-মিশ্রই তাঁহাদের অগ্রণী। বঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পুনরায় লোপ পাইবার সূত্রপাত হইলে বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড-সম্পাদনার্থই যশোধরপ্রমুখ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সমাগম হইয়া-ছিল। কবিশেখরের বর্ণনাপাঠে বোধ হয় যে, গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র কোন বৈদিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য এদেশে বাসস্থাপন করেন নাই; কিন্তু বৈদিকশ্রেষ্ঠ শুনক যশোধর মিশ্র রাজা শ্যামলবর্ম্মকর্ত্তৃক বৈদিকক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ আহূত ও সম্মানিত হইয়া এদেশে শাসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই বঙ্গাধিপের নিকট পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সম্মান ও শাসন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহা হইতেই বঙ্গে পাশ্চাত্য বৈদিকের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বাস্তবিক বলিতে কি তৎপূর্ব্বেও এদেশে পাশ্চাত্য বৈদিকের সমাগম হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুলতান মামূদের কনোজাক্রমণের পর প্রায় ৯৪৩ শকে গঙ্গাগতি বঙ্গে আগমন করেন। কবিশেখর লিখিয়াছেন, তাঁহার আগমনের পর ৭ বর্ষ গত হইলে পরে যশোধর মিশ্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপস্থলে ৯৪৩+৭=৯৫০ শকে যশোধরের বঙ্গবাস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ কুলগ্রন্থেই দেখা যায় যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মা ১০০১ শকে যশোধর মিশ্রকে আনয়ন করেন।

এরূপ স্থলে ৯৫০ ও ১০০১ শকের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত ? কবিশেখরের বর্ণনানুসারে (৯৫০ শকে) যশোধর মিশ্র কোটালিপাড়ে আগমন করিলে ১০০১ শকে রাজা শ্যামলবর্ম্মার সহিত * আবার তাঁহার আগমন কিরূপে স্বীকার করা যায় ? কবিশেখর লিখিয়াছেন, শুনক যশোধর মিশ্র মাতা ও আত্মীয় স্বজনসহ আসিয়া কোটালিপাড়ে বাস করিয়াছিলেন।

* এই তৃতীয়াংশের ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শ্যামলবর্ম্মার সময়ে তাঁহার প্রথম আগমন সম্ভবপর হয় না। আবার যদি স্বীকার করা যায় যে, তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর যশোধর কনোজে গিয়াছিলেন এবং কএককবর্ষ তথায় বাস করিবার পর পুনরায় এদেশে শ্যামলবর্ম্মার সহিত আগমন করেন, তাহা হইলেও এই আপত্তি আসিয়া পড়ে যে, ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন যে সামন্তসারে বাসের পর তাঁহার পুত্রকন্যা জন্মিলে এবং তাহাদের বিবাহযোগ্য কালে এদেশে পাত্রপাত্রীর অভাব দৃষ্ট হইলে তিনি পুত্রকন্যাদির বিবাহ দিবার জন্য কনোজে যাইতে প্রস্তুত হন। এরূপ স্থলে ৯৫০ শকে তাঁহার প্রথমাগমন এবং বৈষ্ণবমিশ্রকন্যা ব্রহ্মাণীর পাণিগ্রহণ হইবার পঞ্চাশদধিক বর্ষ পরে অর্থাৎ শ্যামলবর্ম্মার সময় শাকুনসত্রের কএকবর্ষের পরে নবত্যধিক বর্ষীয় যশোধর মিশ্রের পাত্রান্বেষণে কনোজযাত্রা যেন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। ঈশ্বর বৈদিকের বিবরণ প্রকৃত হইলে হরিবর্ম্মার সময়ের যশোধর ও শ্যামলবর্ম্মার সম্মানিত যশোধর উভয়কে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে যেন সন্দেহ উপস্থিত হয়।

এ সম্বন্ধে অপরাপর কথা পর অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এখানে আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ভূমিকার উপসংহারে এইমাত্র বলিয়া রাখি, এদেশে সাধারণ বৈদিকগণের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যশোধর-মিশ্রই প্রথম আগমন করেন এবং তিনিই আদি পাশ্চাত্য বৈদিক। কিন্তু এখন কবিশেখরের বর্ণনা ও হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইল যে, শুনক যশোধরের পূর্ব্বে সামবেদী গৌতম ও ঋগ্বেদী বৎসগোত্রের আগমন হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য-বৈদিক-বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

—*—

(শ্যামল বর্ম্মার পরিচয়)

বেদবেদাঙ্গপারগ সদা-সৎকর্ম্মতৎপর যে সকল ব্রাহ্মণ প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেন, পশ্চাৎ তাঁহারাই গৌড়দেশে আসিয়া "পাশ্চাত্য" নামে খ্যাত হন।* মতান্তরে পূর্ব্বকালে কর্ণাবতী নগরে যে সকল ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহারাই পশ্চাৎ বঙ্গে আসিয়া পাশ্চাত্য নামে গণ্য হইলেন।†

পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের অনেক কুলগ্রন্থেই লিখিত আছে, বঙ্গাধিপ শ্যামলবর্ম্মাই পাশ্চাত্য-বৈদিকানয়নের কারণ। এই শ্যামলবর্ম্মা কে ছিলেন এবং কেনই বা তিনি এদেশে পাশ্চাত্য-বৈদিক আনাইলেন, এখানে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক মনে করি। শ্যামল-বর্ম্মার পরিচয় ও তাঁহার সময়ে বঙ্গের অবস্থা আলোচিত না হইলে যেন পাশ্চাত্যবৈদিকগণের আদিপরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

সকল বৈদিককুলগ্রন্থেই শ্যামল-বর্ম্মার অল্পবিস্তর পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। আমরা একে একে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

১। রামদেব বিদ্যাভূষণ স্বরচিত "বৈদিক-কুলমঞ্জরী" মধ্যে সবিস্তর শ্যামলবর্ম্মার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

'যিনি কর্ণাবতী হইতে বৃহস্পতিসদৃশ অপ্রতিম-প্রভাব পাঁচ জন অগ্নিহোত্র বৈদিক ব্রাহ্মণকে গৌড়দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, যাঁহার সুবিমল যশোরাশি দ্বারা দিক্‌চক্র সমস্ত সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল, সেই অপরিমিত পুণ্যশালী মহীমহেন্দ্র গৌড়াধিপতি ভূমণ্ডলে জয়যুক্ত হউন।

* "আদৌ তু পশ্চিমে দেশে সদা সৎকর্ম্মতৎপরাঃ।
আসন্ বিপ্রবরা যে বৈ বেদাবেদাঙ্গপারগাঃ ॥৯৫
তে পাশ্চাত্যা ইতি খ্যাতা পশ্চাদ্গৌড়সমাশ্রয়াঃ।
সর্ব্বেভ্যো বৈদিকেভ্যস্তু শ্রেষ্ঠাস্তেজস্বিনঃ সদা ॥" ৯৬

(রামদেবের বৈদিককুলমঞ্জরী)

† "কর্ণাবত্যাং পুরা বাসো যেষামাসীদ্দ্বিজন্মনাং।
পশ্চাদ্বঙ্গসমায়াতাঃ পাশ্চাত্যাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

(পাশ্চাত্য-বৈদিককুলপঞ্জিকা)

১। "কর্ণাবত্যা ব্যনৈষীদনুপমমহসাং বৈদিকানামমীষাং পঞ্চানাং গৌড়দেশং সুরগুরুসদৃশমগ্নিহোত্রিদ্বিজানাম্।
যঃ শ্রীমান্ গৌড়চূড়ামণিরমলযশোমণ্ডলাচ্ছাদিতাশা-চক্রঃ ক্ষ্মাচক্রশক্রশ্চিরমিহ ধরণৌ ভূরিপুণ্যঃ স জীয়াৎ ॥১৮

'চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। এই ত্রিবিক্রম নিজ বিক্রমে শত্রুবিক্রম বিদলিত করিয়া ছিলেন এবং ত্রিবিক্রম (বিষ্ণু) যেমন স্বীয় প্রণয়িনী (লক্ষ্মী) কর্ত্তৃক পরিশোভিত হন, ইনিও সেইরূপ স্বীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রাজলক্ষ্মী দ্বারা বিরাজমান ছিলেন। ইনি বিজয়সেন নামে একপুত্র উৎপাদন করেন। কালে এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই দেবেন্দ্রপ্রতিম ভূপেন্দ্র বিজয়সেন যথাকালে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া প্রকৃতপুঞ্জের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক প্রীতমনে পৃথিবীমণ্ডল সম্যক্‌রূপে সুশাসিত করিতে লাগিলেন।

'অনন্তর রাজা বিজয়সেন তাঁহার মালতী নাম্নী গুণবতী মহিষীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামে দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মল্ল অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। ইনি সহস্র সহস্র মল্লের বল ধারণ করিতেন। ইঁহার প্রভাবে শত্রুগণ দূরে পলায়ন করিত। ইনি পুণ্যবলে পাপরাশি বিদূরিত করিয়া সাতিশয় কীর্ত্তিশালী, কৃপালু, প্রজাবৎসল ও শান্ত-প্রকৃতি হইয়াছিলেন। ইঁহার ভুজবলের নিকট বৈরিদল সর্ব্বদাই পরাভব স্বীকার করিত। ইনি অচিরকাল মধ্যেই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন।

'শ্রীমান্ শ্যামলবর্ম্মা অগ্রজ মল্লবর্ম্মাকে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া স্বয়ং দিগ্‌বিজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। মহামান্য মহীপতি শ্যামল-বর্ম্মা অগণিত সৈন্য সমভিব্যাহারে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া নরপতিদিগকে পরাজিত করিলেন। দেশ বিদেশবাসী বহু সংখ্যক প্রবল-প্রতাপান্বিত নরপতিবৃন্দ তাঁহার তীব্র পরাক্রমে পরাভূত হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গৌড়ান্তর্গত রমণীয় বিক্রমপুরের উপান্তভাগে স্বীয় বাসার্থ একটী পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।

বিধোঃ কুলেঽজনি নৃপতিস্ত্রিবিক্রমঃ স্ববিক্রমপ্রতিহতবৈরিবিক্রমঃ।
ত্রিবিক্রমঃ স্ববনিতয়েব লোলয়াসুরূপয়া স পরিবব্রৌ তয়া শ্রিয়া ॥১৯
নাম্না বিজয়সেনং স জনয়ামাস নন্দনং।
স্ফুরদ্বরগুণোপেতং তেজোব্যাপ্তদিগন্তরং ॥২০
রাজাভূৎ সোঽপি ভূপেন্দ্রো দেবেন্দ্রসদৃশস্তদা।
প্রজাঃ সংপালয়ন্ সম্যক্ শশাস পৃথিবীং মুদা ॥২১
মহিষ্যামথ মালত্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ।
মল্লশ্যামলবর্ম্মাণৌ জনয়ামাস নন্দনৌ ॥২২
মল্লো মল্লসহস্রসম্মিতবলস্তীব্রপ্রতাপোজ্জ্বলঃ পুণ্যধ্বস্তমলঃ সুকীর্ত্তিধবলঃ সৎকীর্ত্তিসম্মঙ্গলঃ।
দূরোৎসৃষ্টখলঃ কৃপাম্বুতরলঃ শান্তঃ প্রজাপেশলঃ শশ্বদ্বৈরিদলক্ষুব্ধভুজবলঃ সাক্ষাদিবাখণ্ডলঃ ॥২৩
তং সমীক্ষ্যাগ্রজং ভূপমভিষিক্তং পিতুঃ পদে।
শ্রীমান্ শ্যামলবর্ম্মা স দিগ্‌জয়ায় মনো দধে ॥২৪
অগণ্যসৈন্যসহিতো মহামান্যো মহীপতিঃ।
পর্য্যটন্ বহুশো দেশান্ জিতবানবনীপতীন্ ॥২৫

'অনন্তর তিনি এই নব-নির্ম্মিত পুরেই বাস করিয়া প্রজামণ্ডলী প্রতিপালনপূর্ব্বক শত্রু-কুলের উচ্ছেদ-সাধনান্তে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী রাজ্য উপভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ভূপালগণ ও নরগণের অগ্রগণ্য ও বরেণ্য ছিলেন। সৌজন্য প্রভৃতি উত্তম গুণে তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র, সর্ব্বত্র মান্য, অনন্যসামান্য পুণ্যবলসম্পন্ন ও অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতা, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শৌর্য্য, স্থৈর্য্য, সৌন্দর্য্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণনিচয় তাঁহাকে সমস্ত রাজন্যবর্গের অগ্রগণ্য করিয়াছিল।

'কাশীধামে প্রবল-প্রতাপান্বিত সর্ব্বগুণাশ্রয় নীলকণ্ঠ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি সমরাঙ্গণে বৈরিদল পরাজিত, দয়াপ্রকাশে দীন ও অনাথদিগকে অনুগৃহীত এবং কীর্ত্তি-কলাপে লোকত্রয় পরিপূরিত করিয়াছিলেন, অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং নারায়ণের সেবক বলিয়াও সুবিদিত ছিলেন। ভূপতি নীলকণ্ঠ একদা স্বীয় কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে অভিলাষী হইয়া কতিপয় কুলাভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে প্রাজ্ঞগণ! আমার এই হেমকান্তি সর্ব্বগুণান্বিতা চারুশীলা কন্যাটিকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিব? আপনারা লোকের গুণাগুণ বিদিত আছেন, সুতরাং আপনারাই তাহা বিবেচনা করিয়া বলুন।

'রাজা এই কথা কহিলে, নৃপগণের কুলশীলবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সকলেই এক বাক্যে কহিলেন,—মহারাজ! আপনার এই কন্যার উপযুক্ত বর যাহাকে আমরা স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাহার বিষয় যাহা জানি, আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

'চন্দ্রবংশে শ্যামল-বর্ম্মা নামক এক নরপতি আছেন। তিনি তেজস্বী, বিনীত, শ্রীমান্ এবং সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহার দানপ্রকর্ষে কল্পপাদপেরও গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। তিনি সরল ব্যক্তির সহিত সরল ব্যবহার করেন এবং কুটিলের সহিত কৌটিল্য আশ্রয় করেন।

নানাদেশবিদেশবাসনিরতান্ লীলাবিশেষান্বিতান্ জিত্বা তীব্রপরাক্রমেণ পৃথিবীপালান্ প্রতাপান্বিতান্।
দেশেঽশেষগুণোত্তমে নিরুপমে বাসাভিলাষাদসৌ গৌড়ান্তর্গতকান্তবিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে ॥২৬

তত্রৈব নিবসন্ সোঽথ পালয়ন্ বৈ প্রজাব্রজান্।
নিঃসপত্নীকৃতক্ষৌণিঃ মহারাজো ব্যরাজত ॥২৭

সোঽয়ং নৃপাং বরেণ্যোঽখিলগতজনগণোঽশেষভূপাগ্রগণ্যঃ ধন্যো মান্যো বদান্যো লসৎকুলধনোঽনন্যসামান্যপুণ্যঃ।
গাম্ভীর্য্যোদার্য্যশৌর্য্যৈরপি রিপুজয়িতা স্থৈর্য্যসৌন্দর্য্যধৈর্য্যৈঃ সৌজন্যাদ্যোত্তমাদ্যৈরপি চ গুণগণৈঃ সর্ব্বরাজন্যবর্য্যঃ ॥২৮

কাশ্যাং ভূরিগুণাশ্রয়ঃ সবিনয়শ্চণ্ডপ্রতাপোদয়ঃ সংগ্রামাঙ্গনলব্ধবৈরিবিজয়ঃ —োধমৈকালয়ঃ।
দীনানাথচয়প্রকাশিতদয়ঃ কীর্ত্যা তু লোকত্রয়েঽভূন্নারায়ণসেবিতঃ সুবিদিতঃ শ্রীনীলকণ্ঠাহ্বয়ঃ ॥২৯

ভূমীপালঃ কদাচিৎ স তু নিজতনুজাং পাত্রসাৎ কর্ত্তুকামো ধীমানাহূয় কাংশ্চিন্নৃপকুলবিদুষো নীতিমান্ বাচমূচে।
এষা চামীকরাভা নিখিলগুণযুতা চারুশীলা সুতা মে কস্মৈ দেয়া ভবদ্ভির্বিদিতজনগুণৈর্বাচ্যমেৎ বিবেচ্য ॥৩০

ইদং বচো ধরণিপতের্নিশম্য তে দ্বিজোত্তমা নৃপকুলশীলবেদিনঃ।
তদূচিরে তব দুহিতুর্ব্বরং মহীপতেঽস্মদভিমতং নিশাময় ॥৩১

আসীৎ শ্যামলবর্ম্মাখ্যশ্চন্দ্রবংশোদ্ভবো নৃপঃ।
তেজস্বী বিনীতঃ শ্রীমান্ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥৩২

দয়া, নীতি, সদাচার ও বিচারবিষয়ে তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার নিকট চিরপরাজিত; তিনি ধনশালিতায় যক্ষ ও ক্ষমাগুণে ক্ষিতির সদৃশ; ক্ষিতিপালন ও স্বপক্ষের উন্নতিবিধানপক্ষে সতত তৎপর; নবোদ্ভিন্ন যৌবনভরে তাঁহার মূর্ত্তি অনঙ্গমূর্ত্তিকে নির্জ্জিত করিয়াছে। তিনি প্রার্থিগণের কামনাপূরণার্থ সর্ব্বদা তৎপর রহিয়াছেন। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ প্রথিত হইয়াছে। তিনি প্রতিনিয়ত সুকৃত-অর্জ্জনে রত হইয়া ভূপালগণের অগ্রবর্ত্তী চক্রবর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

'মহারাজ! সেই যশস্বী মহীপতির অপরিমিত গুণরাশি বর্ণন করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমাদের নাই; বাগ্মী কবিগণও পারেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, আর অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে বলি,—আপনার কন্যাও যেরূপ, বরও তদনুরূপই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

'নৃপগণের কুলশীলাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কাশীপতির অভিপ্রায়ানুরূপ কথা কহিলে, তৎশ্রবণে কাশীপতি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর তিনি কন্যার বর আনয়নের জন্য কতিপয় বাক্‌পটু নীতিজ্ঞ দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ যথাসময়ে গৌড়ে আগমন করিয়া বিনীত-ভাবে বিবিধ বচনবিন্যাস দ্বারা গৌড়পতিকে স্তব করিতে লাগিল। গৌড়পতি শ্যামল-বর্ম্মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কে? এবং কোথা হইতে কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ?"

দানপ্রকর্ষেণ নিতান্তখর্ব্বং কুর্ব্বন্ সুপর্ব্বদ্রুমসর্ব্বগর্ব্বম্।
ঋজুস্বভাবঃ কুটিলেষু বক্রঃ প্রভাসতে স ক্ষিতিচক্রশক্রঃ ॥৩৩
দয়ানয়াচারবিচারদক্ষঃ ক্ষণক্ষতারিঃ ক্ষিতিরক্ষকক্ষঃ।
ধনেন যক্ষপ্রতিযোঽতিদক্ষঃ ক্ষমাক্ষমোঽসৌ নিজপক্ষরক্ষঃ ॥৩৪
অভিনবনিজমূর্ত্তির্ন্যাক্‌কৃতানঙ্গমূর্ত্তির্ভুবনবিদিতকীর্ত্তিঃ প্রার্থিকামৈকপূর্ত্তিঃ।
অবিরতসুকৃতার্জ্জী ভূতামগ্রবর্ত্তী রিপুনৃপশমবর্ত্তী ভাত্যসৌ চক্রবর্ত্তী ॥৩৫
কীর্ত্তিব্যাপ্তদিগন্তস্য তস্য ভূমিপতেগুর্ণাঃ।
নৈব বর্ণয়িতুং শক্যা অসংখ্যেয়া কবীশ্বরৈঃ ॥৩৬
কিং পুনর্ব্বহুনোক্তেন সংক্ষেপাদবধীয়তাং।
যাদৃশী তব কন্যেয়ং বরস্তাদৃশ এব সঃ ॥৩৭
ইতি তৈরুদিতং বাক্যমাকর্ণ্যাভিমতহেতুকং।
সমাকর্ণ্যাভবদ্ভূপঃ সমাহ্লাদিতমানসঃ ॥৩৮
অথ দূতান্ মহীপালো বাবদূকান্ মনোহরান্।
কৃতিনঃ প্রেষয়ামাস তদ্বরানয়নায় সঃ ॥৩৯
তেঽপি গৌড়েশ্বরং গত্বা স্তুত্বা বিনয়পূর্ব্বকং।
নানাবিধবচোভঙ্গ্যা তুষ্টুবুর্ব্বর্ম্মণোপতিং ॥৪০
রাজা প্রপচ্ছ কে যূয়ং কুতঃ কথমিহাগতাঃ।
তেঽব্রুবন্ শৃণু রাজেন্দ্র! সর্ব্বাঃ সকলং তব ॥৪১

দূতগণ কহিল,—মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমরা সমস্তই বলিতেছি। কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ নীলকণ্ঠ কীর্ত্তিমান্ হরিহর নৃপতির পুত্র। তিনি উচ্চ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণ ইন্দ্রসন্নিধানে সর্ব্বদাই তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অধিক কি, বাক্পতিও তাঁহার অপূর্ব্ব গুণরাশিকীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। সেই ক্ষিতিপতি নীলকণ্ঠ তাঁহার লীলাবতী নাম্নী ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে একটী তনয়া উৎপন্ন করিয়াছেন। সেই সরলা বালা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, দন্তপংক্তি সুন্দর, অঙ্গকান্তি মনোহর এবং কথাগুলি যেন মধুমাখা। তাঁহাকে রমার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী বলিয়া মনে হয় এবং সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললনা দেবলোকেও দুর্লভ। তাঁহার কজ্জলের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল কেশকলাপ বিন্যাসকৌশলে সুন্দর শোভা ধারণ করিতে থাকে। সেই অনবদ্যাঙ্গীর মুখারবিন্দের সুস্নিগ্ধ ঈষৎ হাস্যে শরতের পূর্ণচন্দ্রবিম্বও লজ্জা পায়। তাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে মদনের শরাসন পরাজিত, নেত্রপ্রভায় কুরঙ্গীর অভিমান খর্ব্ব, নাসার শোভায় কীরবরের চঞ্চুপুট ন্যক্কৃত এবং মুখের কথায় কোমলকণ্ঠ কলকণ্ঠকুলের কণ্ঠরব বিনির্জ্জিত হইয়াছে। সেই সুন্দরী রাজকুমারীর লাবণ্য-পয়োধিতে যে যৌবনরূপ গজরাজ অবগাহন করিতেছে, তাহার উন্মজ্জন-সময়ে রাজ-নন্দিনীর ঈষদুন্নত স্তনদ্বয়ই গজরাজের কুম্ভদ্বয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে। তাঁহার ভুজদ্বয় শিরীষকুসুম অপেক্ষাও কোমল, উদর ললিত ত্রিবলী দ্বারা শোভিত, নিতম্ব ঘনপীন-ভারে সৌন্দর্য্যপূর্ণ, রোমাবলী নবভাবে বিরাজিত, ঊরুদেশ সুগঠনে গঠিত এবং পদযুগল নবপল্লবের ন্যায় শোভিত।

অস্ত্যেকঃ স্বস্তিশালী বিমলকুলভবঃ কান্যকুব্জাধিরাজো নাম্না শ্রীনীলকণ্ঠো হরিহরনৃপতেরাত্মজঃ কীর্ত্তিভাজঃ।
উর্ব্বশ্যাদ্যাপ্সরোভিঃ সুরপতিপুরতো গীয়তে যস্য কীর্ত্তিঃ বাচাম্পতিশ্চাপি যস্যাদ্ভুতগুণকথনে জায়তে কুণ্ঠশক্তিঃ ॥৪২

লীলাবত্যাং ধর্ম্মপত্ন্যাং তেন তু ক্ষিতিরক্ষিণা।
তনয়া জনয়াঞ্চক্রে সাক্ষাল্লক্ষ্মীঃ স্বরূপিণা ॥৪৩
সুবর্ণবর্ণা সুদতী সতী রমা-সমানলাবণ্যবতী মনোরমা।
কথাভিরামাঙ্গরুচিঃ সুচিস্মিতা সুরাসুরাদ্যৈরপি দুর্লভা মতা ॥৪৪
সুস্নিগ্ধ-কজ্জলবদুজ্জ্বলকেশপাশ-বিন্যাসকৌশলসমুল্লসদুত্তমাঙ্গী।
সম্পূর্ণশারদসুধাকরবিম্বহাসি-কান্তিপ্রভাসদরহাসিমুখারবিন্দা ॥৪৫
ভ্রূভঙ্গধিক্কৃতমনোজশরাসনশ্রীঃ নেত্রপ্রভাকলিতচারুমৃগাভিমানা।
কীরপ্রবীরবরচঞ্চুসুচারুনাসা সা কোকিলাকুলকলস্বরহাসিভাষা ॥৪৬
তল্লাবণ্যপাথোধের্ম্মগ্নযৌবনহস্তিনঃ। পটোন্মজ্জনতঃ কুম্ভৌ মন্যে বর্দ্ধিষ্ণু তৎকুচৌ ॥৪৭
শিরীষকুসুমাধিকসুকুমারভুজান্বিতা। ত্রিবলীললিতাকারা কামযষ্টির্নিরূপমা ॥৪৮
ঘনপীনসুচারুনিতম্বযুতা নবভাববিরাজিতরোমলতা।
ঊরুদেশবিশেষনিবেশযুতা নবপল্লবরম্যপদাম্বুজা ॥৪৯

'মহারাজ! বলিব কি, সেই রাজকুমারীর রূপ গুণ বর্ণন করিতে গিয়া বোধ হয়, স্বয়ং সহস্রানন অনন্তদেবকেও পরিশ্রান্ত হইতে হয়। আমরা মানব, আমাদের কথা আর বলিব কি! আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া সংক্ষেপে আপনাকে এই একটী কথা বলিতে পারি যে, তাদৃশ রূপগুণান্বিতা বনিতা ত্রৈলোক্যের কোথাও বোধ হয় নাই।

'রাজা নীলকণ্ঠ কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া তাহার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন এবং কন্যার উপযুক্ত বর-অন্বেষণার্থ সর্ব্বদা যত্নপরায়ণ হইয়া নৃপকুলশীলাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মুখে আপনার গুণরাশি শ্রবণপূর্ব্বক অত্যন্ত কুতূহলী হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বমান্য আপনাকেই তাঁহার কন্যার উপযুক্ত বর স্থির করিয়া আপনার নিকট আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আপনার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম, এখন যাহা সমুচিত হয়, তাহা আপনি বিধান করুন।

'দূতগণ এই কথা কহিয়া বিরত হইল। অনন্তর সেই মহামহিমশালী চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজা শ্যামলবর্ম্মা রূপলাবণ্যবিলাসশালিনী রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এই বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইয়া পরিণয় সম্বন্ধে নিয়ম-পত্রাদি প্রদান ও দূতদিগকে প্রচুর ধনদানে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

দূতগণ যথাসময়ে কাশীশ্বরের নিকট গমন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তদীয় কন্যাবিবাহের অবধারণ-বিষয় বিবৃত করিল এবং পরিশেষে কাশীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—রাজন্! অধিক কি বলিব, এরূপ বর সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তিনি দেবেন্দ্র তুল্য, তাঁহার রূপ অনঙ্গের ন্যায়। তিনি চন্দ্রবংশে সমুৎপন্ন, তাঁহার নাম শ্যামল বর্ম্মা। তিনি তেজস্বী, বিনীত,

তস্যা রূপগুণাদিবর্ণনবিধৌ মন্যে সহস্রাননঃ শেষঃ ক্লেশবশো ভবেৎ কিমপরে লোকাস্তুতঃ কা কথা।
নির্ণীয় স্থিরমেকমেব হি বয়ং সংক্ষেপতো ক্রমহে ত্রৈলোক্যেঽপি ন তাদৃশী গুণযশোরূপান্বিতা বর্ত্ততে ॥৫০

দৃষ্ট্বা বয়স্থাং তনয়াং নৃপস্তামনন্তচিন্তাকুলিতান্তরাত্মা।
তস্যা বিবাহার্থকৃতাবধানো যত্নাধিরাঢ়েষণতৎপরোঽভূৎ ॥৫১

অথ নিজতনুজাসম্প্রদানোৎসুকমানসঃ নৃপকুলকুশলবিৎ সমাকর্ণিতভবদ্‌গুণগণো নরপতিরতিকুতূহলী। তত্র ভবতঃ ভবন্তমেব তদুপযুক্তবরমিতি নিশ্চিত্য ভবতঃ সকাশমস্মান্ প্রেষয়ামাস। তদেতৎ অস্মাভিরাবেদিত-গুণিতো বিধীয়তামাধুনিকসমুচিতমিত্যুক্তৈব তূষ্ণীমাসন্। অথাসৌ বিমলশীতলকিরণজালশমিতসকললোকসন্তাপ-ভর নিখিললোকবিদিতমহিমশশধরবংশসম্ভূতো রূপলাবণ্যবিলাসবতী রাজতনয়াপাণিগ্রহণবার্ত্তাশ্রবণসঞ্জাতানন্দ-সন্দোহঃ শ্রীশ্যামলবর্ম্মনরপতিঃ স্বীকৃততদুদ্বহনো নিয়মিতপরিণয়সময়পত্রমাত্রপ্রদানেনানেকদ্রবিণসংকৃতাংস্তান্ বিসর্জ্জয়ামাস ॥৫২

তেঽপি কাশীশ্বরং গত্বা সমাহ্লাদিতমানসাঃ।
দূতাঃ সংকথয়ামাসুর্বিবাহস্যাবধারণম্ ॥৫৩
রাজন্ কিং বহুনোক্তেন বরো নিরুপমস্তু সঃ।
দেবেন্দ্রসদৃশো রূপে কন্দর্পসমন্বিতঃ ॥৫৪

শ্রীমান্ এবং নিরন্তর বিবিধ বিবুধসংসর্গে রত। সেই রাজা শ্যামলবর্ম্মা এই বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের নিকট একখানি পত্র দিয়াছেন, ইহা পাঠ করিয়া সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

'অনন্তর কাশীপতিও কন্যার বিবাহ সম্বন্ধস্থিরীকরণার্থ গৌড়েশ্বরের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন।

'রাজা শ্যামলবর্ম্মা পত্র পাইয়া যাত্রাকাল অবধারিত করিলেন। তিনি প্রস্থানকালোচিত বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইলেন। তাঁহার প্রস্থানকালে নানা প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। বহু সংখ্যক সৈন্য সামন্ত তাঁহার সমভিব্যবহারে চলিল। তিনি সুদক্ষিণার পাণিপীড়নপ্রার্থী হইয়া যথাকালে কনৌজদেশে গমন করিলেন। তাঁহার গমনকালে অনেক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রচুর ধনরাশি লইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন এবং মদস্রাবী বহুসংখ্যক মাতঙ্গ ধীরমন্থর-গমনে চলিতে লাগিল।—যেন বায়ু-বিচালিত শব্দায়মান সান্দ্র নীরদখণ্ড গগনাঙ্গন পূর্ণ করিয়া চলিল।

রাজা শ্যামলবর্ম্মা এই রূপে নানা বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কাশীপতির পুরে উপস্থিত হইলেন। নিরুপমা পুরী আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল। শুভলগ্নে তিনি অনিন্দিতাঙ্গী রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্র যেমন ইন্দ্রাণীর সহিত শোভিত হন, সুধাংশু-বংশধর রাজা শ্যামলবর্ম্মাও তদ্রূপ নবপরিণীতা রাজনন্দিনীর সহিত সমধিক শোভা ধারণ করিলেন।

'বিবাহের পর কাশীপতি নীলকণ্ঠ নানাবিধ রত্ন উপহার দিয়া দম্পতিযুগলকে গৌড়-রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

রাজা শ্যামল পত্নী সুদক্ষিণার সহিত নিজ পুরে সমাগত হইয়া যথাবিধি পৌরমঙ্গল

শ্যামলো নাম নৃপতিশ্চন্দ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
তেজস্বী বিনীতঃ শ্রীমান্ নানাবুধসমন্বিতঃ ॥৫৫
অদদৎ পত্রমেতত্তু বিবাহনিশ্চয়ার্থি সঃ।
যৎ কার্য্যং ভবতস্তাবদিদানীং তদ্বিধীয়তাম্ ॥৫৬
ততঃ কাশীশ্বরশ্চাপি তনয়াদানমানসঃ।
নিশ্চিতায় দিনং পশ্চাৎ প্রেষয়ামাস পত্রিকাং ॥৫৭

অথ নরপতিরবধারিতযাত্রাসময়ে প্রস্থানকালোচিতবেশভূষাদিভির্ভাসমানঃপরিণয়নার্থমুদ্যুক্তঃ প্রাস্থানিকমঙ্গলা-চরণানন্তরমনেকসেনাপরিবৃতঃসুদক্ষিণাপাণিগ্রহণমানসঃ কন্যুব্জদেশমগাৎ ॥৫৮

মাতঙ্গৈর্ম্মদবর্ষিভির্ধনভরৈঃ শ্রেষ্টৈঃ পুরোযায়িভিঃ শুণ্ডাদণ্ডনিধানকর্ম্ম বিবরে দক্ষৈরনেকৈস্তদা।
বায়ুপ্রেরিতসান্দ্রমেঘনিচয়ৈর্গর্জদ্ভিরত্যুজ্জ্বলং তস্যাসীদিব গম্যবর্ত্ম গগনং পূর্ণং মুহুর্বর্ষিভিঃ ॥৫৯
বহুলেনাবৃতো রাজা বিবাহার্থং গতস্তদা। আনন্দপরিপূর্ণা সাভবৎ পুরী নিরুপমা ॥৬০
উপযেমে স কন্যাং বৈ বিধিনা পরিকল্পিতাং। শুভেলগ্নেঽনবদ্যাঙ্গীং সত্যব্রতপরায়ণঃ ॥৬১
বিবাহানন্তরং রাজা ররাজ সোমবংশজঃ। দেবেন্দ্রস্তু যথেন্দ্রাণ্যা তথাসুরূপয়াঽসৌ ॥৬২
কাশীশ্বরো নীলকণ্ঠো দম্পতীযুগলন্তদা। নানারত্নোপহারেণ প্রেষয়ামাস গৌড়কে ॥৬৩

অনুষ্ঠান করিলেন। সেই পবিত্রপ্রকৃতি প্রণয়িনীর সহিত শ্যামলরাজ পরম সুখে নিজ রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুস্যুত শাসনগুণে রাজ্যের অধিবাসী সমস্ত প্রজা সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।'

২। ঈশ্বর-কৃত "বৈদিক কুল-পঞ্জী"তে লিখিত আছে,—

'মহারাজ পরম ধর্ম্মজ্ঞ ত্রিবিক্রম কাশীপুরী সমীপে বাস করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নিকট দিয়া প্রসন্নসলিলা স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদী গঙ্গা-সলিলসংসর্গে পবিত্র হইয়া সাধুজনগণের উদ্ধারের উপায় হইয়াছিল। মহীপাল ত্রিবিক্রম সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেননামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি বিজয়সেনই সেই পুরে রাজা হন। বিজয়সেনের পত্নীর নাম ছিল বিলোলা। বিলোলা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভাশালিনী ছিলেন। এই বিলোলার গর্ভে রাজা বিজয়সেন দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক জনের নাম মল্লবর্ম্মা এবং অপর জনের নাম শ্যামলবর্ম্মা। মল্লবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা ইহাঁরা উভয়েই রাজ্যরক্ষায় দক্ষ। মল্লবর্ম্মা পৈতৃক রাজ্যে থাকিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। শ্যামলবর্ম্মা গৌড়দেশবাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন। এইস্থানে আসিয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় প্রধান শত্রুকে জয় করিয়া অতি ধর্ম্মজ্ঞ শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন।

প্রদক্ষিণা সমেতস্য শ্যামলো নৃপতিস্তদা। গত্বা স্বদেশং বিধিনা পৌরমঙ্গলমাপ্তবান্ ॥৬৪
তয়া স নিবসন্ ভূপঃ পত্ন্যা পূতস্বভাবয়া। পালয়ন্ সকলান্ লোকান্ ধর্ম্মব্রতপরায়ণঃ ॥"৬৫।
(রামদেব-বিদ্যাভূষণকৃত বৈদিককুলমঞ্জরী)

২। "ত্রিবিক্রমমহারাজস্যেনবংশসমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুরসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গাসলিলৈঃ পূতা সজ্জোকজনতারিণী॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকং॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পূর্য্যাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ॥
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি পুত্রৌ দ্বৌ মল্লশ্যামলবর্ম্মকৌ।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষকরাবুভৌ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসিনঃ।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো রাজা শ্যামলবর্ম্মকঃ॥

'রুদ্রতুল্য বলশালী যে মহীপতি নিজ ভুজবলে সমুদয় শত্রুপক্ষীয় রাজাদিগকে জয় করিয়া শ্রীমদ্বিক্রমপুর নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই ক্ষৌণীরূপ সরোবরের পঙ্কজ স্বরূপ ভূপালেন্দ্র-কুলোৎপন্ন মহারাজ বঙ্গের শিরোমণিরূপে বিরাজিত থাকিয়া ক্ষিতিতলে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বিস্তার করেন। রঘুর ন্যায় বিক্রমশালী রাজা শ্যামলবর্ম্মা সংগ্রামস্থলে সর্ব্বদা অতিদ্রুত নারাচ নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। তাঁহার তুল্য ধনুর্দ্ধারী বীরপুরুষ ভূতলে আর কেহই ছিল না। শত্রুপক্ষীয় অদ্ধধারী যোদ্ধারা সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিত। যেন ভূতলে যুদ্ধবিগ্রহ তখন নিবৃত্ত হইয়াছিল। তিনি দানে কর্ণ, প্রতাপে অগ্নি, বীরত্বে রাম, ঐশ্বর্য্যে কুবের, এবং ধর্ম্মে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় ছিলেন। সেই অতিনম্রস্বভাব ক্ষিতিপতির নির্ম্মল গঙ্গাবারিরাশি-সদৃশ শঙ্খ, ইন্দু ও কুন্দ তুল্য কীর্ত্তিরাশি যে জগতে অদ্বিতীয় হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব।

'কিন্তু এই সময় কনৌজের রাজা নীলকণ্ঠ নিজকন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া তাহার বিবাহের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। রাজা শ্যামলবর্ম্মার কুলশীলাভিজ্ঞ কনৌজবাসী ঘটকগণ তৎকন্যা সুদক্ষিণাকে শ্যামলবর্ম্মার করে সম্প্রদান করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। রাজা নীলকণ্ঠ ঘটকগণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা শ্যামলবর্ম্মার নিকট এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। দূত চন্দ্রবংশ-সম্ভূত সমস্ত রাজন্যকুলরূপ কুমুদগণের প্রমোদকর রাজা নীলকণ্ঠের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া রাজা শ্যামলবর্ম্মাকে তৎকন্যা সুদক্ষিণার পাণিগ্রহণার্থ তদীয় নিমন্ত্রণ নিবেদন করিল এবং রাজকন্যা যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণশালিনী ও রূপে, গুণে, লাবণ্যে ও যৌবনে অদ্বিতীয়া, দূত ইহাও তাঁহার নিকট কহিল। রাজা শ্যামলবর্ম্মাও কয়েক জন কুলশীলাভিজ্ঞ ঘটক কনৌজে পাঠাইয়া দিয়া সকল সংবাদ জানিলেন এবং অবশেষে এই বিবাহে সম্মত হইলেন। অনন্তর পরিণয়কাল আগতপ্রায় হইলে তিনি বাহন ভূষণ লোকজন পরিচ্ছদাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিবাহার্থ কনৌজে যাত্রা করিলেন।

> জিত্বা সর্ব্বমহীপতিং ভুজবলৈঃ শক্রাগ্রতুল্যো বলী শ্রীমদ্বিক্রমপুরনামনগরে রাজ্যত্বমাশিশ্রিতঃ।
> ভূপালেন্দ্রকুলাবতারকলিতঃ ক্ষৌণীসরঃপঙ্কজঃ সোঽয়ং বঙ্গশিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে ম্যালেন্দুকীর্ত্তিঃপরঃ॥
> নৈবং তস্য সমোঽভবৎ ক্ষিতিতলে ধন্বী পরঃ কেবলং সংগ্রামে রঘুবিক্রমস্য চ সদা নারাচবিক্ষেপতঃ।
> অগ্রে যস্য পরাঙ্মুখীকৃতমতিঃ শস্ত্রী রিপুঃ প্রাঞ্জলিঃ শ্রীবল্লাদিবকাতরো ভুবি তদা যুদ্ধং নিবৃত্তং পুনঃ॥
> দানৈঃ কর্ণসমঃ প্রতাপদহনঃ শূরেষু রামোপমঃ ঐশ্বর্য্যেষু ধনাধিপো মৃদুতরো ধর্ম্মেষু ধর্ম্মোপমঃ।
> কিং ব্রূমো জগতীতলে ক্ষিতিভুজস্তস্যৈব কীর্ত্তিং পরাং গঙ্গানির্ম্মলবারিপূরসদৃশীং শঙ্খেন্দুকুন্দোপমাং॥

কিন্তু তদানীং তৎকুলশীলবিদো নিজদেশনিবাসিনো নিজতনুজাসম্প্রদানোৎসুকমনসঃ শ্রীমন্নীলকণ্ঠমহারাজস্য সুদক্ষিণা নাম কন্যা বয়োধিকবিকল্পীচিত্তমাসীৎ। অস্মৈ চাস্য কুলবিবর্দ্ধনোৎসুকঃ প্রসূতিমনা নিজকনৌজদেশনিবাসি-কন্যাপনয়নকুতূহলী পরমাপ্তামাত্যজনপ্রেরণমিতঃ কৃতবানসৌ প্রেরকঃ। ততোঽতীর্য্য জলধিসূতসন্তানপ্রসূতমতিশয়রাজন্যকুলকুমুদপ্রমোদকারণং মহারাজো নাম্না নীলকণ্ঠো নিমন্ত্রিতঃ সম্প্রতি সুদক্ষিণাকন্যাবরণায়। কন্যা চেদৃশী তপ্তকাঞ্চনতিকেশপ্রতিলাবণ্যাং। রূপযৌবনসিদ্ধ্যী সুশ্রীর শনৈঃ। অনন্তরং নিমন্ত্রিতো রাজা বিচার্য্য তৎপ্রস্তাবং তন্মূলাং প্রধানকল্পীকারেণ পুরস্কৃতা নিয়মিতপুরিণয়দিবসেঽসৌ পুনঃ অতিরাম

'মেঘমালার ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গশ্রেণী, পবনতুল্য বেগশালী উত্তম উত্তম অশ্ব ও অসংখ্য সৈন্যদল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজা শ্যামলবর্ম্মা এই সকলে পরিবৃত হইয়া যেন সমস্ত ভূভাগকে অম্বরতল এবং অম্বরতলকে ভূতলোপম করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সরস্বতী নদীর তীরস্থিত কনৌজীয় ব্রহ্মশাসন উত্তীর্ণ হইয়া সসৈন্যে শ্যামল-বর্ম্মা পুরপ্রবেশ করিলেন। এই স্থানে আসিয়া বিবাহের পূর্ব্ব-দিবস তিনি কমনীয়কান্তি আত্মার অধিবাস-ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক বিবাহবেশে সজ্জিত হইয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

'বিবাহকালে রাজকন্যা সুদক্ষিণা শঙ্করকে শঙ্করী, নারায়ণকে লক্ষ্মী কিংবা দেবরাজকে শচীর ন্যায় শ্যামলবর্ম্মাকে বরণ করিলেন। বিলোল দীপকলিকার সমাকুল সুন্দর শোভার ন্যায় দিব্যাঙ্গনাগণের নয়নপঙ্কজের দৃষ্টিপাত নিপতিত হইল; বিবাহে যৌতুক স্বরূপ বহুতর ধনরত্ন প্রদত্ত হইল। সকলেরই চিত্তে মহান্ পরিতোষভাব উদিত হইল। দিব্য স্ত্রীগণ চারুতর চামরহস্তে বীজন করিতে লাগিল। অনেক সুন্দরী রমণীগণ একত্র হইল। স্থানে স্থানে নানাবিধ মাঙ্গলিক গীত বাদ্য আরম্ভ হইল। সকলেরই চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই বিবাহের সুখময় দিনের সহিত কেহ কেহ বৈকুণ্ঠ-সুখের তুলনা করিতে লাগিল।

'রাজা নীলকণ্ঠ নিজ কন্যা সুদক্ষিণাকে স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দক্ষিণার সহিত রাজা শ্যামলবর্ম্মাকে সমর্পণ করিলেন। এই বিবাহে কনৌজরাজ জামাতাকে গো, বৎস, অশ্ব, দাস, দাসী প্রভৃতি বহুতর যৌতুক দান করেন। এই যৌতুকদানের সহিত তিনি একজন বেদবাদী ব্রাহ্মণ-পুরোহিত জামাতার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ব্রাহ্মণের নাম শ্রীযশোধর।

তৎকুলশীলবিদস্তৎসম্বাদসন্দেশনিবেদিতস্য বচনমাকলয্যাসৌ শ্যামলবর্ম্মরাজঃ কৃতসংপ্রতিসেনাকলকলপরিবৃতঃ পরিণয়নহেতুনা গন্তুমুপচক্রমে॥

উচ্চৈরুচ্চৈঃ করিবরগণৈর্বারিবাহপ্রবাহৈরশ্বৈরুচ্চৈঃ পবনসদৃশৈরাবৃতঃ শ্যামলোঽসৌ।
আকাশঞ্চ ক্ষিতিতলমতুল্যাসিতং ব্যোমতুল্যাং কৃত্বা সৈন্যৈঃ সকলক্ষিতিপতিঃসত্যমেবং জগাম॥
সরস্বতীনদীতীরে কনৌজব্রহ্মশাসনং। সমুত্তীর্য্য সসৈন্যোঽসৌ প্রাবর্ত্ত প্রবিশং পুরং॥
অধিবাস্য দিনে পূর্ব্বে চাত্মানং কামরূপিণম্। বিবাহবেশসম্পন্নো রজনীমত্যবাহয়ৎ॥
শঙ্করং শঙ্করীং কিংবা লক্ষ্মীনারায়ণং প্রতি। দেবরাজং শচীং কিংবা যত্রে চিত্তেন দক্ষিণা॥
দিব্যাঙ্গনানয়নপঙ্কজদৃষ্টিপাতং ব্যালোলদীপকলিকাকুলচারুশোভং।
চিত্তৈকতোষপরিপূর্ণমিতুর * * * * *॥
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরচনং দিব্যাঙ্গনাসঙ্কুলং নানামঙ্গলগীতবাদ্যচপলং চিত্তৈকতোষাকরং।
বৈকুণ্ঠস্য সুখেন তুল্যমভবৎ সত্যং সদা তদ্দিনং বাচ্যং কেন জনেন বাক্যবচনৈঃ সৌখ্যং বিবাহোত্সবং॥
নীলকণ্ঠো মহারাজস্তস্মৈ কন্যাং সুদক্ষিণাং। দদৌ দক্ষিণয়া সার্দ্ধং হেমালঙ্কারভূষিতাং॥
গোবৎসতুরঙ্গৈঃ সার্দ্ধং যৌতুকেন নিয়োজিতাং। দাসীদাসসমৈর্যুক্তাং কন্যাং দত্ত্বা যশস্করঃ॥
দদৌ পুরোহিতং তস্মৈ ব্রাহ্মণং বেদবাদিনং। নাম্না যশোধরাখ্যং বৈ তেজসা সূর্য্যসন্নিভং॥

'যশোধর প্রত্যহ অগ্নিতে হোম ও পিতৃগণের তর্পণ করিতেন। তিনি ব্রহ্মকুলোৎপন্ন হইয়া চতুর্ব্বেদের পারদর্শী ও বক্তা ছিলেন। তাঁহার কনৌজে বাস ছিল। তিনি শুনক-গোত্রে উৎপন্ন, কলির পাপনাশে সমর্থ, আচার দ্বারা পূত, বেদে অভিজ্ঞ ও তেজে প্রজ্বলিত অনল-তুল্য ছিলেন।

'রাজা শ্যামলবর্ম্মা শ্বশুরের নিকট হইতে মনোমত বেদজ্ঞ পুরোহিত এবং যৌতুকাদি-সহ সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিবাহান্তে এখন তিনি একটী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলেন এবং ভূপালগণের প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া শত্রুগণের হৃদয় কম্পিত করিতে করিতে প্রৌঢ়ের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক সস্ত্রীক নিজ পুরে আগমন করিলেন।'

৩। রামভদ্র রচিত "পাশ্চাত্য বৈদিক কুলদীপিকায়" লিখিত আছে—

'প্রজাগণের বহু পুণ্যফলে গৌড়দেশে শ্যামলবর্ম্মনামক এক সর্ব্বগুণাশ্রয় ধর্ম্মকর্ম্মরত রাজা ছিলেন। ইনি ক্ষত্রিয়রাজকুলের অবতংসরূপে বিরাজিত থাকিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাবে শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। ইঁহার পুণ্যমিশ্র শৌর্য্যবলে তখন সমস্ত নরপালই পদানত হইয়াছিল। প্রজাগণ ইঁহা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা ধর্ম্মানুসারে প্রতি-পালিত হইয়া কখনও রাজপীড়া অনুভব করে নাই।

'রাজা শ্যামলবর্ম্মা সর্ব্বদা প্রভূত দান করিয়া দীনগণের দৈন্য অপনয়ন করিতেন এবং কুকর্ম্ম-নিরত ব্যক্তিবর্গকে সম্যক্ শাস্তি প্রদান করিতেন। তিনি এইরূপে অগণিত পুণ্যফলে অশেষ ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়া সমস্ত সামন্ত-রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানরূপে বিরাজমান ছিলেন। অকল্য, শৌর্য্য, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য, জনানুরাগ, সরলতা ও কার্য্যদক্ষতা এই কয়টী তাঁহার নৈসর্গিক গুণ ছিল।

যশোধরোঽসৌ হুতবহ্নিবক্ত্রো নিত্যং পিতৃংস্তর্পয়তীহ যত্নাৎ বেদৈশ্চতুর্ভিঃ পরিপূর্ণমূর্ত্তির্বাগ্মী পুনর্ব্রহ্মকুলাবতারঃ।
যশোধরস্ত শুনকস্য সম্ভবঃ কনৌজবাসী কলিপাপনাশকঃ আচারপূতঃ খলু বেদবিৎ স্বয়ং স্বতেজসা প্রজ্বলিতানলপ্রস্তঃ॥

পুরোহিতং প্রাপ্য মনোগতং যতঃ স কৌতুকী চেতসি বেদবাদিনং।
যথাভবেত্তেন চ যৌতুকেন সুস্ত্রীযুতং শ্যামলবর্ম্মভূপতিঃ॥
কৃত্বা পাণিগ্রহণমধুনা প্রাপ্য বেদজ্ঞবিপ্রং ভূপালানাং প্রণতিবচনৈর্বর্দ্ধিতঃ কম্পিতারিঃ।
তৎস্বচ্ছো বিসর্জ্জিতমনা প্রৌঢ়বৎ শ্যামলোঽসৌ সস্ত্রী ভূত্বা খলু নিজপুরীমাজগাম প্রযত্নাৎ॥"

(ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলপঞ্জী)

৩। "গৌড়ে পুণ্যৈর্জনানাং সকলগুণধরো বর্ম্মবংশাবতংসো
রাজাভূদ্ধর্ম্মনিষ্ঠো রিপুবলদহনঃ পুণ্যবান্ শ্যামলাখ্যঃ।
যৎশৌর্য্যৈঃ পুণ্যমিশ্রৈরবনিপসকলে নম্রভূতে তদানীং
ধর্ম্মেণাপাল্যমানোঽস্মভূত ন মনুজঃ সর্ব্বদা রাজপীড়াম্॥
সদা স দানৈঃ শময়ন্ দ্বীনানাং সম্যক্ কুকর্ম্মাণমপি প্রশাসৎ॥
উৎপাদয়ন্ ধর্ম্মগণাপুণ্যৌ রেমোত্তমঃ শ্যামলরাজসিংহঃ॥

তিনি কাশীরাজকন্যা সুশীলার পাণিগ্রহণ করেন। রাজকন্যা সুশীলা সমুদয় সদ্‌গুণ ও সর্ব্বসৌন্দর্য্যে বিভূষিতা ছিলেন। নরপতি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মহিষীর সহিত লক্ষ্মীর সহ বিষ্ণুর ন্যায় বিহার করিতেন এবং সেই প্রফুল্লবদনা মহিষীও দেবেন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় সেই পতিদেব নরেন্দ্র সহ শোভা পাইতেন।

৪। "পাশ্চাত্য-বৈদিক কুলপঞ্জিকার" লিখিত আছে,—

'গৌড়দেশে শ্যামল নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ ছিলেন। সেই মহীপাল বহু প্রচণ্ড নৃপতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি শূরবংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতি প্রভাবশালী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া ৯৯৪ শকাব্দে শুভ তিথিতে রাজা হইয়াছিলেন। কাশীরাজ গজ, অশ্ব, রথ, রত্নাদি ও বিষয় বৈভবাদি পুরস্কারসহ নিজ ভদ্রা নাম্নী কন্যা তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।'

৫। মহাদেবশাণ্ডিল্যাধৃত সামন্তচূড়ামণির শ্যামলচরিতে লিখিত আছে;—

'ক্ষিতিতলে মহেন্দ্রসদৃশ প্রতাপশালী শ্যামলবর্ম্মা নামে এক গৌড়েশ্বর ছিলেন। কাশীশ্বর জয়চন্দ্র হৃষ্টান্তঃকরণে সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ রাজরাজকে নানাবিধ যৌতুকসহ শ্রীনামধেয়া, রূপেও শ্রীসদৃশা সুশীলা কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ধর্ম্মতৎপর রাজা শ্যামলবর্ম্মা সুশীলার পাণিগ্রহণান্তে কাশীশ্বরের মতানুসারে অমাত্যবর্গ ও স্ত্রীসহ নিজ রাজ্যাভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন।'

অকম্পাশৌর্য্যমৌদার্য্যং মাধুর্য্যাণ্যনুরাগিতা। আসন্ সারল্যনৈপুণ্যে তস্য নৈসর্গিকা গুণাঃ ॥
উপযেমে স কন্যাং বৈ কাশীরাজস্য সুব্রতাম্। নাম্না সুশীলাং চার্ব্বঙ্গীং সুশীলাং শ্যামলো নৃপঃ ॥
তয়া স নৃপশার্দ্দূলো রেজে বিষ্ণুরিব শ্রিয়া। সা শচীব মহেন্দ্রেণ তেন রেজে শুচিস্মিতা ॥"

(রামভদ্রকৃত বৈদিককুলদীপিকা)

৪। "আসীদ্‌গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ। প্রচণ্ডার্ণেবভূপালৈরর্চ্চিতঃ স মহীপতিঃ ॥১২
বেদ-গ্রহ-গ্রহমিতে স বভূব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরান্বয়াত্বিজয়াত্ বিজিতাত্মরাজ্ঞা শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ ॥১৩
তস্মৈ দদৌ সুতাং ভদ্রাং কাশীরাজো মহাবলঃ। গজাশ্বরথরত্নাদ্যৈর্গ্রাম্যৈরপি পুরস্কৃতঃ" ॥১৪

(পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকা)

৫। "ক্ষিতৌ মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রতাপো গৌড়েশ্বরঃ শ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞঃ।
তস্মৈ নৃপেন্দ্রায় নৃপোত্তমায় কাশীশ্বরঃ শ্রীজয়চন্দ্রসংজ্ঞঃ ॥১
শ্রীনামধেয়াং শ্রিয়মেব কেবলাং দদৌ বিবাহেন সুতাং সুশীলাম্।
রত্নাদিরম্যাভরণৈর্বিভূষিতাং হৃষ্টেন নানাবিধকৌতুকঞ্চ ॥২
ততঃ সুশীলাং প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞীং নিবেদ্য রাষ্ট্রাভিমুখং প্রতস্থে।
অমাত্যবর্গৈঃ সহ ধর্ম্মতৎপরঃ জায়াং প্রিয়াং শ্যামলবর্ম্মভূমিপঃ ॥"৩ (মহাদেবশাণ্ডিল্যধৃত শ্যামলচরিত)

৬। সামন্তসারের বৈদিক-কুলার্ণবে লিখিত আছে,—

'গঙ্গার পূর্ব্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণ সমুদ্রের উত্তরে এবং বারেন্দ্রের দক্ষিণে স্বধর্ম্মশীল শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্যশাসন করিতেন।'

উদ্ধৃত বৈদিক-কুলগ্রন্থসমূহে রাজা শ্যামলবর্ম্মার যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আড়ম্বর ও অত্যুক্তিপূর্ণ। বিভিন্ন গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইলেও তন্মধ্য হইতেও ঐতিহাসিক কথার আভাস পাওয়া যায়। আমরা জানিতে পারি যে, শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম বিজয়সেন, পিতামহের নাম ত্রিবিক্রম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মল্লবর্ম্মা; শ্যামলবর্ম্মা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন নাই। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া নিজ ভুজবলে বিক্রমপুর অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপন ও ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্যশাসন করিতেন। কিন্তু সেই সেনবংশীয় অধীশ্বরের নাম পাশ্চাত্য-কুলগ্রন্থে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। এদিকে শ্যামলবর্ম্মা কোন কুলগ্রন্থে 'শূরান্বয়', আবার কোন কোন কুলগ্রন্থে 'সেনান্বয়' বলিয়াই বর্ণিত। ইহাতেও যেন মনে হয়, হয় তিনি "শূরবংশীয়", নয় তিনি "সেনবংশীয়" ছিলেন। বহু কুলগ্রন্থেই তাঁহার পিতার নাম বিজয়সেন দৃষ্ট হয়, এরূপস্থলে পিতৃ-উপাধি-দৃষ্টে শ্যামলবর্ম্মাকে 'সেনবংশীয়' বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক সর্ব্বপ্রাচীন "বৈদিক-কুলপঞ্জী" মধ্যে তিনি সেনবংশীয় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। গৌড়ের সেনবংশ-কাহিনীতে একজন মাত্র বিজয়সেনের নাম পাই, তিনি স্বনামধন্য মহারাজ বল্লালসেনের পিতা। পাশ্চাত্য-কুলগ্রন্থমতে বিজয়ের পিতা ত্রিবিক্রম, কিন্তু বিজয়ের শিলালিপি ও বল্লাল-রচিত "দান সাগরে" তাঁহার পিতার নাম হেমন্তসেন লিখিত আছে। এরূপ পিতৃনামের পার্থক্য হইবার কারণ কি? রাণাঘাটের রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ৺সাতকড়ি ঘটকের সংগৃহীত প্রাচীন কুলগ্রন্থে প্রত্যেক সেনরাজের আবার দুই একটী নামান্তরের প্রমাণ পাই,—যেমন হেমন্তসেনের নামান্তর শ্রীধর, বিজয়সেনের নামান্তর ধীমান্ অথবা ধীসেন ইত্যাদি।* এরূপস্থলে হেমন্ত-

৬। "গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগঞ্চ মেঘনানদ্যাশ্চ পশ্চিমং।
উত্তরাম্বরণাকেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণং॥
করদং রাজ্যমাসাদ্য শ্যামলাখ্যোঽপ্যশাসয়ৎ।
সেনবংশীয়ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্মভাক্॥" (সামন্তসারের বৈদিককুলার্ণব)

* "সংহাররিপুর্যঃ বংশঃ ততঃ সোঽপি দিবং গতঃ॥
তস্মিন্নরাজকে রাজ্যে হেমন্তঃ সেনসন্ততিঃ।
বিধৃত্য গৌড়রাজশ্রী নাম্না স শ্রীধরোঽভবৎ॥
শ্রীধরোঽপালয়ৎ অব্দং চতুস্ত্রিংশং সমা ক্ষমা।
ত্রিপিষ্টপং গতঃ পশ্চাৎ শ্রীমান্ ধীমাংশ্চ তৎসুতঃ।

সেনের আর একটী নাম 'ত্রিবিক্রম' থাকা অসম্ভব নহে। শেষোক্ত কুলপঞ্জী মতে, আদি-শূরবংশীয় শেষ নৃপতি সবংশ ধ্বংস করিয়া স্বর্গগত হইলে, সেই সময়ে অরাজক রাজ্যগ্রহণ-পূর্ব্বক সেনবংশীয় হেমন্ত গৌড়াধিপ হইয়াছিলেন। এই হেমন্ত সম্ভবতঃ শূরবংশীয় রাজগণের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং তজ্জন্যই বোধ হয় কোন কোন কুলগ্রন্থে সেনরাজগণ শূররাজের দৌহিত্রবংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। হেমন্ত ওরফে ত্রিবিক্রম শূররাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়াই কোন কোন পাশ্চাত্য-কুলগ্রন্থকার তাঁহাকে ভ্রমক্রমে 'শূরবংশীয়' বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।

বৈদিক-কুলপঞ্জী হইতেও স্পষ্ট জানা গিয়াছে যে, শ্যামলবর্ম্মার পিতামহ ত্রিবিক্রম (হেমন্ত) স্বর্ণরেখা-নদীতীরে কাশীপুরীর নিকট রাজত্ব করিতেন। এই স্বর্ণরেখাই বঙ্গ ও উৎকলকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় সুবর্ণরেখার নিকট 'কাশীয়াড়ী' নামে এক অতি প্রাচীন স্থান রহিয়াছে, সেখানে বহু কীর্ত্তিমান্ ও সমৃদ্ধিশালী রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহা এইস্থানের দুর্গ ও বর্ত্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেই সহজে উপলব্ধি হয়।† এই কাশীয়াড়ীই সম্ভবতঃ কুলপঞ্জীবর্ণিত প্রাচীন কাশীপুরী। হেমন্ত-সেন শূরবংশের অধিকারভুক্ত দক্ষিণরাঢ় অধিকার করিলেও সম্ভবতঃ এই কাশীপুরী নামক স্থানেই রাজত্ব করিতেন। উত্তররাঢ় বা উত্তরবঙ্গে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। দানসাগর হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেনবংশীয়গণের মধ্যে বিজয়সেনই সর্ব্বপ্রথম বারেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।‡ কেবল বারেন্দ্র বলিয়া কেন, দেওপাড়ার বিজয়সেনের শিলালিপিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, তিনি মিথিলা, কামরূপ ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কোন কোন প্রাচীন আখ্যায়িকায় তিনি "চোড়গঙ্গের সখা" বলিয়াও পরিচিত। চোড়গঙ্গ কলিঙ্গের পরাক্রান্ত রাজা, ৯৯৯ শকে (১০৭৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বিজয়সেন যদি কলিঙ্গাধিপের বন্ধুই হইবেন, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক কলিঙ্গবিজয় কি সম্ভবপর? এরূপ স্থলে মনে হয় যে, চোড়গঙ্গের অভিষেক অথবা উৎকল-বিজয়ের পূর্ব্বে বিজয়সেন কলিঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই তাঁহার শিলাফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে।

বিয়া বীসেন সংজ্ঞোঽভবৌ বিজিতারাতিসংহতিঃ।
বিজয়ো নামকশ্চাসীৎ সর্ব্বভূমিভুজাং বরঃ॥
প্রাগ্ জয়াজ্জিতপুণ্যেন বিজয়ী বিজয়োঽভবৎ।
সোঽপি চত্বারিংশবর্ষং প্রকৃত্যা সুখমুত্তমং।
ব্রহ্মসূনোঃ প্রসাদেন প্রাপ্য নাকং সদাযযৌ॥
গতে শাকে পঞ্চাম্বুধিশকমিতে করণসূলে
প্রিয়া বল্লালনাম্না রজনি স্থিরাদ্ ব্রহ্মসূনুঃ।
ন বৈ বদাপমিত্রাবে সমাসাদ্য রাজ্যং॥" ইত্যাদি। (রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী)

† Antiquarian Interest in the Lower Provinces of Bengal, 1879, p. 8-9.

‡ "তস্মাদ্ বিজয়সেনো প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে।" (দানসাগর)

এরূপ স্থলে ৯৯৯ শকের পূর্ব্বে বিজয়সেনের অভ্যুদয় স্বীকার করিতে হয়। বৈদিককুলাচার্য্য মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে যে আদিশূরের দৌহিত্রবংশে ৯৫১ শকে (১০২৯ খৃষ্টাব্দে) বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।* বিজয়সেনের শিলা-লিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি নান্যদেবকে জয় করিয়াছিলেন। নান্যদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে মিথিলায় ও শেষভাগে নেপালে আধিপত্য বিস্তার করিয়া-ছিলেন। সুতরাং ঐ সময়ে বিজয়সেনেরও অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুলপঞ্জিকানুসারে রাজা শ্যামলবর্ম্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) সেনরাজের করদরূপে অভিষিক্ত হন। পূর্ববর্ণিত সাময়িক বিবরণ অনুসারে ঐ সময়েই বিজয়সেনের প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা যায়। এরূপ স্থলে সহজেই মনে হয়, রাজা বিজয়সেন সমস্ত গৌড়মণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে অভিষিক্ত হইবার কালে তাঁহার অন্যতম পুত্র শ্যামলবর্ম্মাও পিতার সামন্তরূপে বিক্রমপুরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গৌড়াধিপ সেন-রাজগণের অধীনে তাঁহাদের প্রিয় পুত্রগণ যে গৌড়ের অন্তর্গত গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, বিক্রম-পুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে সামন্তরূপে রাজত্ব করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।** এই সামন্ত পদই পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য-কুলগ্রন্থে 'করদ'রূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে।

গৌড়াধিপ বিজয়সেনের সহিত যে শ্যামলবর্ম্মার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহা মনে করিবার আরও যথেষ্ট কারণ আছে। গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, সেনরাজগণ সকলেই 'শঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন এবং এই উপাধিরও একটু বিশেষত্ব ছিল, যেমন মহারাজ বিজয়সেনের উপাধি "বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর", তৎপুত্র বল্লালসেনের উপাধি "নিঃশঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর",† তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের উপাধি "মদনশঙ্কর-গৌড়েশ্বর" এবং তৎপুত্র বিশ্বরূপসেনের উপাধি "বৃষভাঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর"।‡ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পাশ্চাত্য-বৈদিককুলপঞ্জিকায় শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের যে প্রতিলিপি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে পিতা বিজয়সেনের ন্যায় শ্যামল-

* "যতীজগত্রাজরাজীশবর্য্য ঐশ্বর্য্যশৌর্য্যার্জ্জববীর্য্যভাজী।
অপূর্ব্বভক্তির্ভবদেবদেবেষদে শশাঙ্কস্বরব্জ্ শাকে॥
জাতো বিজয়সেনো১ গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।
পুণ্যাত্মা দোষশূন্যো ধরণিপতিগণৈঃ পূজ্যমানঃ প্রধানঃ॥"
(মহাদেব শাণ্ডিল্যকৃত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব)

** Journal Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I. p. 31, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত বল্লালচরিত, শ্রীতারিণীচরণ ঠাকুর রচিত ভবানীপুরকাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† বল্লালসেন স্বরচিত দানসাগর মধ্যেও "নিঃশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধিতেই পরিচিত হইয়াছেন।

‡ Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. LXV, pt. I, p. 8.

(১) কোন হস্তলিপিতে "বল্লালসেন" পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রামাদিক।

স্বয়ংও "বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন *। বলিতে কি, বঙ্গের

* মূল তাম্রশাসন অনেক চেষ্টাতেও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কোটালীপাড়ার শুনকগোত্রের ঘরে এবং সামন্তসারের শৌনকগোত্রীয় বৈদিকগণের ঘরে যে তাম্রশাসন আছে (উভয় স্থানের বৈদিকগণের নিকট যাহা শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন বলিয়া এতদিন পরিচিত ছিল), এখন উভয় তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া জানিতে পারিয়াছি,—১ম খানি বিশ্বরূপসেনদেব-প্রদত্ত এবং ২য় খানি হরিবর্ম্মদেব-প্রদত্ত তাম্রশাসন। যাহা হউক, রাজা শ্যামলবর্ম্ম প্রদত্ত মূল তাম্রশাসন যে কোন পাশ্চাত্য-বৈদিকগৃহে রক্ষিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ঈশ্বররচিত বৈদিক-কুলপঞ্জীর দ্বিশতাধিক বর্ষ প্রাচীন তালপত্রের হস্তলিখিত পুথিতে গ্রন্থের প্রারম্ভাংশেই লিখিত আছে—

"বিচার্য্য তত্ত্বমূলানি চালোক্য তাম্রশাসনং। ক্রিয়তে কুলপঞ্জীয়মীশ্বরেণ চ ধীমতা॥"

দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত অপর বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অনুলিপি যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম,—এই উদ্ধৃত পাঠ ও সেনবংশীয় বিশ্বরূপের তাম্রশাসনের পাঠ উভয় মিলাইয়া দেখিলে সহজেই সকলে জানিতে পারিবেন যে, উভয়েই যেন এক ছাঁচে ঢালা।

"তত্র তাম্রশাসনং যথা—

'ইহ খলু বিক্রমপুরনিবাসি-কটকপতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যপেত-অশ্বপতিগজপতিনরপতি-রাজত্রয়াধিপতি বর্ম্মবংশকুলকমলপ্রকাশভাস্করসোম-বংশপ্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণগাঙ্গেয়শরণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্ম দেবপাদবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষ-রাজ-রাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্র-রাজামাত্যমহাধার্ম্মিকমহাসান্ধিবিগ্রহিক-পৌরপতিকদণ্ডনায়কবিষয়ি-প্রভৃতীনন্যাংশ্চ রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্রবরান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হং সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তু ভবতাং বঙ্গবিষয়পাঠে বিক্রমপুরভুক্ত্যন্তে পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে বাপুর পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া উত্তরে কুলকুণ্ঠী চতুঃসীমাবচ্ছিন্নপাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজলস্থলাসখিলনানাসাকল্যপুগ-গুবাক-নারিকেলাদি-নানাবিধফলা মহাভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্কক্ষিতিঃ যাবৎ স্বচ্ছন্দভোগেনোপভোক্তুং ঋগ্বেদীয়-ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্বলায়নশাখৈক-দেশাধ্যায়িনে শুনকগোত্রায়† শ্রীযশোধরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরিশকুনপ্রপাতিতবজ্রবিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। যদেতদ্ধি দেয়া ভূমিস্ত্রিংশোত্তরশতা তাদৃশহরণে নরকপতনভয়ং পালনীয়ম্বস্মদগৌরবাৎ। ধর্ম্মার্থসংশ্লিষ্টাঃ।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ॥
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্ত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ॥
ময়া দত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি হি পালনং। তস্য দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥
তস্য হেয়া ন কর্ত্তব্যা শ্রোত্রিয়াণাং কদাচন। যদীচ্ছসি মহারাজ শাশ্বতীং গতিমাত্মনঃ॥

ভূমিদানস্য তু ফলং বৈকুণ্ঠগতিরক্ষয়া।

---

† সামন্তসারের কুলগ্রন্থে "শৌনক" পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

সেনরাজগণ ভিন্ন ভারতের অপর কোন স্থানের কোন রাজার একরূপ "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি দৃষ্ট হয় না। এই উপাধিটী যেন সেনবংশেরই নিজস্ব রাজোপাধি। এই বিশেষ উপাধি বিজয়সেনের ন্যায় শ্যামলবর্ম্মাও গ্রহণ করায় ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রায় সকল কুল-গ্রন্থেই শ্যামলবর্ম্মা বিজয়সেনের পুত্র বলিয়া পরিচিত থাকায় এবং ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা উভয়ে এক সময়ের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, শ্যামলবর্ম্মাকেও সেনবংশীয় এক-জন সামন্ত-নৃপতি স্বীকার করিতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। তবে শ্যামলবর্ম্মা পূর্ব্ব-পুরুষগণের 'সেন' উপাধি গ্রহণ না করিয়া 'বর্ম্মা' উপাধি গ্রহণ করিলেন কেন? ইহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে, এই সেনরাজবংশীয়ের এক শাখা সুদূর হিমালয়-প্রদেশে সুখেত ও মণ্ডী নামক রাজ্যে গিয়া রাজত্ব করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যিনি সিংহা-সনে অভিষিক্ত হন, তিনি 'সেন' উপাধি ধারণ করিতে বাধ্য। কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি ও অপর অনুজবর্গ সচরাচর 'সিংহ' অথবা 'বর্ম্মা' উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন কারণেই রাজা শ্যামল হয় ত 'সেন' উপাধি গ্রহণ না করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক 'বর্ম্মা' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন *।

শ্যামলবর্ম্মা কনোজ বা কাশীপতি নীলকণ্ঠের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই নীলকণ্ঠ কনোজপতি হরিহরের পুত্র বলিয়া কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ শ্যামলবর্ম্মার ন্যায় তাঁহার শ্বশুর নীলকণ্ঠও একজন সামন্ত-নৃপতি ছিলেন, প্রাচীন তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে নীলকণ্ঠের কোন পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাঁহার পিতা হরিহররাজ বা হরিরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। সীয়ডোণি হইতে আবিষ্কৃত সুবৃহৎ শিলাফলক-পাঠে জানা যায় যে, হরিরাজ ১০২৫ সংবতের (৯৬৮ খৃষ্টাব্দের) কএকবর্ষ পরে মহোদয়ের (কান্যকুব্জের) অন্তর্গত সীয়ডোণীর অধিপতি হইয়াছিলেন। শিলাফলকে তিনি ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক-রূপেই পরিকীর্ত্তিত। †

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্বা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ। ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে পচেৎ ॥
হাটকক্ষিতিগৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং। ভূমিদানস্য তু ফলং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ অশ্বমেধশতৈরপি। গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি ॥"

(পাশ্চাত্য বৈদিককুলপঞ্জিকাধৃত তাম্রশাসন)

* এদিকে আবার বিশ্বরূপ-সেনের পর হইতে সেনবংশীয় আর কোন বঙ্গাধিপকে সেন উপাধিতে ভূষিত হইতে দেখা যায় না। বল্লালসেনের প্রপৌত্র দনৌজামাধব ও তাঁহার বংশধরগণ পূর্ব্বতন 'সেনদেব' অথবা 'বর্ম্মদেব' উপাধির পরি-বর্ত্তে কেবলমাত্র 'দেব' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। (J. A. S. B., Vol. LXV, pt. I. p. 31-33).

[রাজন্যকাণ্ডে সেনবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

† Epigraphia Indica, Vol, I. p. 172, 178-179.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০০০✽০০০—

(বঙ্গে পাশ্চাত্য বৈদিকাগমন)

পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে সকল কুলগ্রন্থ একমত নহে। ভিন্ন ভিন্ন কুল-গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা যথাক্রমে উদ্ধৃত হইল :—

১। পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে—

'শ্যামলবর্ম্মের রাজপ্রাসাদে একদিন হঠাৎ একটী শকুনি আসিয়া পড়ে। সেইজন্য তাঁহার রাজ্য মধ্যে নানাবিধ উপদ্রবের সূচনা হয়। গৌড়াধিপ এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হইয়া সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করেন। এখানে আসিয়া শ্বশুর কাশীপতির নিকট সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলে, তিনি তাহার শান্তির জন্য কোন বেদবিদ্ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার পরামর্শ দেন।

'শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে রাজা শ্যামলবর্ম্মা যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু সিদ্ধবাক্ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কৈ? সেই অনলদগ্ধিবৎ প্রতীয়মান শান্ত দান্ত অথচ বিনয়বিনম্র জ্ঞানগৌরবান্বিত গুরু গম্ভীরাকৃতি ব্রাহ্মণ তখন এ বঙ্গভূমে নাই; তাই রাজা শ্বশুরের নিকট গিয়া ব্রাহ্মণ চাহিয়াছিলেন। শ্বশুর কর্ণাবতীবাসী উক্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহীধরসুত শুনক যশোধর মিশ্র দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বলিলেন। শ্যামলবর্ম্মা শীঘ্রই কর্ণাবতী গিয়া যশোধর মিশ্রের নিকট এই যজ্ঞ সম্পাদনের প্রস্তাব করেন। যশোধর প্রথমে ইহাতে

১। "প্রাসাদে শ্যামলস্যাস্য পপাত শকুনির্যদা। তদারাজ্যাভবদ্রাজ্যে বিঘ্নস্তস্য মহীপতেঃ। ১৫
তেন স ব্যাকুলো রাজা কাশীরাজসমীপতঃ। আচচক্ষে সপত্নীকো নিজমঙ্গলহেতুকং। ১৬
কাশীরাজোঽথ ধর্ম্মাত্মা সদা সত্যপরায়ণঃ। শান্তয়ে শ্যামলং বাক্যং কথয়ামাস বিস্তরাৎ। ১৭
ব্রাহ্মণেনাপ্রমত্তেন বেদপারঙ্গতেন বৈ। কার্য্যো যজ্ঞো যথাবত্তে তাত বিঘ্নোপশান্তয়ে। ১৮
ব্রাহ্মণা যে ময়া তাত পরিজ্ঞাতা হি সাম্প্রতম্। মহীধরসুতস্তেষু বরীয়ানিতি মে মতম্। ১৯
স চ কর্ণাবতীরম্যা নাম্নবেদবিদঃ সুতঃ। শান্তো দান্তঃ শুদ্ধমতির্জ্ঞানাধারো যশোধরঃ। ২০
এষ চেৎ তব ভূপাল কুর্য্যাৎ শান্তিং সমাহিতঃ। বিঘ্নো নিঃশেষতাং যায়াৎ ধ্বান্তঃ রবিকরৈর্যথা।২১
তদ্গত্বা ভজ হি মদ্বাক্যং শুনকং তং যশোধরম্। যথা চায়াতি সম্প্রীতঃ শুদ্ধঃ প্রশ্রয়পূর্ব্বকম্। ২২
ততঃ শ্যামলবর্ম্মা তু গত্বা কর্ণাবতীং সুধীঃ। ন কর্ত্তুং সম্মতং যজ্ঞে শশাক পৃথিবীপতিঃ। ২৩
কাশীরাজস্ততো গত্বা সংস্তুত্য চ যশোধরম্। চকার সম্মতং তস্মিন্ যজ্ঞে শ্যামলবর্ম্মণঃ। ২৪

অথ গোত্রেষ্টিযাগাপূর্ত্তাকৃত্যা সার্থক-গোত্র-প্রবর-শুনকাদয়ঃ ঋগ্বেদান্তর্গত-আশ্বলায়ন-শাখৈকদেশাধ্যায়ী শুনক-শৌনক-গৃৎসমদপ্রবরঃ প্রবরো বেদবিদাং যশোধরঃ শশধরস্বরবহ্নিশুক্লবিধুমানে শাকে বৈশাখমাসীয় শুক্লপক্ষ্যামাগমৎ গৌড়ে শ্যামলবর্ম্মরাজধানীম্।

শকুনিরাজিতৈঃ সাধ্যো যজ্ঞ ইত্যুপদেশতঃ। অন্যান্ বৈ চতুরো বিপ্রানানয়ৎ স চ ভূপতিঃ। ২৫
শাণ্ডিল্যো বেদগর্ভো বৈ গোবিন্দশ্চ বশিষ্ঠকঃ। ভরদ্বাজো মিত্রমিশ্রঃ সাবর্ণঃ পদ্মনাভকঃ। ২৬

সম্মত হয়েন নাই; অবশেষে কাশীপতির অনুরোধে অগত্যা তিনি এই কার্য্যসম্পাদনের ভারগ্রহণ করেন। তাঁহারই অভিপ্রায়ে সেই স্থান হইতে আরও চারিজন শাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। এই ব্রাহ্মণগণের মস্তকে উষ্ণীষ ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ ছিল। ইঁহারা অশ্বারোহণে থাকিয়া দূর্ব্বা তণ্ডুল দ্বারা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই শেষোক্ত ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের নাম—বেদগর্ভ, গোবিন্দ, জিতমিশ্র ও পদ্মনাভ। ইঁহারা যথাক্রমে শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণগোত্রীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

'এই সকল ব্রাহ্মণেরা ১০০১ শকের বৈশাখী দশমীর দিন গৌড়ের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া তাঁহারা গৌড়পতির সঙ্কল্পিত যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদিগের অলৌকিক ক্ষমতায় যজ্ঞান্তে রাজ্যের সমস্ত অশান্তি ঘুচিয়া গেল। রাজা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞের প্রধান ব্রতী যশোধর মিশ্রকে এই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ চতুর্দ্দশ খানি গ্রাম দান করেন। যশোধরের সহগামী অন্য চারি বিপ্রও রাজার নিকট যথাযোগ্য ধানমানাদি প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। রাজা শ্যামলবর্ম্মা ইঁহাদিগের দানপত্র একখানি তাম্রশাসনে লিখিয়া দিয়াছিলেন।'

৮। রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে,—

'এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। অনন্তর একদিন দিবাভাগে এক গৃধ্র আসিয়া শ্যামলরাজের সুধাধবলিত বিমল সৌধোপরি পতিত হইল। সেই অবধি তাঁহার সুখময় রাজ্যে নানাবিধ উৎপাত ঘটিতে লাগিল।

রাজা এই আকস্মিক অমঙ্গল দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি প্রধান প্রধান পণ্ডিত-

উষ্ণীষ-কোদণ্ড-শিলীমুখাদ্যৈঃ পাশ্চাত্যবেশৈর্হয়বাহনাস্তে।
শাখোপশাখাদি-সমগ্রবেদাঃ কণ্ঠেষু তেষাং পরিতঃ স্ফুরন্তি। ২৭
দূর্ব্বাতণ্ডুলমাদায় শুভাশীর্ব্বাদদায়কাঃ। প্রস্ফুরদ্বেদমন্ত্রাস্তে রাজসভা সমাযযুঃ। ২৮
আগতাংস্তান্ সমালোক্য রাজা সন্তোষপূর্ব্বকং অর্ঘ্যাদ্যৈস্তান্ সমভ্যর্চ্চ্য প্রণনামেদণ্ডবদ্ভুবি। ২৯
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং শাখোপশাখপারগং বব্রে যশোধরস্তত্র স রাজা যজ্ঞকর্ম্মণি। ৩০
শাণ্ডিল্যাদীন্ তথৈবান্যান্ বব্রে বিস্মিতমানসঃ। সদস্যাদিবিধৌ রাজা তদা তদ্‌যজ্ঞকর্ম্মণি। ৩১
যশোধরস্তু মন্ত্রেণ সমাহূতং শতক্রিণং। জুহাব খণ্ডশশ্ছিন্নং সংস্কৃতেঽগ্নৌ যথাবিধি। ৩২
তদেবাদ্ভুতকর্ম্মাণং দৃষ্ট্বা প্রীতো মহামতিঃ। রাজ্যমর্দ্ধঞ্চ রত্নানি দক্ষিণাবেন কল্পিতান্। ৩৩
দুক্তে প্রতিগ্রহে পাপং নাস্তীতি স দ্বিজাগ্রণীঃ প্রত্যগ্রহীৎ স শস্যানাং গ্রামাণাঞ্চ চতুর্দ্দশ। ৩৪
অন্যোভ্যশ্চ যথাযোগ্যং স্থানং ভোজ্যং চতুর্ব্বিধং দত্তবান্ শ্যামলস্তস্মিন্ লিখিত্বা তাম্রপাত্রকে।" ৩৫
(পাশ্চাত্য-বৈদিককুলপঞ্জিকা)

৮। "এবং গতো বহুভির্দিবসৈঃ কালস্তস্যৈব ভূপতেঃ কৃত্বা ধর্ম্মবিধিং শশ্বৎ সুখং ততো মহামতিঃ। ৬৬
শশিপ্রস্তে তস্য চ সৌধভাগে দিবৈব গৃধ্রো কিল সংপপাত।
ততস্তু বিঘ্না বহুশঃ সমাসন্ নৃপস্য রাজ্যে সুখিতে তদানীং। ৬৭
আহূয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠান্ পপ্রচ্ছ নৃপসত্তমঃ গৃহে গৃধ্রনিপাতেন অভবৎ কিং তৎ কারণম্। ৬৮

দিগকে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পণ্ডিতগণ! বলুন, গৃহে গৃধ্র পতিত হইলে কি হয়? রাজা শ্যামলবর্ম্মা পণ্ডিতগণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে, প্রশ্নের উত্তরে উহা অমঙ্গলের হেতু বলিয়াই জানিতে পারিলেন এবং অবিলম্বেই গৌড়বাসী ব্রাহ্মণদিগকে ঐ অমঙ্গল-ক্রিয়ার শান্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন গৌড়বাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই একবাক্যে রাজাকে কহিলেন,—'রাজন্! সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত এই কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা নিরগ্নিক হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং আমাদের দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না।'

'রাজা ব্রাহ্মণগণের কথায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। কেমন করিয়া কি উপায়ে এই উৎপাতের শান্তি হইবে, তখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে পত্নীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া শ্বশুরালয় কাশীধামে যাওয়াই স্থির করিলেন।

'অবিলম্বে পত্নীসহ রাজা শ্যামলবর্ম্মা কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চিন্তা অনেকটা হ্রাস হইল। তিনি শ্বশুর কাশীপতির নিকট সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। কাশীশ্বর সেই ভীষণ বৃত্তান্ত শুনিয়া কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়নগরে গমনার্থ অনুরোধ করিলেন। কাশীপতির অনুরোধে অতিতেজস্বী পাঁচজন পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ গৌড়ভূমে আগমন করিতে সম্মত হইলেন।

'গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্মা সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের দ্বারা যত্নসহকারে যজ্ঞবিধি সম্পাদন করিলেন। রাজা এই সকল ব্রাহ্মণদিগের অলৌকিক গুণরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন।

'অতঃপর নরপতি যশোধর ও বেদগর্ভকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পশু, ক্ষীর, আজ্য, পুরোডাস, ওষধি, সমিৎ, স্রুক্, স্রুব, উদূখল, মুষল, কুঠার, খনিত্র, যূপ, দারু, দর্ভ, চর্ম্ম, গ্রাব, পবিত্র

উৎপাতহেতুং শ্রুত্বা বৈ শকুনেঃ পতনস্থলা শান্ত্যর্থং কথয়ামাস ব্রাহ্মণান্ গৌড়বাসিনঃ। ৬৯
সাগ্নিকানামভাবেন দ্বিজানাং গৌড়মণ্ডলে। শান্তির্ন ভবিতা চেতি প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা। ৭০
ততস্তু নানাবিধবিঘ্নবিক্লিষ্টো নৃপঃ সমাকুলিতচিত্তবৃত্তিঃ
কিমত্র কর্ত্তব্যমিতি প্রচিন্তিতোঽস্বমন্ত্রিতস্তৎ সহ ধর্ম্মযোষিতা। ৭১
গৌড়েশ্বরঃ শ্বশুরস্য পুরীগুণানীং গন্তুং মনঃ কথমপি প্রচকার রাজা।
পত্ন্যা সহৈব গতবাংস্ততঃ পুরীস্থাং চিন্তাপি তেন সহ তত্র গতাভিবৃদ্ধা। ৭২
গত্বা তত্র তয়া সার্দ্ধং চিন্তাতৎপরমানসঃ কাশীশ্বরায় তদ্দর্শং জ্ঞাপয়ামাস ভূমিপঃ। ৭৩
শ্রুত্বা তদ্ভীষণং বৃত্তং রাজা শ্রেষ্ঠদ্বিজাংস্তদা সমানীয়াব্রবীৎ তং গৌড়াগমনহেতুকং। ৭৪
পঞ্চগোত্রাস্তদা পঞ্চ জ্বলদগ্নিসমা দ্বিজাঃ কথঞ্চিদ্রাজবচনাৎ মনোগন্তুং প্রচক্রিরে। ৭৫
গৌড়েশ্বরোঽপি তত্‌জায়া স্বদেশং গতবাংস্তদা অথ যজ্ঞবিধিশ্চেষ্টাং চকার বহুযত্নতঃ। ৭৬

অথ পঞ্চগোত্রোদ্ভবানাং পঞ্চজনানামশেষগুণবতামশেষগুণান্ প্রত্যক্ষেণ প্রত্যক্ষীকৃত্য সমস্তসুপ্রশস্ত-নক্ষত্রবিরত-শোভিতাম্বপতি-গজপতি-নরপতি-দ্বীপপতি রাজ-ত্রয়াধিপতি-বর্ম্ম বংশকুলসরোজপ্রকাশকমিহিরপরম ভট্টারক-গৌড়েশ্বরঃ শ্রীশ্যামল-বর্ম্ম সংজ্ঞকঃ পঞ্চগোত্রোদ্ভবান্ যশোধর-বেদগর্ভাদীন্ পঞ্চ জনান্ সমানৎ। অথ রাজা যশোধরং বেদগর্ভঞ্চ পুরস্কৃত্য পশুক্ষীরাজ্যপুরোডাসৌষধিপ্রভৃতিভিঃ সমিদ্ভিঃ স্রুক্

ও পাত্র ভাজনাদি দ্রব্যোপকরণ, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাদি এবং যশোধর বেদগর্ভ প্রভৃতি ঋত্বিক্ দ্বারা শকুনপতন জন্য যজ্ঞবিধি সম্পাদিত করিয়া যশোধর প্রভৃতিকে বিশেষরূপে সম্মানভাজন করিলেন। সেই অবধি যশোধর ও বেদগর্ভের বংশধরগণই মহাসম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত। অপর তিনজনও রাজসম্মানিত। এই পঞ্চগোত্রই কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ।'

৯। মহাদেব-শাণ্ডিল্যকৃত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে,—

'কিছুদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ রাজা একদিন দেখিলেন,—একটা গৃধ্র আসিয়া তাঁহার বাসভবনের উপর পতিত হইল। রাজা এই দুর্লক্ষণ দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি অবিলম্বে শান্তিকামনায় গৌড়বাসী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা একটী স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করাইলেন। কিন্তু সে শান্তিকার্য্যে কোন ফল হইল না। রাজ্য মধ্যে ঘোরতর উৎপাত দেখা দিল। এই ব্যাপারে রাজা আরও শঙ্কিত হইয়া একদিন নিজ পত্নীর নিকট সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। মহিষী কহিলেন,—আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি, এদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নাই। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত ইহার শান্তিবিধান করা অসম্ভব। সুতরাং আমার বিবেচনায় স্থানান্তর হইতে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ আনাইয়া শীঘ্রই ইহার শান্তি করা উচিত।

'রাজা রাণীর কথায় অশ্রদ্ধা করিলেন না। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। এইখানে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া শ্বশুর কাশীপতির সাহায্যে একজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া শ্যামলবর্ম্মা আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সাগ্নিক ব্রাহ্মণের নাম যশোধর মিশ্র। ইনি ঋগ্বেদাধ্যায়ী শৌনকগোত্রীয় কনৌজীয়

দ্রব্যোদূখল-মুষল-কুঠার-খনিত্র-যপনাজ্যদর্ভচর্ম্মগ্রাহপবিত্রপাত্রভাজনাদিভির্দ্রব্যোপকরণৈরুদ্গাতৃ-হোত্রধ্বর্য্যুব্রহ্মাদিভির্যশোধর-বেদগর্ভপ্রভৃতিভি ঋত্বিগ্‌ভিঃ শকুনপতিতপ্রণাতিতযজ্ঞবিধিং বিধায় যশোধরবেদগর্ভপ্রভৃতীনাং সম্মান-সংবর্দ্ধনং কারয়ামাস। ততঃ প্রভৃতি যশোধরবেদগর্ভজাতা মহাসম্মানপদনাপ্তাঃ। অপরে চ ত্রয়ঃ সম্মানপদনাপ্তাস্তে পঞ্চগোত্রসংজ্ঞকাঃ কুলীনত্বেন প্রসিদ্ধাঃ।" ৭৮ (বৈদিককুলমঞ্জরী)

৯। "ততঃ কদাচিন্নৃপসৌধভাগে, গৃধ্রপ্রপাতাদতিবিগ্নচিত্তঃ।
প্রকারয়ামাস বিধিপ্রকারৈঃ, শান্তিং স্ববিপ্রৈঃ কিল গৌড়সংস্থৈঃ॥ ১৮
তথৈবশান্ত্যা ন হি শান্তিরাসীৎ, উৎপন্নবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বৈষমাতঙ্কিতবান্ প্রিয়াং সোঽপ্যাসজ্যকষ্টং সকলং বভাষে॥১৯
সা প্রাহ পূর্ব্বং পিতৃতো ময়া শ্রুতো নিরগ্নিবিপ্রাঞ্চিত এষ দেশঃ।
এভির্ন বাশান্তিরভূৎ পুরা কৃতা ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিকমানয় ত্বং॥২০
প্রবায় রাজ্ঞী বিহিতং হিতং বচঃ, শাস্ত্রার্থমন্ত্রঃকরণপ্রবৃত্তিকঃ।
সারং পুরং শ্বশুরস্য মত্বা, ইয়ায় ভূপঃ প্রিয়য়া প্রিয়া তৎ॥২১
কিয়দ্দিনং তত্র বসন্ দ্বিজার্থী, পত্নীব্রতস্তত্রায়নচ্ছলেন।
পত্ন্যা চ কাশীশ্বরসন্নিধানে অযাচয়ৎ সাগ্নিকবিপ্রমেকং॥২২
কাশীশ্বরো বীক্ষ্য চ বৎসরান্তে, সুতাং স্বদেশে গমনাভিলাষাম্।
[illegible]

ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদ ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি বক্তা, ক্রিয়া-দক্ষ ও বিবিজ্ঞ। ইঁহার তিনটী পুত্রের নাম হরিশর্ম্মা, রুদ্রশর্ম্মা ও গৌরীশর্ম্মা। এই পুত্র-ত্রয়ও ইঁহার ন্যায় বিদ্যা-বিনয়াদিতে বিভূষিত। যশোধর ১০০১ শকের বৈশাখী শুক্লা দশমীর দিন রাজা শ্যামলবর্ম্মার সহিত কুন্তলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

'অতঃপর রাজ্যের শান্তিকামনায় তিনি শাকুন-সত্রের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে রাজ্যের সমস্ত অশান্তি ঘুচিয়া যায়। রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বহু দক্ষিণা দিয়াছিলেন।'

১০। উক্ত মহাদেবশাণ্ডিল্যধৃত সামন্তচূড়ামণি-রচিত শ্যামলচরিতে লিখিত আছে ;—

অতঃপর রাজা যশোধরকে স্ত্রী-পুত্রাদি সহ তথায় বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত এস্থানে বিবাহ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজা পুনরায় কহিলেন,—আমি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ-

আদেশয়ামাস সতামভিজ্ঞং, সুবিপ্রপুঞ্জাং প্রতিপাঠনীজম্।
বাগীশকল্পং বদতাং বরেণ্যং, অধীতবেদান্তযশেষকীর্ত্তিম্॥
মনোরপত্যং মন্ত্রজপ্রধানং শ্রীকৌশকীয়ং পরমং সুশান্তম্।
রত্নাদিদানৈঃ পরিতোষয়ন্তং, যশোধরং শৌনকগোত্রসম্ভবম্॥
বারাণসীপশ্চিমসন্নিধানে কর্ণাবতী নাম সমাজসংস্থম্।
ঋগ্বেদিনং সাঙ্গত্রিবেদবিদাং, অধীতনিঃশেষিতপাণিনীয়ম্॥
তত্তুল্যবিদ্যান্বিতয়া বিনীতা যশোধরস্যাস্য সুতা বভূবুঃ।
ভূপালতুল্যা হরিরুদ্রগৌরী-শর্ম্মাভিধেয়া সকুলপ্রদীপাঃ॥
শাকেন্দুশূন্যাখবিন্দৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্যসিতে দশম্যাম্।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ॥
আরাষ্ট্রমাসাদ্য শুভার্থী ভূপতিঃ সমং স্বপত্ন্যা স্বসুতৈরিহেন।
বিধাতুমিষ্টং যজনং যশোধরং সমাদিদেশাশু সমস্তভূষণম্॥
ততঃ সুযজ্ঞং ভবভীতিতারকং স কর্ম্মঠঃ কর্ম্ম চকার ধার্ম্মিকঃ।
যথোক্তকালেন সমর্থকার্য্যকৃৎ অনিষ্টনষ্টেন বিশিষ্টনিষ্ঠয়া।
আনীয় সৌধোপরিপূর্ব্বমানিতং যত্নেন গূঢ়ং প্রতিবিপ্রকেন তম্।
নিহত্য যজ্ঞায় নৃপাণ্ডজন্মাৎ ক্রিয়াসু পূর্ণার্দ্ধমজীবয়ৎ পুনঃ॥
অমুং সাক্ষাদিব তং প্রজাপতেরলৌকিকং কার্য্যমবেক্ষ্য সাত্ত্বিকম্।
সমস্তলোকাস্তমিতাস্তু সাত্ত্বিকাঃ সভাসুসভ্যা অতিকেতিরেঽদ্ভুতম্॥
ততং নৃনাথঃ পরিতুষ্য সাদরং সুভাবয়া সাধু সুধাভিধারয়া।
সুশান্তিসাক শাস্তসুশাস্তয়ে ক্ষিতিং দদৌ স তস্মৈ মহতীং সুদক্ষিণাম্॥"

(মহাদেব-শাণ্ডিল্যকৃত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব ২৪—৩৫)

১১। "ততঃ সমাদেশি নৃপেণ যত্নতঃ সপুত্রদারোহত্র চিরং বসেতি সঃ।
তমাহ বস্তং নচিরায় শক্যতে বিবাহকার্য্যায় বিদেহ সাগ্নিকান্॥৩৬

গণের বসবাসের জন্য স্থান প্রদান করিতেছি, আপনি তাহাদিগকে এইস্থানে অবস্থান করান। রাজার কথায় যশোধর সন্তুষ্ট হইয়া নিজ বান্ধব সম্পর্কীয় আর চারিজন কণ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ সামবেদী ব্রাহ্মণকে বহু প্রলোভন দেখাইয়া স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি সহ ১০০২ শকের চৈত্রী শুক্লা প্রতিপদ্দিনে আনয়ন করিলেন।

'এই সমাগত ব্রাহ্মণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে একজনের নাম বেদগর্ভ; ইনি শাণ্ডিল্যবংশের অবতংস স্বরূপ, ত্রিবেদজ্ঞ, বিদ্বান্, বিনয়ী ও কৃতজ্ঞতাগুণে ভূষিত। একজন কার্ত্তিক, ইনি বশিষ্ঠগোত্রীয়; কীর্ত্তিশালী, সুন্দর, মিষ্টভাষী, বেদজ্ঞ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম গোবিন্দ; কিন্তু রাজা ইঁহার কার্ত্তিকের ন্যায় রূপ দেখিয়া তাম্রশাসনে ইঁহাকে কার্ত্তিক নামেই উল্লিখিত করেন। একজনের নাম পদ্মনাভ; ইনি প্রতিপদ্ম পদের মধুকর, সাবর্ণগোত্র, বরেণ্য, বেদবিৎ, উন্নতচেতা, শাস্ত্রজ্ঞ ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। অপরের নাম জিতামিত্র, ইনি জিতেন্দ্রিয়, ভরদ্বাজকুল-কমলের প্রকাশক, সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, রিপুবিজয়ী, পরকর্ত্তৃক পূজিত ও সাতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

'অনন্তর যশোধর রাজাকে এই সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উপস্থিতি বিজ্ঞাপন করিয়া বিবেচনা

তদাচচক্ষে ক্ষিতিপো যশোধরং দদামি তেষাং নগরং স্থিতায় যৎ।
ইতঃ ক্রিয়ার্থং ক্রিয়তাং ক্রিয়াম্বিত যথাস্পৃহং সাগ্নিকবিপ্রসংস্থিতিঃ ॥৩৫
নিশম্য সম্যক্পরিতুষ্টমানসঃ প্রদর্শয়ন্ তান্ বহুশঃ প্রলোভনম্।
ক্রিয়াবতোঽনেককন্ঠশাস্ত্রমর্ম্মগান্ স্ববন্ধুবর্গান্ পরিবারসংযুতান্ ॥৩৬
যুগাম্বরাকাশবিধৌ শকাব্দে চৈত্রস্ত শুক্লপ্রতিপদ্দিনাদৌ।
যশস্বিনঃ সাগ্নিকসামবেদিনশ্চতুঃপৃথগ্গোত্রান্ চতুরান্ সমানয়ৎ ॥৩৭
শ্রীবেদগর্ভো বিদিতত্রিবেদঃ শাণ্ডিল্যবংশে পরমাবতংসঃ।
অধীতবিদ্যো বিনয়ী সমাগাৎ কৃতজ্ঞতাজ্ঞানগুণাম্বুবাদী ॥৩৮
শ্রীকার্ত্তিকঃ কীর্ত্তিতশুভ্রকীর্ত্তির্বিভর্ত্তি মূর্ত্তিং স্ম পরাং মধুক্তিঃ।
বশিষ্ঠগোত্রঃ সমধীতবেদঃ সমাগমচ্ছাস্ত্রবিশেষবাদী ॥৩৯
কার্ত্তিকোপমগোবিন্দং রূপেণ বীক্ষ্য ভূপতিঃ।
কারয়ামাস তন্নাম কার্ত্তিকস্তাম্রশাসনে ॥৪০
শ্রীপদ্মনাভঃ প্রতিপদ্মভৃঙ্গঃ সাবর্ণজো বর্ণবরো বরেণ্যঃ।
বিজ্ঞাতবেদাদিসমস্তশাস্ত্রো মহাযশাউজ্জ্বলহৃদ্যশস্বী ॥৪১
জয়ন্ জিতামিত্রইহাসদিন্দ্রিয়ং বরো ভরদ্বাজকুলাব্জ উজ্জ্বলঃ।
সমস্তশাস্ত্রার্থমনাঃ সমাগতঃ পরাতিপূজ্যঃ পরমঃ পরন্তপঃ ॥৪২
ততো নিদেশাধিপতাযুপস্থিতিং দ্বিজাবলীনাং মহতাং যশোধরঃ।
নিবাসবাসং হি নিবাসবাসনান্ বিবিচ্য রাজন্যধিবাসয়াঽবদৎ ॥৪৩
অথ ক্ষিতীশঃ ক্ষিতিদেবতাপণান্ মহোজ্জ্বলান্ মহসা মহোজ্জ্বলান্।
অশেষবিদ্যাপরিপাটিনাগরো বিচূর্ণকাশীষমস্পাশিকায় ॥৪৪

পূর্ব্বক ইঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্ধারণের জন্ম বলিলেন। বিশুদ্ধচিত্ত ক্ষিতিপতি শ্যামলবর্ম্মা তৎশ্রবণে সেই কর্ণাবতীবাসী তেজস্বী, উজ্জ্বল প্রভাব, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও বিনয়াবনত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া যথাযোগ্য পূজাপূর্ব্বক স্থাপিত করিলেন।"

১১। রামভদ্র বৈদিক-কুলদীপিকায় লিখিয়াছেন,—

"একদিন দিবাভাগে রাজা শ্যামলবর্ম্মার কৈলাসগিরিসন্নিভ সুধাধবলিত সৌধোপরি একটী ধূম্রবর্ণ গৃধ্র নিপতিত হইল। তাহার পর হইতেই রাজার নানাবিধ বাধাবিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। রাজা গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ইহার শান্তিবিধান করাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন প্রতিকার হইল না। তখন পতিগতপ্রাণা সর্ব্বগুণান্বিতা কাশীরাজদুহিতা বিদুষী সহধর্ম্মিণীর বাক্যানুসারে শ্যামলবর্ম্মা শকুনপতনের শান্তিবিধানার্থ পরম সমাদরে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণপ্রবরকে আনাইলেন। অমরাবতীর ন্যায় কর্ণাবতী নামে একটী নগরী আছে। এই নগরী সুরতরঙ্গিণী গঙ্গার তরঙ্গপূত পবন-হিল্লোলে সততই পবিত্র। এইখানে বৈদিকাচারপরায়ণ বেদবিৎ ব্রাহ্মণপুঙ্গবগণ বাস করেন। এই ব্রাহ্মণগণ সকলেই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ ছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে মহীধর নামক একজন বেদার্থ-প্রকাশক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি তপঃপরায়ণ ও প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দীপ্যমান। সেই মহীধরের পৃথ্বীধর, যশোধর ও বংশীধর নামে তিন পুত্র জন্মে। এই পুত্রত্রয়ও যথাকালে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আহূয় সম্পূজ্য যথোপযুক্তং কর্ণাবতীস্থান্ বিনয়াবনীতান্।
সংস্থাপয়ন্নিত্য বিশুদ্ধচিত্তো বিপ্রান্ তদা শ্যামলবর্ম্মরাজঃ ॥"৬৫ (শ্যামলচরিত)

১১। "সৌধে তস্য সুধাশুভ্রে গৌরীশগিরিসন্নিভে। নিপপাত দিবাভাগে গৃধ্রো ধূম্রসমপ্রভঃ ॥২৩
অতঃপরং তৎপক্ষনাশ্রয়স্য বিঘ্নাঃ সমাসন্ বিবিধা হি তস্য।
গৌড়ীয়বিপ্রৈঃ কৃতশান্তিকোঽপি নাগাৎ স কশ্চিৎ প্রতিকারমস্মিন্ ॥২৪
রাজ্ঞী প্রাজ্ঞী তদীয়া সকলগুণময়ী নন্দিনী পুণ্যকাশি-রাজস্যাতীবদক্ষা পতিপদকমলে নিত্যমাসক্তচিত্তা।
তস্যা বাক্যেন পশ্চাচ্ছকুনপতনজোঽশান্তিমুচ্ছেত্তুকামো রাজা ভূদেববর্য্যং সকলগুণময়ঞ্চানিনায়াতিযত্নং ॥২৫
আস্তে কর্ণাবতী নাম নগরী স্বর্গরোহিণী। গঙ্গা-কল্লোলপূতেন বাতেন বিমলীকৃতা ॥২৬
বেদপারঙ্গতাঃ সর্ব্বে বৈদিকাচারতৎপরাঃ। বসন্তি ব্রাহ্মণাস্তত্র যজ্ঞনির্ধূতকল্মষাঃ ॥২৭
জ্বলদ্দহনসঙ্কাশো বেদার্থস্য প্রকাশকঃ। আসীন্মহীধরো নাম বিপ্রস্তত্র মহাতপাঃ ॥২৮
তস্য জাতাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পৃথ্বীধরযশোধরৌ। বংশীধরশ্চ তে সর্ব্বে বেদপারঙ্গতা বভুঃ ॥২৯
সিতে দশম্যাং বৈশাখে সোমপুত্রান্বিতেন্দুকে। শাকে কর্ণাবতীস্থানাৎ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥৩০
গৌড়ে শ্যামলরাজেন তথা কাশীশ্বরেণ চ। প্রার্থিতশ্চ সমাগতো বিপ্রনামা যশোধরঃ ॥৩১
শান্তিঃ কথং স্যাদিতি ভাষমাণে, তৎসন্নিধৌ রাজনি নীতিপূর্ব্বকম্।
প্রশান্তগম্ভীরতনুঃ স বিপ্রো, বিনির্দ্দিশন্নেতি বচস্তদানীম্ ॥৩২
সৌধেঽপতৎ যঃ শকুনিঃ পুরা তে, হোতব্যমগ্নৌ পিশিতেন তস্য।
হুতেনৈব শান্তির্ভবিতা ত্বদীয়া, যতস্ব তস্মিন্ নৃপ যোজিতেন্দ্রঃ ॥৩৩

'তাঁহাদিগের মধ্যে বেদবেদাঙ্গবিৎ যশোধর মিশ্র শ্যামলবর্ণা ও কাশীরাজের প্রার্থনায় ১০০১ শকের বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয় দশমীর দিনে কর্ণাবতী হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন। রাজা তাঁহার নিকট নিজ অমঙ্গল-শান্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই প্রশান্ত গম্ভীরাকৃতি ব্রাহ্মণবর তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করিয়াছিলেন,—"রাজন্! যে শকুনি পূর্ব্বে আপনার সৌধোপরি পতিত হইয়াছিল, তাহারই মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করা আবশ্যক, এইরূপ প্রক্রিয়াতেই আপনার বিঘ্নশান্তি হইবে। অতএব আপনি উদ্বিগ্ন না হইয়া এই বিষয়েরই চেষ্টা করুন।"

'তাঁহার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং রাজা ও তাঁহার সভাস্থিত সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া কহিলেন,—"সকল গৃধ্রই প্রায় একরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের মধ্য হইতে কেমন করিয়া আমরা আমাদিগের সেই গৃহপতিত অনিষ্টকর গৃধ্র-টাকে প্রাপ্ত হইব? সুতরাং আমাদিগের মন সন্দেহদোলায় দুলিতেছে এবং এক একবার মনে হইতেছে, ইহা কোনরূপেই সম্ভবপর নহে।"

'তখন সেই দ্বিজবর ভূপতি প্রভৃতি সকলের মুখেই ঐ একই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"রাজন্! আপনি দেখুন,—আমি এই মুহূর্ত্তেই মন্ত্রবলে সেই শকুনিকে এইস্থানে আনয়ন করিতেছি।" যশোধর হেলার সহিত এই কথা কহিলে, মন্দী-ভূতশক্তি মুমূর্ষুকল্প গৌড়ব্রাহ্মণগণ তৎকালে তাঁহার সেই মন্ত্রপ্রভাব দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন। দ্বিজবর যশোধর তখন স্বীয় মন্ত্রবলে সেই গগনচারী অনন্তলভ্য ধূম্রবর্ণ শকুনিকে স্বকীয় বশের সহিতই যেন আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে শকুনি সমীপা-গত হইলে তাহাকে সেই গৃহপতিত শকুনি বলিয়া দর্শকমণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মিল না। তাহারা কহিল,—"ইহাই যে সেই পূর্ব্বপতিত শকুনি তাহার প্রমাণ কি?" তখন দ্বিজাগ্রণী যশোধর সেই প্রতিকূলবাদী দর্শকগণের প্রতীতির জন্য সিন্দূরবিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করিয়া

ইত্থং তদাকর্ণ্য বচো দ্বিজস্য, সুবিস্মিতাঃ সংশয়িতাঃ সমস্তাঃ।
উচুস্তদা রাজপুরঃসরাস্তে জনাঃ সভাস্থাঃ পৃথিবীশ্বরস্য ॥৩৪
প্রায়েণ গৃধ্রা যত একরূপাঃ তস্মাত্তুবেদেকতমস্য চেতোম্।
কস্মাদিহ প্রাপ্তিরনস্বরা সা সন্দেহদোলাধিগতং মনো নঃ ॥৩৫
জনৈঃ সরাজৈঃ কথিতাং নিশম্য বাণীং স ভূদেব ইতি ব্যবাদীৎ।
পশ্যেহ রাজন্নচিরাদহং তং স্থলংগ্রহীষ্যে কিল মন্ত্রশক্ত্যা ॥৩৬
তেনৈবমুক্তে বচনে সহেলং গৌড়ীয়-বিপ্রা নিখিলাঃ সমন্তাৎ।
তস্থুস্তদালোকনতৎপরাস্তে মুমূর্ষুকল্পা নিজশক্তিমান্দ্যাৎ ॥৩৭
অনন্তপ্রাপ্যং শকুনিং স্বনাম্না ধূম্রায়মানং নভসি প্রতিষ্ঠম্।
স মন্ত্রশক্ত্যৈব চ সঞ্চকর্ষ যশোধরোঽথো যশসা সমং তম্ ॥৩৮
অনন্তরং গৌড়নিবাসিনস্তে ন প্রত্যয়ন্তে তমিমং শকুন্তম্।
প্রতীতয়েঽথ প্রতিকূলবাচাং সিন্দূরচিহ্নৈঃ শকুনিং সমর্জ্জ ॥৩৯

শকুনিটী ছাড়িয়া দিলেন। সিন্দূরচিহ্নিত শকুনিটী উড়িয়া গেলে সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণবর পুনরায় তাহাকে মন্ত্রবলে আকর্ষণ করিলেন।

'নবাগত ব্রাহ্মণের এই অপূর্ব্ব মন্ত্রবল দেখিয়া নরপতিপ্রমুখ সভ্যগণ সকলেই অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

'অতঃপর এই ব্যাপারে স্বয়ং রাজা এবং অন্যান্য সভ্যগণ সকলেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়া সেই দ্বিজবরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কর্ম্মকুশল যশোধর তখন উত্তমরূপে শাকুন-যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। তিনি শকুনির মাংস দ্বারা হোম করিয়া যজ্ঞ-সমাধানান্তে মন্ত্রবলে পুনরায় তাহাকে জীবিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

'যশোধর এইরূপে অলৌকিক শাকুন যজ্ঞ শেষ করিয়া রাজার সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত করিলেন। রাজা দ্বিজবরের সেই অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন; বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইল। তিনি স্বজনগণ সহ যজ্ঞীয় শান্তি-জলে পূত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই ব্রাহ্মণবরকে স্তব করিয়া কহিলেন,—'দেব! আপনার সদয় সমাগমে আজ আমি ধন্য হইলাম, আমার কুল সকল পবিত্র হইল, অধিক কি সমগ্র রাজধানীই আজ ধন্য হইল। আমার যাহা কিছু অশুভ আপদ্ ছিল, আপনি শান্তি-ক্রিয়ায় তাহা একেবারেই বিদূরিত করিয়াছেন। যে বংশে মহাত্মা ভৃগু এবং অন্যান্য যোগিগণ পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আপনি সেই কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং আপনার প্রসাদে অদ্য আমার কুল পবিত্র হইল। আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। আমার প্রতি আপনার যেন এই অনুগ্রহ থাকে, আজীবন আপনার পাদসেবায় আমি অতি-বাহিত করিতে পারি।

মন্ত্রেণ মন্ত্রেষু বিশারদঃ স তেষাং পুরস্তাৎ পুরুষপ্রধানঃ।
সিন্দূরসংচিহ্নিতভালদেশং সমাচকর্ষাথ পুনস্তমেব ॥৪০
অথ সভ্যগণাস্তত্র মহারাজপুরঃসরাঃ। পরং বিস্ময়মাপন্নাস্তুষ্টুবুস্তং দ্বিজোত্তমম্ ॥৪১
স ব্যবস্থাপয়ামাস শাকুন্তং সত্রমুত্তমম্। তৈজসতো বিপ্রশার্দ্দূলঃ খ্যাতকর্ম্মা যশোধরঃ ॥৪২
শকুনেঃ পিশিতেনৈব হুত্বা যজ্ঞং সমাদধৌ। মন্ত্রশক্ত্যা জীবয়িত্বা পুনস্তং প্রমুমোচ হ ॥৪৩
এবং শাকুনিকং যজ্ঞং কৃত্বা মর্ত্ত্যাশ্চর্য্যভং। সর্ব্বাশ্নিবারয়ামাস বিঘ্নাংস্তস্য মহীপতেঃ ॥৪৪
ক্ষিতিপতিরিতিনিবাং বীক্ষ্য কার্য্যং সুনামা দ্বিজকুলতিলকে তদ্বিস্ময়াৎ হৃষ্টলোমা।
স্বজনগণসমেতঃ সত্রবারিপ্রপূতঃ পরিগতপরিতোষো বিপ্রবর্য্যং সুনাব ॥৪৫
ধন্যোঽস্মি মে কুলমিদং সকলং হি ধন্যং ধন্যেয়মদ্যসকলা মম রাজধানী।
যং দেবসত্ত্ব কৃপয়া যদিহাগতোঽসি, শান্ত্যাপদশ্চ বিপুলা নিতরাং নিরাস্থঃ ॥৪৬
ভৃগুর্যস্য বংশে মহাত্মাবতীর্ণস্তথান্যে চ পূর্ব্বং মহাযোগবীরাঃ।
কুলে তত্র জাতো ভবান্ ভূসুরেন্দ্র কুলং ত্বৎপ্রসাদাৎ পবিত্রং মমাদ্য ॥৪৭
কৃতকৃত্যোঽস্ম্যনেনৈবানন্ত মাং প্রত্যনুগ্রহঃ। আজীবনং সুজীবেয়ং যথা ত্বৎপাদসেবয়া ॥৪৮

'অনন্তর রাজার প্রার্থনায় যশোধর গৌড়ে বাস করিতে সম্মত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় বাস করিলেন, কিছু দিন বাসের পর পুনরায় তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু দেশে গিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান পাইলেন না, যশোধর গৌড়ে আসিয়াছিলেন বলিয়া দেশবাসীরা তাঁহার আদর করিল না। তখন তিনি বহু চেষ্টায় নিজ ভ্রাতাকে এবং আর চারিগোত্রীয় চারিজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তুষ্ট মনে তাঁহাকে সামন্তসার গ্রাম দান করিলেন। বশিষ্ঠ গোত্রীয় গোবিন্দ, শাণ্ডিল্য বেদগর্ভ, সাবর্ণ পদ্মনাভ, শৌনক যশোধর এবং ভরদ্বাজ জিতমিশ্র এই পঞ্চগোত্র। এই পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণকে রাজা চতুর্দ্দশটী গ্রাম নিষ্কর দান করেন।'

১২। ঈশ্বর-রচিত বৈদিক কুলপঞ্জীতে লিখিত হইয়াছে,—

'এই সময় সত্য সত্যই কোথা হইতে এক অমঙ্গলকর শকুনি আসিয়া রাজপ্রাসাদে পতিত হইল। রাজা এই ব্যাপারে মনে মনে নিজের অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সহিত একজন পণ্ডিতকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই অশুভ-কর শকুনিপাতের কারণ কি এবং ইহার শান্তির জন্য কি কর্ম্মেরই বা সম্প্রতি অনুষ্ঠান করা উচিত? আপনারা শাস্ত্রানুসারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।

'রাজার প্রশ্নে তথাকার শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণ সকলেই তাঁহাকে এই পক্ষিপাতদোষ-প্রশমনের জন্য একটী শুভপ্রদ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিলেন। রাজা পণ্ডিতগণের পরামর্শে অবিলম্বে যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞে তথাকার বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণই ব্রতী হইলেন। যথা সময়ে রাজা সেই বেদজ্ঞ যশোধরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্বয়ং সেই যজ্ঞশালায় উপনীত হইলেন। যশোধর বেদগান ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সেই ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রণালী দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞা-

যজ্ঞান্তে চ ক্ষিতীশেন প্রার্থিতো গৌড়মণ্ডলে। স্বীকৃতা বসতিস্তেন দ্বিজেন বহুদ্রুতঃ ॥৪৯
কিয়দ্দিনান্তরে ভূয়ো গতঃ স নিজমন্দিরম্। আদৃতো নাভবত্তত্র গৌড়াগমনহেতুনা ॥৫০
অথ তেনাতিযত্নেন চতুর্গোত্রসমুদ্ভবৈঃ। বিপ্রবর্য্যৈশ্চতুর্ভিশ্চ সার্দ্ধং স্বীয়ানুজেন চ ॥৫১
ভূয়শ্চৈব স পুণ্যাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলং। দত্তবান্ শ্যামলস্তুষ্টস্তস্মৈ সামন্তসারকম্ ॥৫২
বাশিষ্ঠশ্চৈব গোবিন্দঃ শাণ্ডিল্যো বেদগর্ভকঃ। পদ্মনাভশ্চ সাবর্ণঃ শৌনকশ্চ যশোধরঃ ॥৫৩
ভারদ্বাজো জিতমিশ্র আদ্যাস্তে পঞ্চগোত্রজাঃ। তেভ্যশ্চতুর্দ্দশ গ্রামান্ দদৌ নিষ্করমানতঃ ॥"৫৪
(রামভদ্রকৃত পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলদীপিকা)

১২। "এতস্মিন্নন্তরে পক্ষী শকুনিঃ পাটমন্দিরে। পপাত সত্যং কস্মাদমঙ্গলপ্রকাশকঃ ॥
অমঙ্গলং বিচিন্ত্যাশু আত্মনশ্চেতসা পুনঃ। রাজা চ চিন্তাসন্তাপঃ প্রাহ তৎপণ্ডিতানিদং ॥
কিমত্র কারণং কিংবা শান্ত্যর্থং কর্ম্মসাম্প্রতং। বিধেয়ং তত্তবদ্ভিশ্চ শাস্ত্রসন্দেশযত্নতঃ ॥
শান্ত্যর্থং তত্র সম্ভারং কুরু যজ্ঞং শুভপ্রদং। তদা ভবেন্মহারাজ শান্তিস্তে পক্ষিদোষজং ॥
শ্রুত্বা বাক্যং দ্বিজাতিভ্যো রাজাসৌ বদ্ধমানসঃ। অত্রত্যা ব্রহ্মণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ ॥
বেদজ্ঞানবিহীনাস্তে যাগকর্ম্মানুকারিণঃ। তত্রৈব যজ্ঞশালায়াং দৃষ্ট্বা যজ্ঞং স ভূপতিঃ।

সিলেন,—আপনারা কি কারণে কিরূপভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছেন? আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

'এই প্রশ্নের পর ব্রাহ্মণগণের উত্তরে যজ্ঞ-কারণাদি জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বেদ আলোচনা করিয়া কহিলেন,—শাকুন-যজ্ঞ সমাধা করিতে হইলে শাকুন-মন্ত্রে সেই শকুনিকে আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞশালায় আনয়ন করিতে হয়। পরে তাহার মেদ দ্বারা এই কর্ম্ম যদি সম্পূর্ণ হয়, তবেই যজ্ঞকারী রাজার অমঙ্গল দূর হইবে, নচেৎ অন্যরূপে তাহার সম্ভাবনা নাই।

'যশোধরের কথায় সেখানকার যাজ্ঞিকগণ উত্তর করিলেন,—মহাশয়! সেই পক্ষী রাজপ্রাসাদে পতিত হইবার পর কোথায় কোন্ দিগ্‌দিগন্তরে চলিয়া গিয়াছে, সে কিরূপে পুনরায় এস্থানে আসিবে? এইবার যশোধর ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,—এ কার্য্যসাধনে ব্রাহ্মণমাত্রেরই ক্ষমতা আছে; আমি ব্রাহ্মণ, আমিও ইহা সম্পন্ন করিতে পারি। রাজা নিকটে ছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া তাঁহার শান্তিযজ্ঞ যথারীতি সম্পূর্ণ হইবে কি না, তৎপক্ষে চিন্তিত হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ যশোধরকে জিজ্ঞাসিলেন,—এ মহৎ কর্ম্ম তবে কে করিতে জানেন? যশোধর কহিলেন,—এ কার্য্য সমাধা করিতে আর অন্য লোক খুঁজিতে হইবে না, আমিই ইহা যথারীতি সমাধা করিতে পারি। তখন রাজা হৃষ্ট হইয়া মহামতি যশোধরকে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। যশোধর রাজার অনুরোধে সম্মত হইয়া তখন শাকুন-সূক্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। মন্ত্রপ্রভাবে দিগন্তর হইতে পক্ষী তথায় ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে শকুনি শূন্য হইতে রাজার সম্মুখেই পতিত হইল। রাজা দেখিয়া বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহার ভাবনা হইল,—এই যে পক্ষী আসিয়াছে, এই পক্ষীই যে আমার প্রাসাদে পড়িয়াছিল, তাহার কি প্রমাণ

আজগাম পুরস্কৃত্য বেদজ্ঞং তং যশোধরং। আকলয্য তদা যজ্ঞমাহ তত্রৈব যাজ্ঞিকান্।
যশোধরোঽসৌ কালজ্ঞো ব্রাহ্মণো বেদগানকৃৎ॥
কিমিদং ক্রিয়তে সর্ব্বৈ ব্র্াহ্মণৈঃ যানকারিতৈঃ। কিমস্য কারণং তেভ্যঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
আচখ্যুস্তে তদা সম্যগেতস্য তু বিশেষতঃ। শ্রুত্বা তৎকারণং তেভ্যো বিপ্রোঽসৌ বিস্ময়ং গতঃ॥
পুনস্তানাহ বিপ্রোঽসাবিতি বেদবিচারকৃৎ। শাকুনেন তমাহূয় শাকুনং বেদমাহবঃ॥
মেধেন তস্য কর্ম্মেদং যদি পূর্ণং ভবেদিতি। অমঙ্গলং তদা রাজ্ঞো হানিঃ স্যাদিতি নিশ্চিতং॥
শ্রুত্বা তে যাজ্ঞিকাঃ সর্ব্বে তমূচুঃ সংশিতব্রতং। দিগন্তরং গতঃ পক্ষী কুতস্তস্য সমাগমঃ॥
ঈষৎ প্রহাসবদনঃ প্রত্যেদং স যশোধরঃ। ব্রাহ্মণস্যৈব শক্তিস্তু মম চৈবাবদৎ পুনঃ॥
শ্রুত্বেদং রাজশার্দ্দূলশ্চিন্তাবিকলমানসঃ। পপ্রচ্ছ তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বেদজ্ঞযজ্ঞকর্ম্মণি।
এতৎ সুদারুণং কর্ম্ম কর্ত্তুং কো বা বিদো ভবেৎ। তদা যশোধরঃ প্রাহ অহমেব বিশারদঃ॥
রাজা চ হর্ষসম্পন্নং প্রাহ বিপ্রং পুনঃ পুনঃ। কর্ম্মেদং কুরু বিপ্রত্বং সুপ্রকাশাম্মহামতে॥
ততো হসৌ বেদবিপ্রেন্দ্রঃ শাকুনং সূক্তমাপঠেৎ। কারণহস্তবচনৈঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মনোহরৈঃ॥
শাকুনেন তমাহূয় সমানীতো দিগন্তরাৎ। শকুনির্নিপতেন্মধ্যেঽপতৎ বর্ত্তমানো হয়ঃ॥

আছে এবং তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? সুব্রাহ্মণ যশোধর রাজাকে সংশয়াকুল দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার সংশয় দূর করিবার জন্য কহিলেন,—রাজন্! আজ ইহাকে ছাড়িয়া দিতেছি, যজ্ঞের পূর্ণাহুতির দিন পুনর্ব্বার ইহাকে আনয়ন করিব।

'রাজা তাহা শুনিয়া এ বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য একটী অঙ্গুরি দ্বারা পক্ষীটীকে চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে রাজার আদেশে যজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন। বাস্তবিকই তখন যাগযজ্ঞাদি হোতৃকর্ম্মে তদানীন্তন পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণগণের বংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ পরাঙ্মুখ ছিলেন। সুতরাং একাকী যশোধরই স্বীয় অসামান্য ক্ষমতায় যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিতে ব্রতী হইলেন। হোমবহ্নি-সমুত্থিত ধূমজালে রাজপুরী পবিত্র হইল। রাজার সমস্ত অশুভ অমঙ্গল কাটিয়া গেল। তিনি আনন্দে ইন্দুতুল্য কান্তি ধারণ করিলেন।

'অনন্তর যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময় যশোধরের মন্ত্রবলে সেই চিহ্নিত শকুনি তথায় নিপতিত হইল। রাজা হৃষ্ট হইলেন। যশোধর শান্তিযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণান্ত করিলেন। রাজা যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ সামন্তসার গ্রাম ও প্রচুর ধনদানে যশোধরকে পরিতুষ্ট করিলেন।

'অতঃপর যশোধর সেই রাজপ্রদত্ত গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন। এই সামন্তসার গ্রামে তখন যশোধর ব্যতীত আরও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কিয়ৎকাল পরে

দৃষ্ট্বাসৌ ক্ষিতিপালস্তু চিত্তসন্দেহমাকরোৎ। সো বা ন জ্ঞাতবেত্থাপি কোঽবাস্য পরিচায়কঃ॥
ততো যশোধরঃ প্রাহ রাজানং সংসয়াকুলং। অদ্য হিত্বা নয়িষ্যামি পুনঃ পূর্ণাদিনেঽপি চ॥
রাজা চ তৎপরীক্ষার্থং শকুনিত্যাগমাকরোৎ। অঙ্গুরীলক্ষ্মীকৃত্য তঞ্চ যজ্ঞে হ্যযোজয়ৎ॥
যে প্রবৃত্তা পুরা বিপ্রা নিবৃত্তাস্তে নিয়োগতঃ। যজ্ঞকর্ম্মসু সত্যঞ্চ হোতৃকর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ॥
রাঢ়ীয়া যে চ বারেন্দ্রা বেদবন্তো দ্বিজাতয়ঃ। ভূশূরৈঃ কৃতসংস্কারাঃ পাশ্চাত্যব্রাহ্মণৌরসাঃ॥
ততঃ—যশোধরোঽসৌ হুতবহ্নিধূমৈঃ পুরীং পবিত্রামকরোৎ স্বতেজসা।
বিধূয় রাজ্ঞোঽশুভমিন্দ্রতুল্যঃ পূর্ণং দিনং প্রাপ্য চকার দীপ্তিং॥
তথৈব বেদপ্রভবাৎ পপাত পূর্ণে ক্ষণেঽসৌ শকুনিঃ সুনিশ্চিতং।
ততোঽপি পূর্ণাহুতিরেব দত্তা যশোধরেণৈব বিশোকহেতুঃ॥
পূর্ণাং বিধায় বিনয়েন স যাজ্ঞিকায় বিপ্রায় বেদবিদুষে ক্ষিতিপঃ প্রহৃষ্টঃ।
গ্রামং দদৌ সকল পূগরসালতালং সামন্তসারমধুনা কৃতযজ্ঞহেতোঃ॥
গ্রামং ধনং রজতকাঞ্চনসঞ্চয়ঞ্চ দত্ত্বা ভুজঙ্গমভিচক্রমীশতুল্যং॥
নিত্যং দদৌ সুজনভূপগণেষু রাজা দুর্ব্বারবেষু কৃতযজ্ঞবিশিষ্টতুষ্টো॥
কনৌজাদাগতঃ বিপ্রঃ বেদবেদাঙ্গপারগঃ। নিযোজ্য শান্তযজ্ঞেষু তথৈব নিত্যকর্ম্মণি॥
গ্রামং দদৌ শ্যামলবর্ম্মরাজা বশিষ্ঠতুল্যায় দ্বিজায় সত্যং। * * * *
ততোঽসৌ ব্রাহ্মণো ধীরোলব্ধকামঃ সুনিশ্চিতং। পুরীং শাসনমত্যন্তমকরোদদ্ভুতং যতঃ॥
ব্রাহ্মণা বহবো যত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ। ব্রাহ্মণ্যশ্চেন তে সর্ব্বে জিহ্বাগ্রানলবর্দ্দিনঃ॥

যশোধর তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে কয়েকটী পুত্র উৎপাদন করেন। ক্রমে পুত্রগণ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহাদিগের বিবাহাদির জন্ত তাঁহার ভাবনা হইল। তিনি ভাবিলেন,—এ দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত আমার ক্রিয়াকর্ম্ম চলিবে না; সুতরাং পুত্র-পরিবারাদি সহ আমার এস্থান ত্যাগ করাই উচিত। এইরূপ ভাবিয়া তখন রাজার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজা তৎশ্রবণে যশোধর মিশ্রের স্তায় একজন অকৃত্রিম ব্রাহ্মণ তাঁহার দেশ হইতে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার বঙ্গরাজ্যে তখন প্রকৃত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ নাই। বেদজ্ঞানসম্পন্ন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত দেশে ক্ষত্রিয় রাজার বাস করা অযুক্ত। অতএব যশোধরের স্তায় আরও কয়েকজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে যাহাতে এইখানে আনাইয়া বাস করাইতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা যাউক।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার পুরোহিত যশোধর মিশ্রের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। যশোধর রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, যদি আপনি কনোজবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইতে পারেন, তাহা হইলে আর আমি এ স্থান হইতে যাইব না। তখন রাজা কনোজ হইতে কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করা যায়, পুরোহিত যশোধর মিশ্রের নিকট তাহা জানিয়া লইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে

কিয়ৎকালান্তরে বিপ্রো ধর্ম্মপত্ন্যাং সুতান্ বহুন্। চিন্তয়ামাস কালেন চিন্তাযুক্তো যশোধরঃ॥
সচিন্তিতঃ সুতস্তস্ত যোগ্যকামস্ত সূতকঃ। অহর্নিশং তেন চিন্তাবিকলোহসৌ মহীপতিঃ॥

ততশ্চ পূর্ব্বকং—স বেদবিৎ কুলকুসুমকলেন প্রমোদকারণশ্রীখণ্ডবিটপাত্রী যশোধরশ্চতুর্বেদী নিজশরীরজাপত্য-পরিণয়নবিকলঃ স্বদেশগমনকৃতাভিধানঃ। সকলগুণযুতং ক্ষত্রিয়কুলপতিং সকলমপি নিবেদ্য গন্তুমনা হ্যাসীৎ। রাজা চ সকলবিবরণং শ্রীযুতযশোধরমিশ্রমুখনির্গতমাকর্ণ্যাকৃত্রিমব্রাহ্মণদেশত্যাগজনিতশোকসন্তবে বিকলমনা এতদ্দেশত্যাগমিব মন্তে। তদা বৃদ্ধামাত্যগণপরিণতযুক্তিবশাৎ পরমসুকৃতী রাজা বিচার্য্য শ্রীমদ্বঙ্গরাজ্যে ছন্দোজ্ঞ-দ্বিজবিহীনেঽশেষব্রাহ্মণস্থাপনমস্তহীনে। নিজনিবাসিব্রাহ্মণানয়নযুক্তিমাকলয্য তমিহ পুরোহিতং প্রপ্রচ্ছেতি। ভো ভো শুনকগোত্রজকুলকমলপ্রকাশক ত্বদ্দেশবিষয়গমনবিকলীকৃতমন সো মম নিবেদনং। অত্রৈব ভবদবস্থাপনেচ্ছাপরিকলিতোঽহতদ্দেশীয়কুলশীলকৃতান্ বেদবিদো ব্রাহ্মণান্নিজপৌরুষেণাত্র সমানেষ্যামি। তত্র ভবতঃ কিমিচ্ছা ইত্যাজ্ঞাপয়। ততো যশোধরঃ শ্রুত্বা রাজবচনং স্বীকৃত্য রাজানমব্রবীৎ।

যদি নিজকনোজনিবাসিনো বেদবিদোঽত্র কুলীনান্ সমানেতুং শক্নোসি তদাস্মদীয়াবলম্বনমবশ্যং ভাব্যমিতি। ততো রাজা—তেষাং কুলং গোত্রমনল্পবক্তাৎ রাজ্ঞাবদত্তঞ্চ যশোধরাখ্যং।

বিচার্য্য চ ব্রূহি বিশুদ্ধিভাবং যানত্র নেষ্যামি প্রশস্তবিপ্রান্।
নামানি গোত্রাণি কুলানি তেষাং সংলেখ্য মহ্যং হি প্রদেহি সাম্প্রতম্।
দত্তো রাজ্ঞে যথাপূর্ব্বমসৌ বিপ্রো মহামতিঃ।
যথাকুলং যথাগোত্রং যথানাম বিবিচ্য চ। যথাস্থানং লিখিত্বাসৌ রাজানং শ্রাবয়ৎ পুনঃ॥
বেদগর্ভশ্চ গোবিন্দঃ পদ্মনাভস্ত ব্রহ্মবিৎ। বিশ্বজিচ্চৈব চত্বার এতে ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ॥
অত্রাদৌ তেষাং গোত্রাণি নামধেয়ঞ্চ লিখ্যন্তে—
বেদগর্ভশ্চ শাণ্ডিল্যো গোবিন্দো বশিষ্ঠগোত্রজঃ। পদ্মনাভশ্চ সাবর্ণো ভরদ্বাজস্ত বিশ্বজিৎ॥

এ সম্বন্ধে একখানি লেখ্য-পত্রও চাহিলেন। পুরোহিত পত্রে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ গোবিন্দ, সাবর্ণ পদ্মনাভ এবং ভরদ্বাজ বিশ্বজিতের নাম লিখিয়া দিলেন। আর বলিলেন, এই সকল ব্রাহ্মণেরা এই স্থানে আসিয়া বঙ্গবাস করিলেই আমি এইখানে থাকিব।

'এইরূপ কথাবার্ত্তার পর পুরোহিতের পত্র লইয়া স্বয়ং রাজা ব্রাহ্মণ আনয়নার্থ কনৌজে যাত্রা করিলেন। তিনি যথাকালে কনৌজে পৌছিয়া পত্রের লিখিত নামানুসারে সেই সেই ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বেদগর্ভাদিসম্ভূত ১৩ জন ব্রাহ্মণ কেহ সস্ত্রীক অশ্বারোহণে কেহ বা গজারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের হস্তেই এক একখানি তরবারি ছিল। তাঁহারা অপূর্ব্ব ব্রাহ্মশ্রী ধারণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের শরীর হইতে বেদজ্ঞানের পূর্ণ নিদর্শন স্বরূপ অলৌকিক ব্রাহ্মজ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল। এই সকল ব্রাহ্মণেরা রাজপুরীর প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিবামাত্র সেখানকার শুষ্ক বৃক্ষ ফলে ফুলে ললিত পল্লবে ভূষিত হইয়া উঠিল। দেশমধ্যে নানা প্রকার মঙ্গলচিহ্নের সূত্রপাত হইল। রাজা সাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন, যশোধর মিশ্র আলাপ পরিচয়ে আপ্যায়িত ও প্রীত হইলেন। রাজা সমানীত প্রত্যেক ব্রাহ্মণকেই যথাযোগ্য পূজা ও অভ্যর্থনা করিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণকে পাইয়া এখন তিনি আপনাকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ ও শুনক এই পঞ্চগোত্র এখন এক সঙ্গে মিলিত হইলেন। তপনের পুত্র মহাতপা গোবিন্দ, ঈশ-পুত্র বেদগর্ভ, রবির পুত্র পদ্মনাভ, কমলাসনের পুত্র বিশ্বজিৎ এবং মধুর পুত্র যশোধর, ইঁহারা সকলে সপুত্র আগমন করিলে রাজা শ্যামলবর্ম্মা ইঁহাদিগকে তখন তাম্রশাসন দ্বারা যথাযোগ্য বিচিত্র গ্রাম দান করিয়া বঙ্গে বাস করাইলেন।'

এতানানয় রাজেন্দ্র ! চতুরো বিপ্রপুঙ্গবান্। তদাদেশেঽত্র তিষ্ঠামি যদি স্যাদ্ব্রাহ্মণাগমঃ ॥

ততঃ পূর্বকম্—অসৌ রাজা গত্বা ত্রজকৃতাদরঃ ব্রহ্মসদৃশদ্বিজাতিবেদমন্ত্রহুতাহুতং বিকলিতাগ্নিধূমবেষ্টিতং কনৌজদেশাৎ দ্বিজানয়নসোৎসুকঃ পরমপ্রার্থনার্থব্যয়সেবাতিবশীকৃতান্ ত্রয়োদশবিপ্রান্ সপরিবারান্ এককন্সনার্থগণস্তভূতান্ চতুর্ব্বেদবিদো যথাযোগ্যং পুরস্কৃতাত্র সমানয়ৎ। সম্প্রতি তেষাং যাদৃশবেশবিন্যাসাদিবিকলিতবিপ্রা উপতস্থিরে তত্র তাবন্নিরূপ্যতে।

বেদগর্ভাদিসম্ভূতা স্তনবশ্চ ত্রয়োদশাঃ। সস্ত্রীকাঃ শস্ত্রসংযুক্তাস্তুরঙ্গারূঢ়শালিনঃ ॥
হরিকরিপরিরূঢ়াঃ সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রধীরাদ্দলিতদহনজিহ্বাবেদমন্ত্রপ্রভাবৈঃ ॥
নিরবধিপরিগাতাঃ সামবেদঞ্চ সভ্যং পশু ভুবি বিচরন্তো দীপ্তিমন্তস্ত এব ॥
ক্ষিতিপতিপুরবৃক্ষং পুষ্পিতং চাবলোক্য সপদি ললিতপত্রং তত্র তৈর্নির্ম্মিতঞ্চ।
ইহ হি ভূরিস্ববৃষ্টির্ব্রহ্মবীর্য্যপ্রতাপাৎ; মঘবদিব সমাসীদ্রাজধানী চতুর্ভিঃ ॥
ততো রাজা সমানীয় চতুরঃ সামগান্ দ্বিজান্। যশোধরং তমাহূয় সমানীয় যথাক্রমম্ ॥
তান্ দৃষ্ট্বাসৌ প্রীতমনাঃ পূর্ণকামান্ সমন্ততঃ। রাজা চ ব্রতিনং মেনে চাত্মানং ক্ষত্রিয়ং পুনঃ ॥

* * * * * * *

শাণ্ডিল্যবশিষ্ঠসাবর্ণ্যভরদ্বাজৈককাশ্যপকাঃ। তপনতাত্মজস্ত্বেকো গোবিন্দোঽসৌ মহাতপাঃ ॥

উদ্ধৃত কুলগ্রন্থসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ১০০১ শকে সঙ্গে শুনক বা শৌনক-গোত্রজ পাশ্চাত্য বৈদিকের আগমন হইয়াছিল। বৈদিক-কুলপঞ্জিকা ও বৈদিক-কুলমঞ্জরীর মতে শুনক যশোধরের সঙ্গে অপর চারিগোত্রও আসিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক-কুলদীপিকা, বৈদিককুলপঞ্জী ও সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবকার একথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে শুনক বা শৌনকগোত্রজ যশোধরই রাজা শ্যামলবর্ম্মার শাকুনসত্র সম্পন্ন করেন, অপর চারি গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক সে সময়ে আগমন করেন নাই। সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবকার মহাদেব শাণ্ডিল্যের মতে, বৈবাহিক আদান প্রদানের সুবিধা করিবার জন্য যশোধর ১০০২ শকে বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই চারিগোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া রাজ-সম্মানিত করিয়াছিলেন। বৈদিক-কুলদীপিকাকার রামভদ্র বলেন যে, শাকুনসত্র সম্পন্ন করিয়া যশোধর স্বদেশে গমন করেন, কিন্তু গৌড়াগমনহেতু তথায় কেহ তাঁহাকে আদর করেন নাই, তাই ব্রাহ্মণপ্রবর অপর চারি জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিজ অনুজকে লইয়া বঙ্গে আগমন করিলেন। আবার ঈশ্বরবৈদিক বৈদিক-কুলপঞ্জীতে লিখিয়াছেন, কালক্রমে শাকুন-সত্রসম্পাদক ব্রাহ্মণপ্রবর যশোধর মিশ্রের বহু পুত্র কন্যা জন্মিল। তখন এখানে উপযুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিল না, কাজেই তিনি পুত্রকন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন ও অবশেষে পুনরায় কনৌজে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তাঁহার কথায় রাজা শ্যামলবর্ম্মা চারিগোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে পুত্রাদি সহ আনাইয়া গ্রাম দান করিয়া তাহাতে বাস করাইলেন। এই শেষোক্ত বিবরণটী সর্ব্বপ্রাচীন কুলজ্ঞী হইতে গৃহীত ও ইহাই অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক বলিয়া মনে হইতেছে। অধিকাংশ কুলগ্রন্থ মতেই যখন যশোধর একাকী আসিলেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার জন্য যখন অন্য ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই সময়েই অপর চারিগোত্রের আগমন হওয়া সম্ভবপর। এরূপস্থলে মহাদেব শাণ্ডিল্য যে শ্যামলচরিতের প্রমাণে ১০০২ শকে চারিগোত্রীয় ব্রাহ্মণের আগমনকথা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া গণ্য করা যায় না। অথবা কুলদীপিকায় যশো-ধরের কনোজ হইতে প্রত্যাগমন* ও তথায় অনাদরের কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়, কারণ যদি তিনি কনোজের ব্রাহ্মণসমাজে অনাদৃতই হইলেন, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহার সহিত বেদবিদ্ চারিগোত্রের ব্রাহ্মণাগমন কি সম্ভবপর হয়?

তৎকালে বঙ্গদেশবাসী সম্মানিত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিরগ্নিক হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। বৈদিক-কুলমঞ্জরী, সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব, সামন্তচূড়ামণি-রচিত শ্যামলচরিত, ঈশ্বরের বৈদিক-

ঈশপুত্রো বেদগর্ভঃ পদ্মনাভো রবেঃ সুতঃ। কমলাসনপুত্রোঽসৌ বিশ্বজিচ্চ মহামতিঃ॥
যশোধরো মনোঃ পুত্রঃ সর্ব্ব এতে সপুত্রকাঃ। এতানানীয় রাজেন্দ্র এতেভ্যঃ স্থানমাদদৌ॥
যথাযোগ্যং বিচিত্রং হি গ্রামং শাসনভূষিতং। (ঈশ্বর রচিত বৈদিক-কুলপঞ্জী)

* গৌতম গোত্রের কোন কোন পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া থাকেন যে, বৈকুণ্ঠবাল মিশ্রের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্যই [illegible] মিশ্র এদেশে আগমন করেন। কিন্তু কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে ইহার সমর্থক প্রমাণ পাই নাই।

কুলপঞ্জী, রামভদ্রের বৈদিক-কুলদীপিকা প্রভৃতি সমুদয় বৈদিক-কুলগ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে যে তৎকালে বঙ্গদেশে (রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ মধ্যে) আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না *; সুতরাং শাকুনসত্ররূপ বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হইয়াছিল। যশোধর আসিলেন, কিন্তু আর কএক গোত্র না হইলে তিনি কিরূপে পুত্রকন্যাদির বিবাহ দিবেন? তাঁহার বঙ্গে বাস করাই চলে না। কাজেই তাঁহার পুত্রকন্যা বিবাহোপযুক্ত হইলে অপর চারিগোত্র এদেশে আহূত হইয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরের বৈদিককুলপঞ্জীতে লিখিত আছে,—

'শ্যামলবর্ম্মা সমাদরপূর্ব্বক ১১৬৪ শাকে কনোজস্থিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে এদেশে আনিয়া ধনরত্ন, বসন ভূষণ ও গ্রাম প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদিগকে বাস করাইয়াছিলেন।'†

এখন কথা উঠিতে পারে, অধিকাংশ কুলগ্রন্থ মতে, ১০০১ শকে যশোধরের বঙ্গাগমন-কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে, এরূপ স্থলে ১১৬৪ শাকে শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক পঞ্চগোত্র-স্থাপন কিরূপে সম্ভবপর? কিন্তু এখানে ১১৬৪ শাককে শকাব্দ না ধরিয়া বিক্রমাব্দ ধরিলে আর কোন গোল থাকে না, তাহা হইলে ১০০১ শকে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দে) যশোধরের আগমন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদির বিবাহযোগ্যকাল উপস্থিত হইলে ১১৬৪ বিক্রমাব্দে (১১০৭ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ তাঁহার ২৮ বর্ষ পরে অপর চারিগোত্রের বঙ্গে উপস্থিতি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পঞ্চগোত্র-বিবরণ।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের যে পঞ্চজন বঙ্গে আগমন করেন, বিভিন্ন কুলগ্রন্থে তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নামভেদও দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জী মতে—শুনক যশোধর, শাণ্ডিল্য বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ গোবিন্দ, সাবর্ণ পদ্মনাভ, ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিশ্বজিৎ; পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকার মতে—শুনক যশোধর, শাণ্ডিল্য বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ গোবিন্দ, ভরদ্বাজ জিতমিশ্র ও সাবর্ণ পদ্মনাভ; রামভদ্রের পাশ্চাত্য বৈদিক কুলদীপিকার মতে—শৌনক যশোধর, শাণ্ডিল্য বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ গোবিন্দ, সাবর্ণ পদ্মনাভ ও ভরদ্বাজ জিতমিশ্র; রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরীর মতে,—শুনক যশোধর, শাণ্ডিল্য বেদগর্ভ,

* এই তৃতীয় অংশের সূচনা দ্রষ্টব্য।

† "শাকে বেদরসেন্দুচন্দ্রগণিতে সত্যং কনৌজস্থিতান্। বিপ্রান্ শ্রী সমাদরেণ ক্ষিতিপশ্চানীয় দেশেঽত্র বৈ॥ দত্বা হেমধনং বিচিত্রবসনং গ্রামঞ্চ সংস্থাপয়ৎ। বস্ত্রালঙ্কৃতিভূষিতান্ খলু পুনর্বেদজ্ঞবিপ্রোত্তমঃ॥" (ঈশ্বর)

বশিষ্ঠ রত্নগর্ভ, সাবর্ণ বেদান্তবাগীশ ও ভরদ্বাজ শ্রীমান্ এবং মহাদেব শাণ্ডিল্যের মতে—শৌনক যশোধর, শাণ্ডিল্য বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ কার্ত্তিক (গোবিন্দ), সাবর্ণ পদ্মনাভ এবং ভরদ্বাজ জিতামিত্র।

উপরোক্ত পঞ্চজনের পিতৃনামেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের মতে শাণ্ডিল্য কুশের পুত্র বেদগর্ভ, কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা ও রামদেবের মতে ভার্গবমিশ্রের পুত্র বেদগর্ভ।[১] ঈশ্বর এবং পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকার মতে তপনের পুত্র গোবিন্দ। রামদেবের মতে তপনের পুত্র গোবিন্দ বটে, কিন্তু তিনি আসেন নাই, তাঁহার ভ্রাতা রত্নগর্ভই গৌড়ে আসেন।[২] ঈশ্বরের ও পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকার মতে সাবর্ণ রবির এক পুত্র পদ্মনাভ, তিনিই গৌড়ে আসিয়াছিলেন। রামদেবের মতে রবির দুই পুত্র বেদান্তবাগীশ ও পদ্মনাভ, বেদান্তবাগীশই গৌড়ে আগমন করেন।[৩] ঈশ্বরের মতে ভরদ্বাজ কমলাসনের পুত্র বিশ্বজিৎ। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকার মতে সামবেদী রমানাথ মিশ্রের দুই পুত্র জিতমিশ্র ও শ্রীমান্; জিতমিশ্র গৌড়দেশে আসেন।[৪] কিন্তু রামদেবের মতে, রমানাথের পুত্র শ্রীমানই এ দেশে আসিয়াছিলেন।[৫]

ঈশ্বর বৈদিকের প্রাচীন কুলপঞ্জী মতে শেষোক্ত চারিগোত্র দারাপুত্রসহ বিক্রমপুরে উপস্থিত হইলে শুষ্ক কাষ্ঠ পল্লবিত ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আধুনিক কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে যে, আদিশূরানীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে শুষ্ক কাষ্ঠ তৎক্ষণাৎ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে আজও কেহ কেহ সেই অঙ্কুরিত গজারী বৃক্ষ দেখাইয়া থাকেন।* কিন্তু আমরা সাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, আদি-

(১) "আসীদ্ভার্গবমিশ্রাখ্যঃ কর্ণাবত্যাং দ্বিজোত্তমঃ। বেদাচার্য্যস্তথা বেদগর্ভস্তস্য সুতাবুভৌ ॥১৮৫
শাণ্ডিল্যো বেদগর্ভস্তু গৌড়দেশমুপাগমৎ। পুত্রত্রয়েণ সহিতো যশোধরসুভাষিতঃ ॥" ১৮৬
(পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা)

(২) "আসীদ্বশিষ্ঠগোত্রীয়স্তপনো নাম তাপসঃ। কর্ণাবত্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠো বৈদিকাচারতৎপরঃ ॥১৭৫
গোবিন্দো রত্নগর্ভশ্চ তস্য দ্বৌ তনয়ৌ মতৌ। ধার্ম্মিকো রত্নগর্ভো হি গৌড়দেশং সমাগতঃ ॥" ১৭৬
(রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরী)

(৩) "আসীৎ সাবর্ণগোত্রীয়ো রবির্নাম দ্বিজোত্তমঃ। কর্ণাবত্যাং মহামাঙ্গস্তস্য দ্বৌ তনয়ৌ মতৌ ॥২০৫
আদ্যো বেদান্তবাগীশঃ পদ্মনাভো দ্বিতীয়কঃ। আদ্যো যজ্ঞবিধৌ পূর্ব্বং গৌড়দেশং সমাগতঃ ॥" ২০৬
(রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরী)

(৪) "আসীদ্রমানাথনামা মিশ্রোপাধি-বিভূষিতঃ। সামবেদী ভরদ্বাজস্তপস্বী বিহিতক্রিয়ঃ ॥
তস্যাত্মজো জিতমিশ্রঃ শ্রীমান্ শ্রীমান্ তথাপরঃ। তেজস্বী জিতমিশ্রস্তু গৌড়দেশমুপাগমৎ ॥"
(পাশ্চাত্যবৈদিক কুলপঞ্জিকা)

(৫) "আসীদ্রমানাথনামা মিশ্রোপাধিবিভূষিতঃ। কর্ণাবত্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥১৯৪
তস্য দ্বৌ তনয়ৌ শ্রীমান্জিতমিশ্রৌ গুণাধিকৌ। শ্রীমানাখ্যঃ সমায়াতো গৌড়ে যজ্ঞবিধৌ পুরা ॥"
(বৈদিক কুলমঞ্জরী)

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ১০২ পৃষ্ঠা।

শূরের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল না অথবা তৎকর্ত্তৃক তথায় পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন নাই।* রাজা শ্যামলবর্ম্মা-কর্ত্তৃক কনোজ হইতে বিক্রমপুরে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের প্রভাবে এখানে শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্জরিত হয়। রাঢ়ীয়-কুলাচার্য্য যে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের বিক্রমপুরাগমনপ্রসঙ্গ ও প্রভাব আদিশূরানীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুপ্রাচীন ঘটনা বহুপরবর্ত্তী লেখকের হস্তে যে রূপান্তর হইতে পারে, তাহাও কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, শুষ্ক কাষ্ঠ পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে যে প্রবাদ রহিয়াছে, যদি তাহার মূলে কিছু মাত্র সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে সে ঘটনা পাশ্চাত্য বৈদিকাগমনের প্রভাব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

শুনক বা শৌনক।

উক্ত চারি গোত্র ব্যতীত শুনক বা শৌনক সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কোটালীপাড়ের শুনক গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ শুনক যশোধরই বঙ্গে আসিয়া রাজ-সম্মানিত হন এবং শেষে পঞ্চগোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত করেন। এদিকে সামন্তসারবাসী শৌনক গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মতে শৌনক যশোধরই উক্ত প্রকারে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কুলগ্রন্থ হইতে আমরা একাধিক যশোধরের পরিচয় পাইয়াছি। রামভদ্রের কুলদীপিকা, রামদেবের কুলমঞ্জরী ও বৈদিক কুলপঞ্জিকায় এক যশোধরের উল্লেখ পাই, ইনি মহীধরের পুত্র। উক্ত কুলগ্রন্থত্রয় ইঁহাকেই রাজসম্মানিত ও পঞ্চগোত্রীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত কুলপঞ্জিকা ও কুলমঞ্জরী-মতে ইনি শুনক, আবার কুলদীপিকা-মতে ইনি শৌনক গোত্রজ। মহাদেব শাণ্ডিল্য-কৃত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব হইতে জানা যায়, যশোধর শৌনক গোত্র ও তাঁহার পিতার নাম মধু। ঈশ্বরের মতেও ইনি মধুপুত্র, কিন্তু শুনকগোত্রীয়। শেষোক্ত উভয় কুলগ্রন্থ-মতেই এই মধুপুত্র যশোধরই বঙ্গে আসিয়া রাজ-সম্মানিত হইয়া এখানে বাস করিতে থাকেন।

বৈদিক কুলমঞ্জরীতে আর একজন যশোধরের উল্লেখ আছে, তিনি শৌনক, এই শৌনক যশোধরের বঙ্গে আগমন, বাস ও বৃত্তি সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কুলমঞ্জরীকার লিখিয়াছেন,—'শুনক যশোধরের এক মিত্র ছিলেন, তিনি শৌনক গোত্রীয় এবং তাঁহার নামও যশোধর। শৌনক যশোধর তাঁহার মিত্র শুনক যশোধরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ে আগমন করেন। শৌনক যশোধর দেশ হইতে একাকী আসিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি কিছুই ছিল না, তাই তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মিত্র শুনক যশোধরকে দেখিবার জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন। এই সময় মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করা ব্যতীত আর তাঁহার শান্তিলাভের কোন উপায় ছিল না। গৌড়ে আসিয়া শৌনক যশোধর মিত্র শুনক যশোধরকে কহিলেন,—'মিত্র! এখন আমার উপায় কি, দুঃখে শোকে আমার মন সদা সন্তপ্ত হইতেছে; আমি করি কি, কোথায় যাই, আমার গত্যন্তরও কিছুই দেখিতেছি না, এখন আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমাকে বলিয়া

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ২০২ পৃষ্ঠা।

দাও।' শুনক যশোধর শৌনক যশোধরের এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শৌনক যশোধর মিত্রের কথায় আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ দেশ ছাড়িয়া অগত্যা গৌড়ে অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন। এই নবাগত শৌনক যশোধর অতি পুণ্যাত্মা ছিলেন। ইনি রাজা শ্যামলবর্ম্মাকে শূদ্রজ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ প্রতিগ্রহ করেন নাই।

'তখন শুনক যশোধর মিত্র শৌনক যশোধরকে রাজার নিকট হইতে কোনরূপ দানগ্রহণে অনিচ্ছুক দেখিয়া সৌহার্দ্দবশতঃ বলিলেন,—মিত্র! আমি তোমার বাসার্থ এই সামন্তসার দান করিতেছি। তুমি এই স্থানেই বাস কর। শুনক যশোধর শৌনক যশোধরকে এই কথা কহিয়া তৎকালে সেখানকার অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—এই শৌনকগোত্রীয় যশোধর আমার মিত্র। ইনি পুণ্যকার্য্যে তৎপর এবং পুণ্যাত্মা। ইঁহার মতি সদা ধর্ম্ম কর্ম্মে নিরত; ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত দেবভক্ত। এই বিপ্রবরকে আপনারা আমার তুল্য জ্ঞান করিবেন। ইনি এই স্থানেই থাকিবেন। এই শৌনক যশোধরও মদীয় গোত্রের ন্যায় চিরদিন পরিচিত হইবেন। ইঁহার কাজ হইল যে, ইনি আমাদিগের পঞ্চগোত্রীয়-গণের কুলবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিবেন। এই কুলবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখার জন্য আমাদিগের সকলেরই প্রীতি ইঁহার উপর চিরদিন নিশ্চল থাকিবে। শুনক যশোধর-মিশ্রের এই কথা শুনিয়া সামন্তসারের ব্রাহ্মণগণ সকলেই একবাক্যে তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন।

'শৌনক যশোধর তদবধি সামন্তসারে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় রথীতর গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন, এই ব্রাহ্মণের একটী রূপবতী কন্যা ছিল, শৌনক যশোধর সেই কন্যাটীকে বিবাহ করিলেন। এইভাবে মিত্রানুগ্রহে মহামতি শৌনক যশোধর সামন্তসারে স্থাপিত হইলেন এবং (পঞ্চগোত্রের) কুলবৃত্তান্তলিখনে ব্রতী হইয়া সর্ব্বদা সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।'*

(*) 'যশোধরস্য মিত্রন্তু পরো যশোধরাখ্যকঃ। শৌনকশ্চ সমাখ্যাতো ধার্ম্মিকো বিনীতঃ সুধীঃ।১১১
আগত্য কথয়ামাস মিত্রায় বৃত্তমাদিতঃ। স্ত্রীপুত্ররহিতস্তাবদতিদুঃখেন দুঃখিতঃ।১১২
মিত্রসন্দর্শনার্থোঽহমাগতো গৌড়মণ্ডলে। চেতো ন নির্বৃতিমেতি বিনা মিত্রাবলোকনং।১১৩
কিং করোমি ক গচ্ছামি সদা সন্তপ্যমানসঃ। কর্ত্তব্যং কথ্যতাং মিত্র গতিরন্যা ন বিদ্যতে।১১৪
ইতি তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা শুনকোঽহং যশোধরঃ। বাসার্থং কথয়ামাস তত্র পুণ্যপ্রবর্ত্তিনে।১১৫
ত্যক্ত্বা স্বদেশং ধর্ম্মাত্মা সদ্বন্ধুরহিতস্তদা। কথঞ্চিৎ প্রিয়বাক্যাৎ স স্থাতুং মতিমথাকরোৎ।১১৬
বর্ম্মবংশাবতংসস্য শূদ্রবুদ্ধ্যা প্রতিগ্রহং। নাঙ্গীচকার পুণ্যাত্মা শৌনকঃ স যশোধরঃ।১১৭
শুনকোঽদ্ভুতমিত্রস্য বন্ধুপ্রীত্যাব্রবীত্তদা। বাসার্থং দীয়তে তুভ্যং ময়া সামন্তসারকঃ।১১৮
রাজ্ঞাঙ্গুবস্থিতস্তাবদাহূয়াঙ্গ্রান্ যশোধরঃ। বিপ্রান্ স কথয়ামাস বন্ধুর্মে সমুপস্থিতঃ।১১৯
ধর্ম্মকার্য্যে মতিস্তস্য পুণ্যাত্মা পুণ্যকৃত্তমঃ। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তায়ং দেবভক্তিপরায়ণঃ।১২০
অয়ং বিপ্রবরশ্চাস্মাদৃশঃ পরিকল্প্যতাং। তিষ্ঠতাং শৌনকশ্চাপি মদ্গোত্রসদৃশশ্চিরং।' ১২১

আবার মহাদেব শাণ্ডিল্য লিখিয়াছেন,—'শুনক গোত্রীয় যশোধর কনোজে যবনাধিকার দেখিয়া (নিজ দেশ) ছাড়িয়া বহুদেশ ঘুরিয়া পূর্ব্ব আত্মীয়গণকে স্মরণ করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। এখানে তিনি সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় কার্ত্তিকের আশ্রয় লইলেন। ধর্ম্মাত্মা কার্ত্তিক তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে বাস করাইলেন। তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই জানিয়া কার্ত্তিকের কথায় যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ-গোত্রজ রত্নগর্ভ শুনক যশোধরকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁহার হরিরামাদি বহুপুত্র হইয়াছিল। হরির পুত্র বৎসরাজ, তৎপুত্র দিনকর, তৎপুত্র পশুপতি আচার্য্য, পশুপতির পুত্র শ্রীপতি, ইনিই নবদ্বীপ হইতে কোটালীপাড়ায় গিয়া বাস করেন।'"

আবার পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

'যশোধরের কনিষ্ঠের নাম বংশীধর। এই বংশীধর বহুকাল পরে ভ্রাতৃস্নেহে আকুল হইয়া ভ্রাতার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ে আগমন করেন। গৌড়ে আসিয়া পরে তিনি স্বদেশগমনে সম্মত হইলেন না। তিনি যশোধরকে কহিলেন,—আমি আপনাকে ছাড়িয়া কর্ণাবতীতে যাইতে ইচ্ছা করি না। অতএব এখন যাহা উচিত হয়, করুন। কনিষ্ঠের কথা শুনিয়া যশোধর তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে আদেশ করিলেন; কিন্তু বংশীধর সে আদেশে সম্মত হইলেন না। তখন যশোধর কনিষ্ঠকে কহিলেন,—আচ্ছা, তবে আমি যাহা বলি, তুমি তাহাই কর। আমার মতে তুমি তোমার পুত্রকলত্রাদি আনয়ন করিয়া এইস্থানে বাস করিতে থাক। তোমার যাহাতে চলিতে পারে, এরূপ বিত্ত আমি তোমাকে দান করিতেছি। হে ভ্রাতঃ! যাহাতে তুমি এদেশে সম্মানিত হইতে পার, তৎসম্বন্ধেও আমি চেষ্টা করিব।

'অনন্তর মহামতি বংশীধর দেশ হইতে নিজ পুত্রকলত্রাদি আনয়নপূর্ব্বক ভ্রাতার বশীভূত

"অস্মাকং পঞ্চগোত্রাণাং কুলবৃত্তং লিখস্বয়ং। প্রীতিস্তেনৈব সর্ব্বেষাং চিরং স্থেয়াস্ন সংশয়ঃ॥১২২
ইতি তস্তাষিতং শ্রুত্বা স্বীচক্রুস্তে তথাকুর্ব্বন্। ততো স্বগীতঃ কশ্চিদাগতো গৌড়মণ্ডলে॥১২৩
তস্যাসীদ্দুহিতা হ্যেকা রূমেব রূমনোহরা। উপযেমে তু তাং কন্যাং শৌনকঃ স যশোধরঃ॥১২৪
মিত্রাদ্যুগ্রহতস্তত্র বসন্ সামন্তনায়কে। কুলবৃত্তং লিখন্ শশ্বৎ সুখং তস্থৌ মহামতিঃ॥" (বৈদিক কুলমঞ্জরী)

(৭) "শুনকগোত্রসম্ভূতো যশোধরো মহামতিঃ। যবনাক্রান্তমালোক্য কনৌজং ত্যক্তবানতঃ।
পরিভ্রম্য বহূন্ দেশান্ পূর্ব্ববন্ধুং পরিস্মরন্। নবদ্বীপং সমাগত্য কার্ত্তিকশরণং গতঃ।
কার্ত্তিকোঽপি হস্তো জ্ঞাত্বা নামধেয়াদি তত্ত্বতঃ। নবদ্বীপান্তরে তং হি স্থাপয়ামাস ধর্ম্মবিৎ॥
অকৃতদারকং জ্ঞাত্বা সামবেদবিদাম্বরঃ। ভরদ্বাজোঽপি তস্মৈ হি কন্যাং দাতুমচেষ্টয়ৎ॥
ততো যশোধরায়াথ রত্নগর্ভাং নিজাত্মজাং। যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজো দদৌ কার্ত্তিকবাক্যতঃ॥
তস্যাসন বহবঃ পুত্রা হরিরামাদিসংজ্ঞকাঃ। অন্যে তত্র সমাসীনা একোঽপ্যত্র প্রকাশ্যতে॥
হরেস্তু বৎসরাজোঽভূৎ দিনকরস্ততোঽভবৎ। তস্মাদ্ যজ্ঞে পশুপতিরাচার্য্যাতিমাগতঃ॥
পশুপতিস্তিতীয়স্তু মন্ত্রত ইব সজ্জনৈঃ। তৎপুত্রঃ শ্রীপতিঃ খ্যাতো দ্বিতীয়ঃ শ্রীপতিরিব॥
কোটালিপাটকে সোঽপি নবদ্বীপাৎ প্রব্রজিবান। তৎপুত্রো রাঘবানন্দঃ গৌরবানন্দবর্দ্ধনঃ॥
ধীরো ধার্ম্মিক আচার্য্যঃ সিংহোপাধিবিভূষিতঃ॥" (মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব)

হইয়া গৌড়ে বাস করিতে লাগিলেন। সমুদায় পঞ্চগোত্রের সহিত ইহাঁর সম্বন্ধাদি চলিতে লাগিল। সমস্ত পাশ্চাত্য বৈদিকগণ যেরূপ সম্বন্ধ যত্নপূর্ব্বক করিতেন, ইনিও সেইরূপ করিতে লাগিলেন।

'সুমতি যশোধর নিজ অনুজ বংশীধরকে কুলাচার্য্য পদ দান করিলেন। বংশীধর হৃষ্টান্তঃকরণে সেই কার্য্যেই ব্যাপৃত রহিলেন। বংশীধরের বংশধরগণ ক্রমে সমাজদ্বার আখ্যা লাভ করিয়া গৌড়ে বাসকরত বৈদিকগণের কুলপঞ্জিকা লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাজপ্রদত্ত কৌলীন্য হইতে হীন হইলেও যশোধরের অনুগ্রহে কুলীনের ন্যায় সম্মানিত হইলেন।'[৮]

রামভদ্রের বৈদিক কুলদীপিকাতেও লিখিত আছে, 'বেদার্থপ্রকাশক মহীধরের তিন পুত্র—পৃথ্বীধর, যশোধর, ও বংশীধর। এই তিন জনের মধ্যে শৌনক যশোধরই শ্যামলরাজের সভায় সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন। তিনি যজ্ঞসমাপন করিয়া পুনরায় কান্যকুব্জে যান, প্রত্যাগমন-কালে অপর চারিগোত্রের সহিত স্বীয় অনুজ বংশীধরকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পঞ্চগোত্রের সকলেই শ্যামলরাজপ্রদত্ত শাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মশীল পুণ্যাত্মা বংশীধর রাজাকে 'শূদ্র' মনে করিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করেন নাই। তিনি যশোধরের সহিত সামন্তসারগ্রামেই বাস করিতেন। যশোধরই আচারমূলক কৌলীন্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক অনুজের প্রতি সমাজের ভার ও 'সমাজদ্বার' উপাধি দিয়াছিলেন এবং অনুজকে নিজ সামন্তসার গ্রাম দিয়া তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। মহাত্মা বংশীধর কুলবৃত্ত-প্রকাশপূর্ব্বক গ্রন্থরচনা করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তথায় সুখে বাস করিতে থাকেন; তাঁহারা সকলেরই নিকট অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বলিয়া সম্মানিত।'[৯]

(৮) "যশোধরস্যাবরজো নাম্না বংশীধরঃ সুধীঃ। অথ কালে গতবতি ভ্রাতৃস্নেহাতিবিহ্বলঃ। ৬৯
আজগাম স বৈ গৌড়ং ভ্রাতুর্দ্দর্শনকাময়া। ততো ন সমভূৎ তস্য স্বদেশাগমনং প্রতি। ৭০
যশোধরমুবাচাথ নাহং গন্তুং সমুৎসহে। কর্ণাবতীং তয়া হীনাং যথাবৎ ক্রিয়তাং বিধিঃ। ৭১
ভ্রাত্রা সমুপদিষ্টোঽপি নাকরোত্মানসং যদা। স্বদেশগমনে বংশীধরঃ পশ্চাদ্ যশোধরঃ। ৭২
উবাচ স কনীয়াংসং ক্রিয়তাং যদ্রুচীয়তে। কলত্রাদিকমানীয় বসেহ মম সম্মতঃ। ৭৩
অহং তে সম্প্রদাস্যামি বিত্তং বৃত্ত্যোপজীবিকং। যতিষ্যেঽহং ত্বয়া ভ্রাতঃ যথাস্যাঃ সর্ব্বপূজিতঃ। ৭৪
কলত্রপুত্রানাদায় ততঃ স সুমহামতিঃ। ভ্রাতুর্বশংবদো গৌড়েঽবসদ্ব্রহ্মণ্যপূরিতঃ। ৭৫
সর্ব্বেষু পঞ্চগোত্রেষু সম্বন্ধঃ স্যাৎ স্থিরো যদা। যথা সর্ব্বৈরাদৃতশ্চ নিত্যং পাশ্চাত্যবৈদিকৈঃ। ৭৬
ইতোঽতদর্থং সুমতির্যশোধরো দদৌ কুলাচার্য্যকতাং স তস্মৈ।
বংশীধরায়াথ নিজানুজায় মুদা স তস্মিন্ কিল সংবৃতোঽভূৎ। ৭৭
সমাজদ্বারসংজ্ঞাং তাং লব্ধা বংশীধরাত্মজাঃ। তত্রৈব নিবসন্তস্তে লিলিখুঃ কুলপঞ্জিকাং। ৭৮
রাজপ্রদত্তকৌলীন্যবর্জ্জিতোঽপি তদন্বয়ঃ। যশোধরানুগ্রহতঃ কুলীন ইব চাভবৎ।"৭৯
(পাশ্চাত্যবৈদিক কুলপঞ্জিকা ।)

(৯) "বংশীধরোঽতিপুণ্যাত্মা পুণ্যকর্ম্মা মহাতপাঃ। নীচকাৎ স বৈ তস্য শূদ্রবুদ্ধ্যা প্রতিগ্রহং

উপরি উদ্ধৃত শুনক ও শৌনকের বিবরণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, একই গোত্র দুইটী আখ্যা মাত্র; নচেৎ ঈশ্বর, রামভদ্র ও রামদেব প্রভৃতি রচিত প্রাচীন কুলগ্রন্থে এক যশোধরের পরিচয়স্থলে গোত্রপরিচায়ক শুনক ও শৌনক এই উভয় শব্দ দেখিতে পাই কেন? কোটালিপাড়ের অনেক বৈদিক শুনক ও সামন্তসারের অনেক বৈদিক শৌনক বলিয়া পরিচিত, বস্তুতঃ উভয়ের একই গোত্র ও একই প্রবর, তাই শুনক ও শৌনক * এই উভয়ের মধ্যে কখন বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলিত নাই।

শুনক বা শৌনক গোত্রে একাধিক যশোধর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম যশোধর ১০০১ শকে (এখন হইতে ৮২৪ বর্ষ পূর্ব্বে) বঙ্গে আগমন করেন, কিন্তু আমরা যে সকল কুলগ্রন্থ পাইয়াছি, তাহার কোনখানি দুই তিন শত বর্ষের বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। অধিক সম্ভব, যশোধর মিশ্রের বহুশত বর্ষপরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ, বিভিন্ন যশোধরের পরিচয়কালে একের স্থলে অন্যকে বসাইয়াছেন। তাই কেহ যশোধরকে মধুর পুত্র, কেহ বা মহীধরের পুত্র, আবার কেহ কেহ যশোধর নামে যশোধরের এক আত্মীয়েরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যশোধর রাজসম্মানিত, যশোধর হইতে পাশ্চাত্য বৈদিক কুল সমুদ্ভাসিত, এরূপস্থলে যশোধরের নামে বংশ-পরিচয় দিবার কাহার না অভিলাষ? এ দিকে যখন দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন বংশে কয়েক জন যশোধর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অথচ কোন্ সময়ে কে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না, তখন তদ্বংশীয়গণ যে তাঁহাকেই রাজসম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। বাস্তবিক সামন্তসারের বৈদিকগণ যে যশোধরের পরিচয় দেন, তিনি মধুর পুত্র, আর কোটালিপাড়ের বৈদিকগণ যে যশোধরের পরিচয় দেন, তিনি বেদার্থপ্রকাশক মহীধরের পুত্র। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কাহার পুত্র কোন্ যশোধর শ্যামলবর্ম্মের সভায় আসিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। শ্যামলবর্ম্মের মূল তাম্রশাসন আমরা দেখি নাই, তবে কুলগ্রন্থ-সমূহে তাহার যে প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যশোধরের পিতৃনাম গৃহীত হয় নাই। তাম্রশাসন পাইলে অনেকটা সন্দেহভঞ্জনের আশা ছিল। সংগৃহীত কুলগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, সকল শুনক না হউন, গোষ্ঠীপতি বলিয়া খ্যাত কোটালিপাড়ের শুনক-বংশই রাজসম্মানিত যশোধর মিশ্রের সন্তান। যে যশোধর মিশ্র পঞ্চ গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান

বসতি স্থাপয়ামাসেন তত্র সামন্তসারকে। তস্মৈ সমাজতারণং দত্তবস্যাগ্রজন্মনা ॥৬৭
আচারমূলং কৌলীন্যং নির্দ্দিষ্টং পূর্ব্বজন্মনা। সমাজাধারসংজ্ঞাক দত্তো তস্মৈ যশোধরঃ ॥৬৮
সোঽপি সংস্থাপিতো রাজ্ঞা তস্মিন্ সামন্তসারকে। সৎপ্রতিগ্রহমাসাদ্য কুলবৃক্ষং প্রকাশয়ন্ ॥
পুত্রপৌত্রৈর্যুতঃ শ্রীমান্ সুখং নিবসতি স্ম বৈ। সম্মানিতঃ সকলনৈরশূদ্রাণাং প্রতিগ্রহাৎ ॥" ৭০

(পাশ্চাত্য বৈদিককুলদীপিকা)

* সামন্তসারের কোন কোন বৈদিক "সৌনক" বলিয়া নিজ পরিচয় দিতেন। কিন্তু দন্ত্য-সকারযুক্ত সৌনক-গোত্র কোন প্রাচীন গোত্রমালায় গৃহীত হয় নাই। কোন কোন অশুদ্ধ বৈদিক কুলগ্রন্থের হস্তলিপিতে শুনক স্থানে 'সুনক' এবং শৌনক স্থানে 'সৌনক' লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, এরূপ অশুদ্ধ পুথি দৃষ্টে কেহ কেহ 'সৌনক' কল্পনা করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক শুনক ও শৌনক পাঠই বিশুদ্ধ।

লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশই গোষ্ঠীপতি হইবার প্রকৃত অধিকারী।* কুলগ্রন্থরণা ও কুল-পরিচয়সংগ্রহ করা কুলাচার্য্যের কার্য্য,—গোষ্ঠীপতির কার্য্য নহে। দুই তিনখানি কুলগ্রন্থে পাই-য়াছি, যশোধরের অনুজ বংশীধর অথবা আত্মীয় শৌনক যশোধর শ্যামলবর্ম্মাকে শূদ্র মনে করিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুণ্যশীল ও তপস্বী ছিলেন বলিয়া যশোধর তৎপ্রতি কৌলীন্য-বিচাররূপ সমাজের ভার ও তাঁহার বাসার্থ সামন্তসার গ্রাম অর্পণ করেন। শৌনক যশোধর বা বংশীধরের সন্তানগণের উপরওকুলবৃত্ত লিখিয়া রাখিবার ভার ছিল। সামন্তসারের শৌনকগণ বরাবর এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এরূপ স্থলে সামন্তসারের শৌনকদিগকে বংশীধর অথবা শৌনক যশোধরের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকে না। অথবা বংশীধরের বংশে অপর যশোধরের জন্ম হেতু সামন্তসারের শৌনকগণও আপনাদিগকে যশোধরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বংশীধর যেরূপ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বলিয়া কীর্ত্তিত, আজও সামন্তসারের শৌনকবংশ সেইরূপ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা কুলাচার্য্যরূপে সমাজ রক্ষা করিতেন, সে জন্য পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজ অর্থাদি দিয়া তাঁহা-দিগকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য ছিলেন, এবং এখনও অপর পাশ্চাত্য বৈদিকগণ নানা ক্রিয়া-কর্ম্মে শৌনকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন, এজন্য শৌনকদিগের দুই এক ঘর ভিন্ন আর কাহাকেও ভিন্ন জাতির নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিতে হয় নাই।

সামন্তসারের শৌনকগণ বলিয়া থাকেন,—

"সমাজস্থ নিদানাত্তু সমাজস্থাদিলম্ভনাৎ।
সমাজদ্বারসংজ্ঞাস্তে লেভিরে পূর্ব্বগৌড়কে॥"

অর্থাৎ যশোধরের পুত্রগণ সমাজের প্রবর্ত্তক ও প্রথমে সমাজলাভ করিয়াছেন বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহারা 'সমাজদ্বার' খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু রামভদ্রের কুলদীপিকায় লিখিত আছে,—

"আচারমূলং কৌলীন্যং নির্দ্দিষ্টং পূর্ব্বজন্মনা।
সমাজদ্বারসংজ্ঞাঞ্চ দদৌ তস্মৈ যশোধরঃ॥" ৬৮

অর্থাৎ যশোধর আচারমূলক কৌলীন্য নির্দ্দেশ করিয়া ও সমাজের ভার দিয়া অনুজ বংশীধরকে 'সমাজদ্বার' উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু অপর কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে যশোধর-পুত্র অথবা বংশীধরের সমাজদ্বার উপাধি-লাভের কথা নাই।

পাশ্চাত্যবৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—যশোধরের পুত্র হরি, তৎপুত্র বৎসরাজ, তৎপুত্র দিনকর, তৎপুত্র পশুপতি, তৎসুত সিদ্ধেশ্বর লোকাচার্য্য, তৎপুত্র বাচস্পতি-মিশ্র এবং বাচস্পতির পুত্র শ্রীপতি। এই শ্রীপতি সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় আছে—

"বংশীধরস্যাত্মজেভ্যো দত্ত্বা সামন্তসারকং।
দেবোত্তরং শ্রীপতিস্তু কোটালিপাড়মাগমৎ॥"

শ্রীপতি বংশীধরের বংশধরদিগকে সামন্তসার দেবোত্তর দিয়া কোটালীপাড়ে আসিয়া বাস করেন।

* পরবর্তী ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে গোষ্ঠীপতির প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।